একজনের অবৈধ নিষ্ঠা অর্থাৎ মিথ্যা বিশ্বাস হইতে এমন সকল ভূতের জন্ম হইতে পারে যাহারা অতি বিজ্ঞ লোকদিগকেও ভুলাইয়া অন্ধ করিতে পারে। পল্লীগ্রামের কুসংস্কারবিষ্ট লোকদিগের মধ্যে এরূপ প্রবাদ ও বিশ্বাস আছে যে, রাত্রিকালে নিদ্রার সময় এক ডাকে উত্তর দিতে নাই। এক ডাকে উত্তর দিলে হয়ত অনিষ্ট ঘটনা হইতে পারে। "নিশি" নামক প্রাণীরা অর্থাৎ ভূতযোনি বিশেষেরা রাত্রি কালে নিদ্রিত লোকদিগকে ভুলাইবার জন্য গৃহস্থের বহির্বাটীতে আইসে এবং ঠিক মনুষ্যের রবে নিদ্রিত ব্যক্তিকে একবার মাত্র আহ্বান করে। যে নিদ্রিত ব্যক্তি সেই আহ্বানে প্রত্যুত্তর করে, তাহার নিস্তার পাওয়া সুকঠিন; অর্থাৎ সেই নিশি প্রাণীর ডাকে উত্তর দিলে নিদ্রিত ব্যক্তিকে নিশিরা নাকি প্রান্তরে অথবা বৃক্ষোপরি লইয়া গিয়া অচৈতন্য করিয়া রাখে। অনেক সময়েই অনেক ব্যক্তি নিদ্রাবস্থায় গৃহবহির্গত হইয়াছে, কেহবা বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়াছে, কেহবা ছাদের কার্ণীস্ মাত্র অবলম্বন করিয়া মৃতবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়াছে। অজ্ঞ লোকেরা এই সকল ঘটনার মূলতত্ত্ব না জানিয়া নিশি নামক ভূতযোনির সৃষ্টি করতঃ তাহাদেরই উক্তরূপ প্রভাব বর্ণন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহা ভৌতিক কার্য্য নহে; তাহা স্বপ্ন প্রভাব। মানব আত্মা স্বপ্নকালে অনাবিধ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। সেই ক্ষমতা বিশেষ যখন কার্য্যে পরিণত হয়, তখন তাহা স্বপ্ন-সঞ্চরণ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যাহারা জীবের স্বপ্ন সঞ্চরণ মাহাত্ম্য না জানে, স্বপ্নসঞ্চরণের প্রকৃত তত্ত্ব না জানে, তাহারাই নিশি ভূতের দেদীপ্যমান প্রভাব অনুভব করতঃ ভয়ে জড় সড় হয় ও রাত্রে কাহারও আহ্বান বাক্যে প্রত্যুত্তর করিতে সম্মত হয় না।

নিশি ভূত কি? স্বপ্নসঞ্চরণই বা কি? স্বপ্নসঞ্চরণের স্বভাব ও মূল তত্ত্ব কি? তাহা আমরা পশ্চাৎ যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

নূতন সংবাদ।

১। ফরাসী ও চীনদিগের মধ্যে সম্প্রতি একটা যুদ্ধ হয়; তাহাতে ফরাসীরা সম্পূর্ণ জয় লাভ করিয়াছেন।

২। জেনারল গর্ডনের নিকট হইতে তারে সংবাদ আসিয়াছে তিনি শীঘ্র বারবার নামক স্থান অধিকার করিবেন। তিনি টাকা ও লোকবলের সাহায্য চাহিয়াছেন।

৩। ইংলণ্ডে নিউহাম মহিলা বিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ অনর পরীক্ষা দিবার জন্য

৩৬ জন গণিত, ৪৪ জন প্রাচীন ভাষা, ২৩ জন নীতিবিজ্ঞান, ৩০ জন বিজ্ঞান, ২০ জন ইতিহাস, ও ১ জন ভারতবর্ষীয় ভাষা অধ্যয়ন করিতেছেন। ইহা কি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পরিচায়ক নহে?

৪। গত ১২ই সেপ্টেম্বর পুনার ফিমেল্ ট্রেনিঙ্ কলেজ ও প্রাইমেরী বিদ্যালয় সকলের পারিতোষিক বিতরণ সভায় বোম্বাইয়ের গবর্ণর ফার্গুসন্ সাহেব সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইনি যেরূপ সদাশয়, বিদ্যোৎসাহী ও এদেশীয়দিগের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্খী, তাহা তাঁহার বক্তৃতার প্রতি কথায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা স্থানাভাবে বক্তৃতাটির মর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এই সভায় রানেড নাম্নী এক দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলা আর্য্য মহিলাসমাজের প্রতিনিধি হইয়া গবর্ণর বাহাদুরকে ধন্যবাদ দেন। বোম্বাইয়ের দুর্ভাগ্য এরূপ গবর্ণরকে হারাইতেছেন!

শুভ বিবাহোপলক্ষে কন্যার প্রতি উপদেশ*।

(উদ্ধৃত)

শ্রীমতি তরলে! গত প্রায় ষোড়বর্ষ কাল তোমাকে লালন পালন করিয়া অদ্য মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিয়া আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সৎপাত্রেরই হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিতেছি। অদ্য হইতে তোমার নবীন জীবনে একটী মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অদ্য তুমি তোমার নিজের গৃহে চলিলে। তুমি একেবারে শিক্ষালাভ না করিয়াছ, এমত নহে। যতটুকু বিদ্যালাভ করিয়াছ, তাহাতেই ভরসা করি, তোমার উপলব্ধি হইয়াছে যে, অদ্য যে জীবন-সোপানে তুমি পদার্পণ করিলে, তাহাতে কতক গুলি নূতন কর্ত্তব্যের ভার তোমার উপর পতিত হইল। এত দিন তোমার পিতা মাতা ভাই ভগিনী প্রভৃতির উপর তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পর্য্যবসিত ছিল, এখন সে কর্ত্তব্যের ভূমি আরও বিস্তৃত হইল। সকলের উপরে তোমার কর্ত্তব্য পরমেশ্বরের প্রতি। যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া জান, প্রাণান্তেও সে পথে পদার্পণ করিবে না। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিবে। তৎপরেই যদি সুখী হইতে চাও, তোমার কর্ত্তব্য তোমার স্বামীর প্রতি। সুখে দুঃখে, আহ্লাদে বিষাদে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে, প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার হৃদয়

---

* গত ৭ই সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের আটর্ণি বাবু ভুবনমোহন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী তরলার শুভবিবাহ ঢাকানিবাসী ডাক্তার প্যারী লাল গুপ্তের সহিত সমারোহে ও ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষে কন্যাকর্ত্তা এই উপদেশ দেন।

যেন তোমার স্বামীর অনুবর্ত্তী ও অনুকূল হয়। তোমার পতিকে অতিক্রম করিয়া তোমার চিত্ত যেন ক্ষণকালের জন্যও অন্য দিকে ধাবিত না হয়। সকলে যাহাকে সামান্য অর্থে তোমার স্বামী বলিয়া দেখিবে, তুমি দেখিবে যে তিনি প্রকৃত অর্থে তোমার স্বামী—তোমার হৃদয়ের ঈশ্বর। এতদিন তুমি হয় ত লক্ষ্যহীন ও শূন্যদৃষ্টি হইয়া এক প্রকার নির্ভাবনায় কালযাপন করিতেছিলে; এখন আর সে নিশ্চিন্ত ভাব থাকিবে না। এখন তুমি এক গৃহের গৃহিণী হইলে। গৃহিণী হওয়া কি, মা তুমি কি তা জান? দেখিয়াছ, প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত গৃহিণীর কি চিন্তা, কি ব্যস্ততা, কি পরিশ্রম, কি কষ্ট! কিন্তু ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে গেলে, তাহা কষ্ট নহে, তাহা পরম সুখ। নিজের পরিশ্রমে ও যত্নে যদি দশজন প্রতিপালিত হইতে পারে, এই অস্থায়ী মনুষ্য জীবনে তদপেক্ষা সুখের বিষয় ও গৌরবের বিষয় আর কি আছে? গৃহিণী শব্দটী বড় গম্ভীরার্থক। তুমি যদি প্রকৃত গৃহিণী হইতে পার, তাহা হইলে তোমার গর্ভধারিণীর ও আমার যথেষ্ট সার্থকতা লাভ হইবে। কিন্তু বৎসে! গৃহিণী হওয়া বড় কঠিন কথা। তাহাতে ধর্ম্ম চাই, কর্ম্ম চাই, ধৈর্য্য চাই, ত্যাগস্বীকার চাই, বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই, ভালবাসা চাই, প্রেম চাই, চরিত্রের পূর্ণতা চাই, গাম্ভীর্য্য চাই,—কি যে না চাই তাহা আমি জানি না—পৃথিবীতে যত গুণ আছে সকলই চাই। কেবল যে গৃহটী সজ্জিত করিয়া পুত্তলিকার ন্যায় গৃহে বসিয়া থাকিলেই গৃহিণী হয়, তাহা নয়; কেবল যে স্বামী পুত্রাদি পরিবারের মধ্যে শৃঙ্খলা সংস্থাপন করিলেই উত্তম গৃহিণী হইল তাহা নয়; ডাকিবা মাত্র দাসদাসী আসিয়া উপস্থিত হইল, আদেশ অনুসারে যথা সময়ে আদেশ প্রতিপালিত হইল, এই হইলেই যে ভাল গৃহিণী হইল তাহাও নয়। গৃহিণী যিনি তাঁহার হৃদয় ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী উদার হওয়া বিধেয়। তাঁহার সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য হিমাচল সম অটল হওয়া আবশ্যক। শারীরিক পরিশ্রম করিতে তাঁহার অক্লান্তি হওয়া উচিত। তাদ্ভিন্ন, পরের ভাবনা যিনি না ভাবিতে পারেন, তিনি কখনই সৎগৃহিণী হইতে পারেন না। আত্ম-শ্লাঘা আত্মম্ভরিতা যাহার আছে, যিনি মনে করেন, আমার সুখ হইলেই হইল, পরের সুবিধা অসুবিধার দিকে আমার চাওয়া আবশ্যক করে না, তিনি কখনও সৎগৃহিণী হইতে পারেন না। যিনি কেবল আপনার ও স্বামীর কিম্বা নিজ সন্তানের সুখ অন্বেষণ করিয়াই বেড়ান; যিনি দাস দাসীগণকে সন্তানের মত না দেখেন; যিনি তাঁহার গৃহের অন্য লোক-দিগকে, এমন কি, আপনার শ্বশুর শাশুড়ীকে ও দেবর এবং দেবর সন্তান-

দিগকে এবং স্বামীর ভগিনীদিগকে পর বলিয়া ভাবেন, তাঁহাকে আমি কখনই সৎগৃহিণী বলিতে পারি না। যিনি স্বামী ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার শ্রান্তি দূর না করিয়া জল গ্রহণ করেন, তাঁহাকে আমি সৎগৃহিণী বলিব না। যিনি স্বামীর আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে না পারেন; যিনি মিতব্যয়িতা দ্বারা স্বামীর আয় হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে না পারেন; যিনি বাহ্যিক আড়ম্বরের ইচ্ছাকে, নিজে ভাল পরিবার ভাল খাইবার ও ভাল থাকিবার ইচ্ছাকে, পরাজয় করিতে না পারিয়া সেই বিলাসিতার জন্য স্বামীকে ক্রমে ক্রমে ঋণে নিমগ্ন করেন; যিনি আবশ্যক হইলে কুটীরে থাকিয়াও সুখী না হইতে পারেন; যিনি আবশ্যক হইলে রণে বনে স্বামীর অনুসরণ করিতে না পারেন; যিনি দাস দাসী প্রভৃতি অনুগত জনকে সন্তানবৎ দেখিতে না পারেন, এবং পরিবারস্থ সকলের প্রতি উপযুক্ত সদ্ভাব রক্ষা করিতে না পারেন, তাঁহাকে আমি সৎগৃহিণী বলিব না। এ সকল বড় গুরুতর কার্য্য। ইহা সম্পন্ন করিতে হইলে এমন কি গুণ আছে, যাহা আবশ্যক না হয়? তাই বলিতেছিলাম, তরলে! বালিকে! গৃহিণী হওয়া বড় সহজ কথা নয়। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তুমি সুগৃহিণী হইতে পারিবে কি? অন্ততঃ সে চেষ্টা করিবে কি? তাহা না হইলে যে কিছুই হইল না। ব্রাহ্মিকা হইয়া যদি তুমি কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে এতদিন কি ধর্ম্ম শিক্ষা করিলে? শিশুকাল হইতে তোমার প্রতিপালনের যত্ন ও পরিশ্রম সেই দিন সফল বোধ করিব, যে দিন দেখিব ও শুনিব, আমার তরলা যথার্থই স্বামীর গৃহের ভূষণ হইয়াছে; যে দিন দেখিব ও শুনিব যে তরলা তাহার স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়া ও তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য করে না, যে দিন জানিব যে সে যথার্থই স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়াছে, স্বামীর সুখে সুখী, দুঃখে দুখী হইয়াছে, স্বামীর শ্রান্ত হৃদয় অশ্রান্ত করিয়াছে, স্বামীর সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া চলে, স্বামী না খাইলে খায় না, স্বামী না শুইলে শয়ন করে না, স্বামীর ন্যায্য কোন ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কোন কার্য্য করে না; অধিকন্তু যখন শুনিব স্বামীর ত্রুটি হইলেও তাহা গ্রাহ্য না করিয়া এবং দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ দ্বারা কি বিরুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা কুভার্য্যার লক্ষণ-প্রাপ্ত না হইয়া যথার্থ পতিব্রতার ন্যায় পতির প্রতি সাদর ব্যবহার পূর্ব্বক তাঁহার সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে,—যে দিন আমি এই সকল শুভবার্ত্তা শুনিব ও সুচিত্র দর্শন করিব, সেই দিন আমার চক্ষু ও কর্ণের পরিতৃপ্তি হইবে। আমার মন সেই দিন আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে, যে দিন শুনিব আমার তরলা তাহার শ্বশুর শাশুড়ীকে পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি

শ্রদ্ধা ও সেবা শুশ্রূষা করে, এবং তাঁহাদিগের অন্য পুত্র ও কন্যাগণকে ভাই ভগিনীর মত ভাল বাসে ও স্নেহ করে। আমার কন্যালাভ সেই দিন সার্থক হইবে, যে দিন শুনিব যে তুমি তোমার স্বামীর পরিবারের অন্য সকলের সহিত সৎ ব্যবহার কর এবং দাস দাসীদিগকে সন্তানবৎ ভালবাস ও তাহারা তোমাকে ভয় না করিয়া তোমাকে মাতৃবৎ মান্য ও শ্রদ্ধা ভক্তি করে এবং তোমার অসময়ে তোমার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। সে সময় আমার প্রাণ শীতল হইবে, যখন আমি শুনিব যে আমার তরলা তাহার প্রতিবেশীদিগের প্রিয়পাত্রী হইয়াছে এবং যাহার সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হইয়াছে, সেই তাহাকে ভাল বলে। সেই দিন বিশেষ আহ্লাদিত হইব, যে দিন শুনিব যে তুমি তোমার সাধ্যমত তোমার স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ হও নাই।

ঈশ্বর না করুন, যদি তোমার স্বামীর অবস্থা পরিবর্ত্তন হয় এবং যে অবস্থায় তুমি এখন থাকিবে তাহা হইতে মন্দ অবস্থায় থাকিতে হয়, সেই সময় যদি তুমি তোমার স্বামীর পথের কণ্টক না হইয়া তাঁহার সহগামিনী হইতে পার ও সেই অবস্থায় তোমার শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা তাঁহার ক্লেশের অর্দ্ধেক ভার লঘু করিয়া তাঁহার জীবন সুখী করিতে পার, তবেই বুঝিব তুমি যথার্থ তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়াছ এবং তোমার শিক্ষিত ধর্ম্মকে জীবনে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছ। মিতব্যয়িতা দ্বারা যদি স্বামীর অর্থ বৃদ্ধি করিতে পার, সৌজন্য ও বিনয় দ্বারা যদি স্বামীর সম্মান রক্ষা করিতে পার, সকল সৎকার্য্যে স্বামীর সহকারিণী হইয়া যদি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পার, তবে জানিব, অদ্যকার এই প্রতিজ্ঞা তুমি কখন বিস্মৃত হও নাই এবং তাহা হইলেই তোমার পিতৃ মাতৃকুলের মুখ উজ্জল হইবে। যদি কখনও শুনিতে পাই যে, তোমার আচারে ও ব্যবহারে, বাক্যে কি কার্য্যে তোমার স্বামী ও স্বামীর পরিবারেরা ব্যথিত হইয়াছেন, তাহা হইলে লজ্জার আর কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিব না, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে এবং ভরসা করি চিরকাল স্মরণ রাখিবে। ইতিহাসে, নাটকে, রামায়ণে, মহাভারতে, কাব্যে, নভেলে কত কত সতী সাধ্বী রমণীর কথা পড়িয়াছ, তাহা কাল্পনিক মনে করিবে না; তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিবে। মঙ্গলময় শান্তিদাতা পরম পিতা তোমার এই মহৎ সংকল্প সাধনে তোমার সহায় হউন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। রবার্ট ম্যাকেয়ার বা ইংলণ্ডে ফরাসী দস্যু—রেণল্ডস্ প্রণীত ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত। মূল গল্পটী যেরূপ অদ্ভুত ও চিত্তাকর্ষক, অনুবাদে তাহা অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। ভাষা বেশ সুললিত ও বিশুদ্ধ হইয়াছে। অনুবাদক মূলগ্রন্থের অশ্লীলাংশ যত্ন সহকারে পরিহার করিয়া সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকের মূল্য ৷৹ আনা।

২। বঙ্গগৃহ—শ্রীসীতানাথ নন্দী বি এ প্রণীত, মূল্য ।৵৹ আনা। হিন্দু পরিবারে স্ত্রীলোকদিগকে কিরূপ দুরবস্থা ও অত্যাচার সহ্য করিতে হয় এবং কি প্রকার হইলে আদর্শ পরিবার হয়, উপন্যাসচ্ছলে গ্রন্থকার তাহার একটী চিত্র প্রদর্শনে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থে সুনিপুণ চিত্রনৈপুণ্য দৃষ্ট না হউক, গ্রন্থখানি সুপাঠ্য হইয়াছে এবং হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এতৎ পাঠে পাঠক পাঠিকাগণের উপকারের সম্ভাবনা।

৩। রাজা বিক্রমাদিত্য—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। রাজা চন্দ্রভানু, বিক্রমাদিত্য ও এক জন যোগী এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। দৈবজ্ঞের গণনানুসারে এই তিন জনের মধ্যে যে ব্যক্তি অপর দুইজনকে বধ করিতে পারিবে, সে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে। বিক্রমাদিত্যের ভাগ্যই শেষে সুপ্রসন্ন হয়। এই গল্প ভাগ অবলম্বন করিয়া পুস্তকখানি নাটকাকারে রচিত হইয়াছে। পুস্তক খানি বিলক্ষণ অদ্ভুত-রসাত্মক, কৌতূহলবর্দ্ধক ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ইহার বর্ণনা, ও সঙ্গীতাদিতে কবিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

৪। তরণীসেন বধ—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। রামায়ণ মূলক এই উপাখ্যান নাটকাকারে প্রণীত হইয়াছে। রামায়ণের পাঠক মাত্রেই এই উপাখ্যান পাঠে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন না। তরণীসেন একাধারে রামভক্তি, পিতৃভক্তি, বীর ধর্ম্ম ও অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব সম্মিলিত করিয়া পাঠকের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ছবি মুদ্রিত করিয়া দেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর চিত্রও বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

বামাগণের-রচনা।

সীতা।

সীতা মিথিলাধিপতি জনক রাজার কন্যা। একে প্রাণসমা তনয়া, তাহাতে আবার অসামান্য রূপগুণে অলঙ্কৃতা, সুতরাং সীতাকে সামান্য লোকের হস্তে

অর্পণ করিতে জনক রাজার ইচ্ছা ছিল না। সে সময় ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে শারীরিক শক্তিরই সমধিক আদর ছিল বলিয়া জনকরাজা পণ করিলেন যিনি "হরধনু" ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তিনিই সীতারূপ মহারত্ন লাভ করিতে পারিবেন। দশরথ তনয় রাম ও লক্ষণ এই সময়ে তপোবনে রাক্ষসগণের উপদ্রব নিবারণ করিতে আসেন। স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া তাঁহারা মিথিলায় যজ্ঞস্থানে গমন করেন ও ধনুর্ভঙ্গ করিয়া রামচন্দ্র সীতা লাভ করেন। অনন্তর দশরথ প্রভৃতি আসিলে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায় এবং রাম চন্দ্র ও সীতা সমভিব্যাহারে অন্যান্য পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া দশরথ অযোধ্যায় যাত্রা করেন।

পথিমধ্যে পরশুরাম যখন রামচন্দ্রের গতিরোধ করেন, তখন সীতা রামচন্দ্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়েন। রামচন্দ্র পরশুরামকে জয় করিয়া স্বদেশে আগমন করেন এবং কিছু দিন পরে রাজ্যাভিষিক্ত হইতে গিয়া কৈকেয়ী কর্তৃক বনবাসের আদেশ প্রাপ্ত হন। পতিপ্রাণা সীতাসতী স্বামীর বিপদে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন—হৃদয় তাঁহার নিকট শূন্য বোধ হইতে লাগিল। হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ অরণ্য মধ্যে স্বামী কিরূপে যাইবেন, বিপদ সময়ে কে তাঁহার নিকটে দাঁড়াইবে ভাবিয়া সতীর সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল। মনে মনে স্থির করিলেন কপালে যাহা থাকে, পতির চরণ পরিত্যাগ করিব না। কাহারও নিষেধ শুনিলেন না, কাহারও অনুরোধ রাখিলেন না। পতি চরণ সেবার প্রবল বাসনা তাঁহার মনের মধ্যে ভয়ানক বেগ জন্মাইয়া দিল।

পৃথিবীর সমস্ত সুখ পতিচরণ সেবা অপেক্ষা তাঁহার নিকট অত্যন্ত তুচ্ছবোধ হইল,অমনি পতিপ্রাণা প্রাণপতির অনুগামিনী হইলেন। সীতা অরণ্যে আসিয়াছেন, ফল মূল খাইয়া কোন প্রকারে জীবন কাটাইতেছেন, সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করিতেছেন, তবুও ও মুখে হাসি ধরে না কেন? কে বলিবে সীতা নির্ব্বাসিতের পত্নী? তাঁহার সে রাজ্য নাই, অট্টালিকা নাই, দাস দাসী নাই, সে আত্মীয় স্বজন নাই, সে কিছুই নাই—কিছুই নাই তবু সীতা হাস্যময়ী কেন? কে বলিবে সীতার কিছুই নাই? যে রমণীর স্বামী নিকটে আছেন তাহার নাই কি? সকলই আছে। সেই জন্যই সীতা আজ এত আনন্দিতা। কিসে স্বামী সুখে থাকিবেন, সতী অরণ্যে দিবা নিশি সেই চিন্তা করিতেন। সীতার সেবায় রামচন্দ্রও বনবাসের ক্লেশ ভুলিয়াছিলেন।

পতির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মনোহর অট্টালিকায় অনেক দাস দাসী কর্ত্তৃক সেবিতা হইয়া থাকা অপেক্ষা পতির সহিত ঘোর অরণ্য মধ্যে থাকা যে শ্রেয়স্কর, পতিব্রতা সীতার পতিসহ অরণ্যবাস

তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত। সীতার সুখের আকাশ মেঘে ঢাকিল। পাপাত্মা রাবণ কৌশলে সীতা হরণ করিল। যে দশস্কন্ধ-বাহুবলে অমরগণ পর্য্যন্ত ভীত, সেই দশানন সতীর কোপানল সহ্য করিতে পারিল না, তাঁহার কেশস্পর্শও করিতে পারিল না। যে পতিপদ সেবার জন্য অযোধ্যার অতুল ঐশ্বর্য্য চরণে ঠেলিয়া আসিয়াছে, প্রলোভন তাহার কি করিতে পারে? পতিশোকে সতী মৃতপ্রায় হইলেন। এমন সময় হনুমান আসিয়া পতির সংবাদ দানে সতীর জীবন রক্ষা করিল।

পরে রামচন্দ্র সেতু বন্ধন করিয়া অঙ্গদ, হনুমান, ও বিভীষণ প্রভৃতির সাহায্যে দশাননকে সবংশে নিধন করিলেন। সীতা রামের সদনে আনীতা হইলেন। অগ্নিপরীক্ষাতেও সীতার মন অটল। বরং রামচন্দ্র লোকাপবাদ হইতে মুক্তি-লাভ করিলেন দেখিয়া সীতা পরম পুলকিতা হইলেন। পতির অপযশের ভয় সতীর মনে বড়ই আঘাত করে। রামের সহিত সীতা অযোধ্যায় আসিলেন। সতী রমণী পতির জন্য কত কষ্ট সহ্য করিতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্যই বুঝি ঈশ্বর সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অকারণে গর্ভবতী সীতা নির্ব্বাসিতা হইলেন।

সীতা অভিমানিনী হইলে এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেন না, আত্মঘাতিনী হইতেন। কিন্তু সীতা মনে করিলেন স্বামী যাহা করিয়াছেন, তাহাতে যদি তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে আমার কষ্ট কি? আমার দোষ নাই, তাহা তিনি জানেন। আমি যদি আত্মঘাতিনী হই, তিনি প্রাণ সংশয়কর আঘাত পাইবেন। এই মনে করিয়া তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন না। বাল্মীকি মুনির আশ্রমে তাঁহার যমজ সন্তান হইল। তাঁহাদের নাম লব ও কুশ রাখা হইল। তাঁহাদিগকে মুনি স্বকৃত রামায়ণ শিক্ষা দিলেন। পরে রামচন্দ্র যখন সোণার সীতা নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিলেন, তখন লব কুশ সেই স্থানে রামায়ণ গান করিতে করিতে রামের চিত্ত আকর্ষণ করিলেন।

রামচন্দ্র তাঁহাদিগের পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ বাল্মীকির আশ্রম হইতে সীতা দেবীকে সভাস্থলে আনয়ন করিলেন। চারিদিক হইতে আনন্দধ্বনি উঠিয়া গগন প্লাবিত করিল। সীতা আনন্দভরে কম্পিত কলেবরে শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া স্বামিচরণে পতিতা হইলেন। আহা! সে সুখ—সে মহাসুখ এ পৃথিবীতে ভোগ করিবার জিনিস নয়, তাই বুঝি পতিপ্রাণা তাঁহার অমূল্য চরিত্রের উপহার স্বরূপ সেই মহাসুখের ডালি মাথায় করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। সীতা চলিয়া গেলেন—অযোধ্যা আঁধার করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু পৃথিবীতে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পথ-প্রদর্শকরূপ যে উজ্জ্বল আলোক প্রজ্জ্বলিত করিয়া গেলেন, চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে তাহা নির্ব্বাপিত হইবার নহে।

জগদীশ্বর তোমার করুণা অপার! এই অমূল্য রত্ন যে দেশকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, অন্তিম কালে যেন সেই দেশ-বাসিনী বলিয়া আপন পরিচয় দিতে পারি, তোমার চরণে ইহা অপেক্ষা আর মূল্যবান প্রার্থনা রমণীর কি হইতে পারে?

শ্রী সরলা সুন্দরী সেন।
বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা।

অজাবিলাপ।

আইল শরৎ কাল আকাশ নির্ম্মল।
সবার আনন্দ মনে হতেছে কেবল॥
পিতৃ পক্ষ জানি মনে যতেক ব্রাহ্মণ।
আনন্দে উন্মত্ত খোঁজে কোথা নিমন্ত্রণ॥
নিকট হইল নবরাত্রি আগমন।
আনন্দে সবার মন করিছে নর্ত্তন॥
খোট্টার আনন্দ বড় হৃদয়ের মাঝ।
রামলীলা করিবারে সাজিতেছে সাজ॥
হইয়াছে ছুটি এবে আদালতে যত।
আফিস হতেছে বন্ধ, আনন্দ আগত॥
প্রবাসীরা দলে দলে আনন্দিত মন।
নৌকা যান রেলে যায় আপন ভবন॥
উৎসব হতেছে কত বাঙ্গালির ঘরে।
আসিবে আনন্দময়ী অবনী ভিতরে॥
নাচ দেখিবেক আর শুনিবেক গান।
হত জ্ঞান হবে সবে করি সুরাপান॥
কেহ গান গেয়ে সুখী কেহবা নর্ত্তনে।
প্রবাসীর নারী সুখী পতি আগমনে॥
এমন আনন্দ কালে ছাগী যে আকুল।
নিজ শিশুগণলয়ে হয়েছে ব্যাকুল॥
মম সম দুঃখিনী কে আছে ধরাতলে।
সুতে বলিদান লোকে দিবে ধরি বলে॥
মাতার সন্তানাধিক কে আছে ভুবনে।
সন্তান বিয়োগে আমি বাঁচিব কেমনে?
যাহার সন্তান হোয়ে মরে যায় প্রাণে।
সেইগো ইহার ব্যথা হৃদয়েতে জানে॥
কেমনে জানিবে বন্ধ্যা গর্ভের বেদনা।
পুত্রের বিয়োগ শোক হৃদয় যাতনা॥
একবার ভাবি নিজ সন্তান নিধন।
অনুভবে মম দুঃখ করগো হরণ॥
দুধ দেই তৃণ খাই না করি অন্যায়।
তবে প্রভু কেন মোরে এত কষ্ট দেয়॥
পুত্রশোক পেতে মোর জনম হইল,
হেন অভাগীরে বিধি কেনরে সৃজিল?
বিধিরে অবিধি হেন জগতে করিলি।
বধি বধি পুত্র মোর এত শোক দিলি॥
স্মরণ করিলে হৃদি বিদরয় হায়!
জেষ্ঠ সুত বলি কিগো প্রাণে সহা যায়॥
কি করিব হায় হায় যাইব কোথায়।
হৃদয় যাতনা আমি কহিব কাহায়॥
খাই খাই করি সবে মম প্রতি ধায়।
হাসি হাসি মম সুতে কাটে হায় হায়॥
নারী দুঃখ নারী যদি মনেতে জানিত।
স্বামীরে বুঝায়ে মোর যাতনা হরিত॥
মনুষ্য হৃদয় অতি কঠিন জগতে।
হায় পুত্র বধি দুঃখ দেয় হৃদয়েতে॥
জগতে যবনে দোষে তবে কি কারণ?
হিঁদুতে কসায়ে বল কি ভেদ এখন?
ধিক ধিক হেন ধর্ম্ম হিংসার বিধান।
ধিক ধিক হেন স্বর্গ পাপের নিদান॥
শাস্ত্রেতে সিদ্ধান্ত পুণ্য পর উপকারে।
পর পীড়া হতে পাপ নাহিক সংসারে॥
জপ তপ যজ্ঞ শুভ সাত্বিক যে কর্ম্ম।
সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অহিংসন ধর্ম্ম॥
ধূপ দীপ ফল অন্নে নহে তুষ্ট মন।
দেবতার সাধ কিগো ছাগল নিধন?
ওহে প্রভু জগদীশ জগতের পতি।
কেন পুত্র মাথা কাটি করে হেন গতি॥
আমি কি জগত ছাড়া ওহে দয়াময়!
কেন মোর প্রাণাধিক সুতেরে বধয়॥
অম্বিকে জগত মাতা শিব কুটুম্বিনি।
তোমার সম্মুখে পুত্রে বধে গো জননী॥
সিংহাসন হোতে মাতা নামিয়া তখন।
খড়্গা নাহি কাড়ি লও কিসের কারণ?
ষড়ানন গজানন তব পুত্র দ্বয়।
পুত্রের বেদন তব অগোচর নয়॥
দয়াময়ী দুঃখিনীরে দাওগো অভয়।
তোমাবিনা আর কার লইব আশ্রয়?
এইরূপ বিলাপয় ছাগী জ্ঞানহীন।
দয়াময় দয়াকর, হেরি তারে দীন॥

শ্রীমতী মল্লিকা দেবী।—কাশী

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৮ সংখ্যা। কার্ত্তিক ১২৯১—নবেম্বর ১৮৮৪। ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহাত্মা লর্ড রিপণের শাসনকাল পূর্ণ হওয়াতে আগামী ডিসেম্বর মাসে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিতেছেন, এ সংবাদ এদেশের সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। তাঁহার ন্যায় দেশীয়দিগের হিতৈষী সদাশয় ও ধার্ম্মিক রাজপ্রতিনিধি এ পর্য্যন্ত ভারতে পদার্পণ করেন নাই। দুঃখের বিষয় তিনি তাঁহার সঙ্কল্পিত অনেক সৎ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারিলেন না, তজ্জন্য আমরা তাঁহার পদাভিষিক্তের মুখাপেক্ষা করিয়া রহিলাম। জগদীশ্বর লর্ড রিপণের কল্যাণ করুন।

লর্ড রিপণের পদে যিনি অভিষিক্ত হইয়াছেন, তাঁহার নাম লর্ড ডফরিণ। ইহাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

ইনি আয়লণ্ডের এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়। ইনি ১৮৪১ সালে ১৫ বৎসর বয়সে পিতার সম্পত্তি ও উপাধির উত্তরাধিকারী হন। ইনি অক্সফোর্ডের ক্রাইষ্টচর্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। লর্ড জন রসেল যখন ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী, তখন ইনি রাজসেবায় প্রবৃত্ত হন এবং ১৮৫৫ সালে উক্ত মহাত্মার সহিত ভিয়েনায় দৌত্যকার্য্যে যান। ১৮৬০ সালে লর্ড পামারষ্টোন রাজদূত করিয়া ইহাঁকে সিরিয়াতে প্রেরণ করেন। ১৮৬৪ হইতে ৬৬ পর্য্যন্ত ইনি ভারতবর্ষের আণ্ডার সেক্রেটারী অব ষ্টেট ছিলেন, পরে কয়েক মাস সামরিক আফিশে কার্য্য করেন। গ্লাডষ্টোনের প্রথম মন্ত্রিত্ব কালে ইনি ল্যাঙ্কাষ্টার

ডচীর চান্সেলর হইয়া ৪ বৎসর কার্য্য করেন, তৎপরে ১৮৭৮ পর্য্যন্ত কানাডায় গবর্ণর ছিলেন। পরে সেণ্টপিটার্স বর্গ, কনষ্টাণ্টিনোপল ও মিসরে দৌত্যকার্য্য করেন। ১৮৭১ সালে ইনি "আর্ল" উপাধি পান। ১৮৬০ সালে গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত হন। আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে ইহাঁর লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ ইহাঁর বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও লিপিদক্ষতার পরিচয় দিয়াছে। ১৮৬২ সালে ইহাঁর শুভ বিবাহ হইয়াছে।

পুনাতে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে কালেজ খুলিবার কথা ছিল, গত বিজয়া দশমীর দিন বোম্বাইয়ের গবর্ণর কর্ত্তৃক অতি সমারোহে তাহা খোলা হইয়াছে। ইতিমধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবার সকল হইতে ৮০টি স্ত্রীলোক বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থিনী হইয়াছেন, ইহাঁদের মধ্যে বিবাহিত রমণীও আছেন।

টিকারীর মহারাণী রাজরূপ কুয়ারের মৃত্যুসংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। ইনি মগধ প্রদেশের মহারাণী ধর্ম্মময়ী ছিলেন এবং দেশহিতকর অনেক গুলি সদনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন। একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ে বর্ষে ৩০০০ টাকা করিয়া দিতেন এবং প্রতিমাসে ৫০০ টাকা ব্যয়ে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল চালাইতেন। টিকারীতে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার অধ্যাপনা কার্য্যে অনেক গুলি সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার জমীদারীতে যতগুলি হিন্দি পাঠশালা আছে, প্রায় সকল গুলিরই পাকা ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয় ও ইংরাজী স্কুলের জন্য ৭০ হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ রাখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাহাদের স্থায়িত্ব পক্ষে আশঙ্কা নাই।

লঙ্কেশ্বর রাবণ "শুভস্য শীঘ্রং" এই উপদেশটী আগে শিখেন নাই বলিয়া লবণ সমুদ্রকে ক্ষীর সমুদ্র করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহার মনের ইচ্ছা মনেতেই বিলীন হইয়াছিল। কিন্তু এতদিনের পর তাঁহার আক্ষেপ দূর হইয়াছে। জাবা হইতে ৫০০ মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত সমুদ্র জল দুগ্ধমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। যবদ্বীপের আগ্নেয় গিরিই এই অদ্ভুত কাণ্ড উৎপাদন করিয়াছে।

আমেরিকার সিনসিনেটাই প্রদেশের বিবী ব্রাকনি এক জন শুঁড়ির নামে অনেক টাকার ডিক্রি পাইয়াছেন। তাঁহার মাতাল স্বামীকে এই শুঁড়ি মদ বেচিত, তিনি বারংবার বেচিতে নিষেধ করিলেও সে তাঁহার কথা গ্রাহ্য করে নাই। এখন আদালত দুষ্টের দমন করিয়াছেন। এ দেশের দুষ্টপালনী আইনের কি পরিবর্ত্তন হইতে পারে না?

পারিসে একটী শিশুপ্রদর্শনী হইবে। ইতিমধ্যে ২০০০ শিশু সংগৃহীত হইয়াছে।

হৃষ্টপুষ্ট ও সুন্দর শিশুদিগকে পুরস্কারও প্রদত্ত হইবে।

বিলাতে বানরদিগকে "বর্ণ পরিচয়" শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তাহারা দ্রব্যের নাম ও দ্রব্য একযোগে দর্শন করিয়া কিছু কিছু শিক্ষা করিতেছে। বানরেরা মনুষ্য হইতে চলিল, মানুষের সন্তানদিগের আর মূর্খ থাকিলে ভাল দেখাইবে না।

ইংলণ্ডে কত স্ত্রীলোক কিরূপ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা এই:—

সিবিল সার্ব্বিস বিভাগে ৩২১৬ কর্ম্মচারী ও কেরাণী, মিউনিসিপাল ও অন্যান্য স্থানীয় আফিসে ৩০১৭ জন। ১৬৬০টী রমণী নানা প্রকারে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, ৩৭৯৫ সন্ন্যাসিনী (nun) ও দয়ার কার্য্যে নিযুক্তা (sister of charity) উকীলের মুহুরী ১০০, ধাত্রী ২৬৪৬, চিকিৎসার সহকারিণী৩৫১৭৫, বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী৯৪৪২১, অধ্যাপিকা ও উচ্চশ্রেণীর শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ২৮৬২৫, সুতরাং শিক্ষা কার্য্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১২২,৮৪৬ জন ব্রতী। সঙ্গীতকারিণী ও সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রী ১১,৫২৮, হোটেলের পরিচারিকা ২৩,৪৮৭, গৃহস্থের বাটীর পরিচারিকা ১২,৩০,৩০৬; ৫৯৮৯ বণিকদিগের কেরাণী, ১৭১ পয়েন্টসমেন; টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনে ২২২৮ জন কার্য্য করিতেছেন। ১২৩৩ খেলনা প্রস্তুত কারিণী ও বিক্রেতা, ২০৭৯ ছুচ ও২৫০৩ ষ্টিলপেন তৈয়ার করেন। কার্পাস রেসম ও পশম কার্য্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোক দোকানদার, রুটীওয়ালা, বাড়ীওয়ালা, প্রভৃতি অনেক আছে।

নরওয়ে ক্রিশ্চিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৮২ সালে স্ত্রীলোকদিগকে আর্টস পরীক্ষার অধিকার দেওয়া হয়, এবৎসর সর্ব্ব প্রকার পরীক্ষা ও ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতিতে পুরুষদিগের সহিত তাহাদিগের সমান অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। নরওয়ের মহাসভার অন্যতম সভ্য বার্ণার নামক এক মহাত্মার যত্নে স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ উন্নতির পথ প্রসারিত হইয়াছে।

গত নবেম্বর মাসে ইরী হ্রদ পার হইতে হইতে এক ক্ষুদ্র জাহাজ ঝড়ে বিপদাপন্ন হয়, তাহাতে কাপ্তেন ও ৬ জন নাবিক ছিল। লং পয়েন্ট দ্বীপের নিকট আসিয়া চোরা বালি সংলগ্ন হওয়াতে তরণীর তলদেশ ভগ্ন হইয়া গেল। তখন নাবিকেরা কাছি বাহিয়া মাস্তুলে উঠিল তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া তাহাদের উপর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। এই দ্বীপে বাতীঘরের কর্ম্মচারী ছাড়া আবিগেল বেকার নাম্নী এক মাত্র রমণী ছিলেন। দিবালোকে জাহাজের অবস্থা দেখিয়া তিনি একটী আলোক প্রজ্বলিত করিয়া জাহাজ ও ঐ আলোকের মধ্যে ক্রমাগত যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশা ছিল নাবিকেরা তাঁহাকে দেখিয়া তীরের দিকে আসিবে। কিন্তু প্রায় সমস্ত দিন এইরূপ করিয়াও তাহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে কাপ্তেনের দৃষ্টি তাঁহার দিকে পড়িল এবং

তিনি তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। আবিগেল জলে কতক দূর নামিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া ছিল, কিন্তু কাপ্তেন তাহার কাছাকাছি হইয়াও একটা ঢেউয়ে আবার দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। রমণী অনেক কষ্টে তাঁহাকে ধরিয়া তীরে তুলিলেন। আর ৬ বার এইরূপ ক্লেশ করিয়া আর ৬ জনকেও উদ্ধার করিলেন এবং উপযুক্ত তাপ ও ঔষধাদি দিয়া তাহাদিগের অবশ শরীর সুস্থ করিলেন। তৎপরে রমণী যেন বিশেষ কোন কাজ করেন নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া আপনার কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

বুদ্ধির দৌড়।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেবদুর্লভ পদার্থ। মানবের পক্ষে উহা ঐশ্বরিক প্রসাদ। কেননা ইহ জগতে একমাত্র বুদ্ধিই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব। জগদীশ্বর এক দিকে মানুষকে যেমন সর্ব্ব হইতে স্বভাবতঃ নিরাশ্রয় করিয়াছেন; তেমনি অন্য দিকে তাহাদিগকে একমাত্র বুদ্ধি প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। যে মানুষ পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিয়াছেন; বিজ্ঞান কৌশলে যাহারা মানুষের মৃত্যু নিবারণেরও পরামর্শ করিতেছে; যে ভোগবতীর একটী ধারা অর্জ্জুনের গাণ্ডীব জয়ে কুরুক্ষেত্রের রণ-ভূমিস্থ শরশয্যা-শয়ান মুমূর্ষু ভীষ্মের তৃষ্ণা দূর করিয়াছিল, সেই ভোগবতীর সহস্র ধারা যাহাদের নিত্য সেবায় নিয়োজিত হইয়াছে; যে বিশ্বামিত্রগণের লৌহ-ময় ও দারুময় নূতন সৃষ্টি অতল জল-নিধির বক্ষে নিয়ত ভাসমান হইয়া ব্রহ্মার সৃষ্টিকে ব্যঙ্গ করিতেছে; বাষ্পীয় শকটের দুর্দ্ধর্ষ গতি যাহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছে, অন্যান্য যন্ত্র সকল যাহাদের হস্তস্বরূপ হইয়া অপরিমেয় বলসাধ্য অশেষবিধ সাংসারিক কার্য্যকলাপ অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিতেছে;—দুর্নিরীক্ষ্য চপলাবলী যাহাদের মায়াফাঁদে বদ্ধ হইয়া দৌত্যভারবহন, আলোক-দান, চিকিৎসা প্রভৃতি বহুতর কার্য্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন; বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্র লিপিকর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যাহাদের জিজ্ঞাসাবিবর্দ্ধিনী দুরা-কাঙ্ক্ষা নিবারণের চেষ্টা করিতেছে; ফলে যাহাদের সুখ সম্পদের জন্য সমস্ত জগৎ শশব্যস্ত, প্রকৃতি দেবী যাহাদের সম্মুখে সুখের ভাণ্ডার লুটাইয়া দিতেছেন; অধিক কি! যাহারা, কাল সহকারে আপনারা দেবতা হইবার এবং মাটীর পৃথিবীর উপর স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত করিবার আশা করিয়া থাকে;—বুদ্ধি

টুকু ঝাড়িয়া লইলে তাহারা কীট হইতে হীন, তৃণ হইতে নীচ, অধমাদপি অধম! তখন তাহাদের ন্যায় ভাগ্যহীন জীব পৃথিবীতে মিলে না। কীটাণু হইতে বৃহদাকৃতি অজগর পর্য্যন্ত যাহাদের শোণিত শোষণে লোলুপ, সেই শত্রু-পুরীর মধ্যে বুদ্ধিহীন নিরাশ্রয় দ্বিপদ জন্তুর অবস্থা কি শোচনীয়!

বুদ্ধির উপরিউক্তরূপ ঐন্দ্রজালিকী শক্তিতে মোহিত হইয়া আমরা অহঙ্কারী হইয়াছি। আমরা মনে করি বুদ্ধিই আমাদের মনুষ্য নাম সার্থক করিবার একমাত্র উপায়। কেবল তাহাই নহে, বুদ্ধির নিকটেই আমাদের সকল পাইবার প্রার্থনা। বুদ্ধি আমাদিগকে যাহা দিবে তাহাই পাইব, যাহা না দিবে, তাহা কোন কালে পাইব না। তদ্ভিন্ন আমাদের কিছু পাইবার বা কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। বুদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন না হইতে পারে, এমন কোন কার্য্য আমাদের নাই। যাহাদের বুদ্ধি স্থূল, তাহারাই দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করে। বুদ্ধিমানের দেবতা জড় পদার্থ। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, ও জরায়ুজ এই চতুর্ব্বিধ জীবনশীল পদার্থ এক একটী যন্ত্র স্বরূপ। তবে কোন যন্ত্র নিকৃষ্ট ও কোন যন্ত্র উৎকৃষ্ট এই মাত্র বিশেষ। মনুষ্য একাকী উৎকৃষ্ট যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, জীবাত্মা, পরমাত্মা এগুলি বোকা লোকের কল্পনা বা এক জীবনী শক্তির বিভিন্ন নাম মাত্র। জড় পদার্থ ছাড়া আর কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। মন, বুদ্ধি, আত্মাদি, শরীরস্থ জড় পদার্থ নিচয়ের রাসায়নিক ক্রিয়া মাত্র সুতরাং তাহারা জড় সংশ্রব শূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। জড়ের বিনাশেই তাহাদের ধ্বংস। ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারেন; কিন্তু তিনিও গুঁটি পোকার ন্যায় জড় কোষে বদ্ধ হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়াছেন। এজন্য তাঁহার উপাসনাদি বৃথা! ভক্তি বলিয়া যে মানসিক বৃত্তির কথা শুনা যায়, তাহা মূর্খ বা বোকা লোকের কল্পনা। বুদ্ধিমান্ সম্প্রদায় ইত্যাদি বহুবিধ উক্তি করিয়া থাকেন।

যে বুদ্ধি মানুষকে এত গর্ব্বিত করিয়াছে, যে বুদ্ধি তাহাদিগকে এতাদৃশ লৌকিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছে, সেই বুদ্ধির দৌড় কিন্তু একদিকে বড় অধিক দূর নহে। যে ধনে মানুষেরই একাধিপত্য, যে সৌভাগ্য মানুষ ভিন্ন অন্য জীবের হইতে পারে না, যাহার জন্য মনুষ্য নামের প্রকৃত গৌরব, বুদ্ধি অনন্যসহায় হইয়া মানুষকে সে ভাগ্য দিতে পারে না। একাকিনী ত্রিলোকবিজয়িনী বুদ্ধি মানুষকে যাহা দিতে পারে না, এমন বস্তু কি? বুদ্ধিমান সম্প্রদায় বলিবেন, এমন বস্তু নাই। কিন্তু তাঁহাদের মতে বোকা লোকেরা বলে, এমন বস্তু আছে এবং তাহাই মনুষ্যের প্রধান অনুসন্ধেয়। এ সংসার আপণ স্বরূপ। ইহাতে বহুতর কোলাহল নিয়ত শ্রুতিগোচর হইতেছে। বুদ্ধিমানের চীৎকার শুনিবার

জন্যই লোকের অধিক আগ্রহ। কিন্তু বুদ্ধির চীৎকার শুনিয়া শুনিয়া কাণ ঝালা পালা হইয়াছে। বোকা লোকেরা কি বলে, একবার কাণ পাতিয়া কেন তাহাই শুনা যাউক না? আধ্যাত্মিক জগতের সত্তায় যাহাদের বিশ্বাস নাই, ঐ কথায় কর্ণপাত করিতে তাঁহাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ নাই। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, অথচ ভজন সাধনের প্রয়োজন স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকেও আমরা এ প্রবন্ধ পাঠ আহ্বান করি না। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাকে ভক্তি করিতে অভিলাষী, আমরা কেবল তাঁহাদিগকেই সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। ভরসা আছে, তাঁহারা এই নির্ব্বোধের বাচালতা ও বাতুলের প্রলাপে অসুখী হইবেন না।

যত দিন বুদ্ধি, জ্ঞান, তর্ক, যুক্তি ইত্যাদি মনুষ্য হৃদয়ে আধিপত্য করিবে, তত দিন মানুষের ঈশ্বর লাভ হইবে না। ইহা দ্বারা বুদ্ধিমন্ত বাবাজীগণ যেন মনে না করেন যে, বোকারা বুদ্ধি জ্ঞানাদির বিরোধী, কেননা তাহারা জানে, যে, জ্ঞান বুদ্ধির অনুশীলনে যতই ঈশ্বরের মহিমা অবগত হইবে, ঈশ্বর পাইতে যাহারা ইচ্ছা করে, তাহাদের ভগবদ্ভক্তি ততই প্রবল হইবে। আপনাকে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ ও তার্কিক বলিয়া যতই অভিমান হইবে, ঈশ্বরের দর্শনপথ ততই দূরে অবস্থান করিবে। মানব জাতির বুদ্ধি শক্তির বর্ত্তমান উৎকর্ষ সাধিত হইতে যত সময় লাগিয়াছে, সেই সময় ও সেই উৎকর্ষ অনন্ত গুণে বর্দ্ধিত হইলেও কেবল বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বর লাভের সম্ভাবনা নাই। এক দিকে মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধির অহঙ্কার ঈশ্বরলাভের যেমন প্রতিবন্ধক, অন্য দিকে ভক্তি বা বিশ্বাস তাহার তেমনি অনুকূল। এই জন্যই মহাজনগণ আত্মসমাধি দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে,—

"ভক্তিতে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।"

এই কৃষ্ণ শব্দে আপাততঃ নিরাকারবাদী চৈতন্যময় ব্রহ্মকে বুঝুন, শাক্ত শক্তিকে বুঝুন, বৈষ্ণব বৃন্দাবন বিলাসী নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বুঝুন, বা অন্যান্য উপাসক স্বাভীষ্ট দেব দেবীকে বুঝুন, তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই। কেন না ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, পুরুষ কি স্ত্রী, তাহার আলোচনা করা অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অদ্য কেবল ইহাই দেখাইবার চেষ্টা, জ্ঞান বুদ্ধির অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া সাধক যদি সরল ভাবে বলিতে পারেন যে,— "প্রভু, অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, জ্ঞান বুদ্ধিতে তোমাকে ধরা যায় না;— জ্ঞানী ও কু তার্কিকের চক্ষু তোমার দর্শনে অন্ধ, যত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে, ততই অন্ধতমসে আচ্ছন্ন হয়। তুমি দয়া করিয়া আমাকে দেখা দেও; আমার মানব জনম সফল হউক। ঠাকুর, আমি তোমার চরণে চির দিনের

জন্য বিক্রীত হইলাম।" যদি এই কথাগুলি মুখের না হইয়া হৃদয়ের হয়, এমনি দয়ার ঠাকুর, তখনি দর্শন দিবেন। কিন্তু অহঙ্কার বা আত্মগরিমার লেশ মাত্র থাকিতে সে সৌভাগ্য হইবার নহে। এই জন্যই সাধুপুরুষের আত্মদর্শন-পথে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইয়াছে যে,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

তৃণ হইতে সুনীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু, আত্মাভিমানশূন্য এবং পরসম্মানকারী ব্যক্তিই হরিকীর্ত্তনের অধিকারী। পূর্ব্বে কৃষ্ণ শব্দ সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছি, এই শ্লোকের হরি শব্দেও অদ্য আমার সেই উক্তি। ঐ শ্লোক বহু গ্রন্থের বহু স্থলে লিখিত আছে এবং বৈষ্ণবগণ কথায় কথায় ঐ শ্লোকের রোমন্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ শ্লোক গ্রন্থে পাঠ করায় ফল নাই,—মুখে আবৃত্তি করায় ফল নাই। যে ভাগ্যবান পুরুষের আত্ম-সমাধি হইতে ঐ ভাব উদ্ভূত হয়, তিনিই পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন। এক দিকে যেমন ঐ ভাব ভিন্ন ভগবদ্ জ্ঞানের উপায়ান্তর নাই; অন্য দিকে মানব জীবনকে ঐ ভাবের অধীন করা তেমনি কঠিন। এই জন্য স্বয়ং মহাত্মা চৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ,
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাধ।"

এক কালে বুদ্ধি না থাকিলে যে মনুষ্য শোচনীয় হীনতা প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হইয়াও যাহাদের ভগবদ্-লালসা না হয়, তাহাদের অবস্থা তদধিক হীন ও শোচনীয়। আবার বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হইয়াও হীন না হইলে ঈশ্বর লাভ হয় না। অতএব মনুষ্যের আদি, মধ্য ও অন্ত হীনতাময়। তবে প্রথম অবস্থাদ্বয়ের হীনতা ও ভক্তাবস্থার হীনতায় অনেক অন্তর। ভক্তাবস্থায় হীনতা মানবজীবনের অলঙ্কার।

যাঁহারা কেবল জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে অগ্রসর হন, তাঁহাদের স্বর্গলাভ হইতে পারে। স্বর্গ অনিত্য কর্ম্মের অনিত্য ফলস্বরূপ। কর্ম্মক্ষয়ে জ্ঞানময় স্বর্গেরও ক্ষয় হইয়া থাকে। আবার সংসার, আবার জ্ঞানের অনুশীলন, আবার কর্ম্মের অনুষ্ঠান, আবার স্বর্গভোগ, আবার পতন। জ্ঞানিগণ পুনঃ পুনঃ এইরূপে বালককুলের নাগরদোলা ক্রীড়ার অভিনয় করিয়া থাকেন। এই জন্য ভক্তগণ কাকতীর্থবৎ স্বর্গও পরিত্যাগ করেন। যথা,—

"——তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা,
নযত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ষয়াঃ।"

উচ্ছিষ্ট অন্নবিশিষ্ট গর্ত্তকে কাকতীর্থ কহে; কাকেরা তাহাতে পুনঃ পুনঃ বিহার করে। জ্ঞান-শীল ব্যক্তিগণের পক্ষে স্বর্গও সেইরূপ উচ্ছিষ্ট সুখবিশিষ্ট তীর্থ। কর্ম্মজন্য সুখই স্বর্গ, আর কর্ম্মিগণ দ্বারা সেই একইবিধ সুখ পুনঃ পুনঃ উপভুক্ত হইতেছে।

সকল ব্যক্তি স্বভাবতঃ সমান বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল নহে এবং সকলের শিক্ষাও সমান হওয়া সম্ভব নহে। ভগবদ্‌ভক্তি বিহীন ব্যক্তির পক্ষে বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাশীলতা ও শিক্ষা এই তিনটী বন্ধ্যা স্ত্রী স্বরূপা। ভগবত্তত্ত্ব নিরূপণ বিষয়ে ঐ তিনটী কিছুই প্রসব করিতে পারে না। এক জন অল্পশিক্ষিত স্থূলবুদ্ধি ভক্ত অপ্রাকৃত জগতের যে সংবাদ রাখেন, এক জন প্রতিভাশালী কোম্‌ত বা মিল শিষ্য তাহা স্বপ্নেও দেখিতে পান না। বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানীর মধ্যে অশ্ব মেধের ভিন্নতা নাই। তাঁহারা আপন আপন জ্ঞান ও বুদ্ধি-বলে বেগে দৌড়িতেছেন। কতকগুলি; জড় জগতের নদ-নদী-চন্দ্র-সূর্য্য-তারকা-পবনময় প্রাচীর তলে পরিশ্রান্ত ভাবে পতিত হইয়াছেন। আর অগ্রসরের ক্ষমতা নাই। যাঁহাদের জ্ঞান বুদ্ধির বল বেশি, তাঁহারা এ সকল অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মণ্ডল পর্য্যন্ত গমন করিতেছেন;—তাঁহারা সেই মণ্ডলস্থ অনন্ত কোটি ভুবনব্যাপী অনন্তপ্রায় অন্ধকার বা আলোক মধ্যে দিক্ হারা হইয়া রুদ্ধ শ্বাস হইয়াছেন; আর দৌড়িবার সামর্থ্য নাই। ইহাঁদের অপেক্ষাও যাঁহাদের বুদ্ধির বল বেশি, তাঁহারা সেই অনন্তপ্রায় অন্ধকার বা আলোক স্তূপ ভেদ করিয়া চিন্ময় ভগবদ্ পর্য্যন্তও গমন করিতে পারেন। কিন্তু এই ত্রিবিধ পথিকের সম্মুখেই একটী অক্ষুণ্ণ অনন্ত ধূমস্তোম সমাচ্ছন্ন অকূল জলনিধি দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ জড়বাদী শত ক্রোশ দৌড়িয়া যে সমুদ্র দেখিতে পান, নির্ব্বিশেষ ঈশ্বরবাদী সহস্র ক্রোশ দৌড়িয়াও সেই সমুদ্র দেখিতে পান এবং সবিশেষ ঈশ্বরবাদী লক্ষ ক্রোশ দৌড়িয়াও সেই একই সমুদ্র দেখিতে পান। তাই বলিতে ছিলাম, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানিগণের মধ্যে অশ্ব মেধের ভিন্নতা নাই। যে পক্ষীর দুই পক্ষ কেবল জ্ঞান ও বুদ্ধি, সে পক্ষী এই সমুদ্রের উপর উড়িতে পারে না। যে পক্ষীর দুইপক্ষ কেবল তর্ক ও যুক্তি, সে পক্ষী এই সমুদ্রের উপর উড়িতে গেলে বিঘূর্ণিত হইয়া পতিত হয়;—এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে, বুদ্ধির দৌড়, এই সমুদ্রের কূল পর্য্যন্ত। যে ভাগ্যবান্ জীব ভগবৎ-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া বুদ্ধির হস্তে কর্ণ প্রদান পূর্ব্বক ভক্তির তরণীতে আরোহণ করেন; তিনিই ঈশ্বরের কৃপায় ঐ অনন্ত জলনিধি পার হইতে পারেন। তদ্ভিন্ন উহার পার পাইবার উপায়ান্তর নাই।

স্ত্রীলোকদিগের কুস্তী করা উচিত কি না?

যে দেশের স্ত্রীলোকদিগের অন্দর মহলকে জেলখানা হইতেও অপকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং যে দেশের অসূর্য্যম্পশ্যারূপা স্ত্রীজাতিকে পিঞ্জরাবদ্ধা শৃঙ্খলিতা বিহঙ্গিনী অপেক্ষা পরাধীনা বলিয়া বোধ হয়; যে দেশের শাস্ত্রমতে ভ্রমক্রমে পর পুরুষের ছায়া মাড়াইলে নারী জাতিকে দ্বাদশ বর্ষ কাল রৌরব-নরকে পুড়িয়া মরিতে হয়, কিম্বা দিনান্তে একবারের জন্যও যে দেশের স্ত্রীলোকেরা মস্তকের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেই তাহাদের অসতীত্ব প্রমাণ জন্য কমিশন বসিয়া যায়, সে দেশের মহিলাকুলের কুস্তী করা উচিত কি না, এই মহা প্রস্তাবের অবতারণা করা আর লোষ্ট্র খাইবার পথ প্রশস্ত করা একই কথা। আমাদের বর্ণনাটি কিছু অত্যুক্তি দোষে পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক এ দেশের নারীজাতির অবস্থা যে নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহাদের উপর দুষ্ট পুরুষজাতির উপদ্রব এত অধিক হইয়া উঠিয়াছে এবং অসার শাস্ত্রের ছাই ভস্ম লইয়া তাঁহাদের উপরে সমাজ হইতে নিত্য নিত্য এত অত্যাচার করা হইতেছে যে তাহা আর সহৃদয় ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কোন মতেই সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। শাস্ত্রের বড় বড় মাথা মুণ্ড কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা নিত্য দর্শনীয় ব্যাপারগুলির যদি সমালোচনা করি, তাহা হইলেই জানিতে পারি, স্ত্রী জাতিকে পুরুষ জাতি খাইতে দেন না, পরিতে দেন না এবং সকল প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা হইতে দূরে রাখিয়াছেন। ভাল ভাল ভোজ্য দ্রব্যগুলি গৃহস্থের বাটীতে কেবল পুরুষের উদর পূরণ জন্য প্রস্তুত হয় এবং শীতকালে কেবল সুখী ও বিলাসী পুরুষেরই শরীরে শীত লাগে, সুতরাং তাঁহারাই কেবল সে সময়ে শীতবস্ত্র ব্যবহার করেন, আর মন্দভাগিনী নারীকুল বন্যার জলে ভাসিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহাদের শীত লাগে না, সুতরাং পাতলা পরিধেয় বস্ত্রের সাহায্যে তাহাদের শীত কাটিয়া যায়!! পুরুষ মহাশয় পীড়িত হইলে কিম্বা পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিলে তাঁহার শ্রীমুখের রুচির জন্য বেদানা, কেশুর, কিসমিস, দাড়িম্ব, পেস্তা, আকুরোট, আনারস, আপেল, পেয়ারা, লেবু, বিলাতী আমড়া, বিলাতী কামরাঙ্গা প্রভৃতি বহুবিধ ফল মূল বাঙ্গালা অভিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া লইয়া ক্রয় করা হয়, কিন্তু হতভাগিনী নারী জাতির মুখরুচির জন্য কেন ব্যবস্থা হয় কি? কয় জন পুরুষ বাটীর স্ত্রীলোকের পীড়ায় যথোচিত কাতর

হইয়াছেন ? যাঁহার স্বামী বিদেশে চাকুরী করিয়া প্রতিমাসে গৃহের খরচের জন্য প্রচুর টাকা পাঠাইতে পারেন, বলুন দেখি, বৃদ্ধ কর্ত্তা বাবুরা সেই রমণীকে ভিন্ন আর কাহাকেও তেমন যত্ন করেন কি না ? ফলতঃ, এই হতভাগিনী বঙ্গ-বামাদিগের জন্য এক বিন্দু অশ্রু ফেলিবার লোক কি বঙ্গদেশে নাই ? সাক্ষাৎ লক্ষীস্বরূপা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এতাদৃশ অত্যাচার উপদ্রব ও উৎপীড়ন জন্য আমাদের সমাজ যে দিন দিন ঘৃণিত, অসার্থ, হীনবল এবং পাপের আশ্রম স্বরূপ হইয়া উঠিতেছে তাহা কি কেহ দেখিয়া ও দেখিবেন না ? সে দিনকার লোক সংখ্যার রিপোর্টে প্রকাশ হইয়াছে, বঙ্গ বামাগণ উত্তরোত্তর স্বল্পায়ুষ্মতী, হীনবীর্য্যা এবং সংখ্যায় অল্পতর হইয়া যাইতেছেন। নিরন্তর জেলখানার মত অন্ধকারময় চতুষ্প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া এবং সকল প্রকার কায়িক ও সুখকর মানসিক পরিশ্রম হইতে বঞ্চিতা হইয়া আর কত দিন বঙ্গবামাগণ জীবন ধারণ করিতে সমর্থা হইবেন ? আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে দেখাইব যে তাঁহারা যদি কুস্তী করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এবং তাঁহাদের ভাবী বংশধরগণের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে। কুস্তী করা হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রসম্মত কি না এবং তদ্দ্বারা চিকিৎসকদিগের মতে স্ত্রী জাতির কোমল শরীর ক্ষীণ ও হীনবীর্য্য হইতে পারে কিনা এবং বর্ত্তমান সময়ে আমাদের নারী জাতির পক্ষে কুস্তী করা সংযুক্তিসঙ্গত কি না আমরা প্রমাণ সহকারে এই প্রস্তাবে এ সকল কথার মীমাংসা করিব। যদি কুস্তীকরা উচিত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে কিপ্রকারে তাহা করিতে হইবে তাহা ও আমরা বিবৃত করিব।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, শাস্ত্র কর্ত্তারা আমাদের দেশের স্ত্রী জাতিকে কুস্তী করিতে বিধি দিয়াছেন কি না। মুসলমানদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথাটা বিশেষ রূপে প্রচলিত আছে, অতএব যবন জাতির শাস্ত্রই প্রথমে দেখা কর্ত্তব্য। মুসলমানদিগের বরণীয় পারস্য ভাষায় সেকন্দরনামা গ্রন্থে লিখিত আছে, এস্কান্দ্রাবাদ নগরে এক দল রমণী মল্লযুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আবশ্যক হইলে সময়ে সময়ে সম্রাটেরও সহায়তা করিতেন। উক্ত গ্রন্থ পাঠে আরও জানা যায়, সেকন্দর বাদসাহ নয়োসোবা বিবির নিকট দূতবেশে গমন করিয়া কথা বার্ত্তাচ্ছলে সমর বিদ্যার বহুবিধ কৌশল জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছিলেন। পাঠিকা! ভুবনবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী সম্রাট সেকন্দর সাহ এক জন রমণীর নিকট হইতে সমর কৌশল শিক্ষা করিতেছেন ইহা ভাবিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই গ্রন্থে আরও লিখিত আছে, সেকেন্দরের শিবিরে নিমন্ত্রিতা

হইয়া এই বিবি রণবেশে গমন করিয়াছিলেন। জেরুসিলম, ইস্তাম্বুল ও রোম সহরে স্ত্রীলোকদিগের সমর কৌশল শিক্ষা করিবার ও শারীরিক ব্যায়ামের জন্য আড্ডা ছিল, এ কথা আরবা ভাষা হইতে অনুবাদিত আওরৎহাল নামক উর্দ্দু গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। মিশর দেশের একটা প্রাচীন মঠের প্রস্তরফলকের স্থান বিশেষ পাঠ করিয়া কাপ্তেন্ উইলো নামক এক জন সাহেব লিখিয়াছেন "এই স্থানেই রমণীগণ অঙ্গচালনা করিতে শিখিত।" আইন আকবরী গ্রন্থকর্ত্তা মন্ত্রীবর আবুল ফজল কহেন "মুসলমান রমণীরা অনেক সময়ে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী বীরগণের সহায়তা করিয়াছিলেন।"মুক্তাখরিণ্ ও তবকৎইন্সিরি নামক গ্রন্থেও ঐরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। মোজাঃর আওয়ল নামক পারস্য পুস্তকের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনা স্থলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইতেছে "কোরাণোল্লিখিত ফেরোণ বাদসাহের অত্যাচার কালে নীল নদের তীরে ঐশী শক্তিবলে যে সকল পুরুষ ও রমণী বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রায় ৩ শত বীরনারী ছিলেন। ইহারাই শেষে কাফের ফেরোণের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করেন।" ভারতের ইতিহাসে আছে, সুলতানী বেগম্ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রকাশ্য সমরক্ষেত্রে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কোরাণ গ্রন্থোক্ত মহম্মদের উপদেশ হইতে আমরা নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"স্ত্রীলোকেরা মদ্য পান করিবেন না এবং যে তাজিরহম্ নামক ইদ্ উৎসবের প্রথমাংশ রক্ষা করিবার অধিকার পাইবেন না। ইঁহারাও পুরুষের ন্যায় রম্জান পালন করিবেন এবং পয়গমের কার্য্য করিবার সময় অতি সাবধানে আপনার ইমান্ (ধর্ম্ম) রক্ষা করিয়া চলিবেন। * * * স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় পরিশ্রম করিবে এবং শরীর রক্ষা করিবার জন্য অঙ্গচালনা ও তৎসম্বন্ধীয় কৌশল সমূহ অবলম্বন করিবে। ইস্লাম ধর্ম্মরক্ষা করা পুরুষ এবং স্ত্রী এই উভয় জাতির হস্তেই সমভাবে ন্যস্ত রহিল। স্ত্রীলোকেরাও কাফেরের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্তা হইবেন; এই ধর্ম্ম সকলেরই রমণীর ধর্ম্ম।" ইহাতে কি বুঝায়? মহম্মদের তুল্য মুসলমানদের শাস্ত্রকর্ত্তা আর কে আছে? কোরাণের তুল্য তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র আর কোথায় আছে? বোধহয় ইহাতেই পাঠিকারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কুস্তী করা মুসলমান শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে।

এখন দেখা যাউক, হিন্দুশাস্ত্রকর্ত্তারা এবিষয়ে কি লিখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রেও ভূরি ভূরি প্রমাণের অপ্রতুলতা নাই। মহাভারতে আছে, দ্রৌপদীর প্রতি আসক্তি প্রদর্শন করায় তিনি দুই জন বীরের প্রাণবধ

করিয়া ছিলেন। সীতার ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল এবং মনুর মতে স্ত্রী জাতির অস্ত্র শিক্ষা দূষনীয় নহে। কর্ণেল টড্ সাহেব আপনার জগদ্বিখ্যাত রাজস্থানের ইতিহাস গ্রন্থে সমরবিদ্যায় পারদর্শিনী শত শত হিন্দু রমণীর উল্লেখ করিয়াছেন। পদ্মিনী কি করিয়াছিলেন? কর্ম্ম দেবী ও জয়াবতী কি করিয়াছিলেন? জয়পাল ও অনঙ্গপালের যুদ্ধে হিন্দুরমণীগণের রণ কৌশল কি এখনও মনে নাই? আত্রেয়ী ও অরুন্ধতী কি স্মৃতিপথ হইতে বহির্ভূতা হইয়াছেন? আর সে দিনকার লক্ষ্মী বাই, তুলসী বাই, অহল্যা বাই প্রভৃতির কথা এত শীঘ্র ভুলিবে কি রূপে? নানা সাহেবের পত্নী, তান্তিয়া টোপির ভগ্নী, রামসিংহের কন্যা কি করিয়াছিলেন তাহা কি সমগ্র হিন্দু জাতির আজীবন কালের স্মরণীয় বিষয় নহে? মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে "উত্তর দেশে এক সম্প্রদায় হিন্দু মহিলা অর্দ্ধাবৃতা অবস্থায় বাস করে, মল্লবিদ্যা তাহাদের ব্যবসায়।" পুরাণোক্তা দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী ইহাঁরা কি জন্য বিখ্যাতা হইয়াছেন? মহিষাসুরকে যিনি দমন করিয়া ছিলেন, শুম্ভ নিশুম্ভকে যিনি পদতলে রাখিয়া ছিলেন, রামরাবণের যুদ্ধকালে রথে চড়িয়া যিনি রামের বীরপণা দেখিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুরুষ না স্ত্রীলোক ছিলেন? হিন্দু শাস্ত্র মতে পৃথিবীর আদি শক্তিই রমণী বা প্রকৃতি। ঋগ্বেদোক্ত ঋত্বিকগণ ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন "হে ইন্দ্র! তুমি সত্বরি যজ্ঞস্থলে আসিয়া পরিশুদ্ধ সোমরস পান কর এবং আমাদিগকে শত পুত্র, প্রভূত জল ও বলবতী গাভী এবং বলবতী স্ত্রী দাও।" বরুণের স্তবে দেখা যায় "হে বরুণ! তুমি আমাদিগকে কৃষি কার্য্যোপযোগী জল এবং ধন ও কৃষিরক্ষণশীলা স্ত্রী দাও। আমাদের পুত্র ও পত্নীগণ সুস্থ ও সবল শরীরে যেন আমাদিগকে কৃষ্ণকায় অসুরগণ হইতে রক্ষা করিতে পারে।" ভগবৎগীতায় লিখিত আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার সময় বলিয়া ছিলেন "শত্রুশাসন জন্য অস্ত্র ধারণ করা পুরুষ এবং স্ত্রী জাতি এতদুভয়ের অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্যকর্ম্ম।" পুরাণের অন্যত্র নারী ধর্ম্ম বিষয়ে লিখিত আছে "স্ত্রী পতিসেবা করিবেন, পুত্রাদির লালন পালন করিবেন, বিদ্যাচর্চ্চা ও স্বামিসহ ধর্ম্মালোচনা করিবেন এবং শরীর রক্ষার জন্য সকল প্রকার সুখকর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে বিরতা হইবেন না।" সংহিতার বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে "শারীরিক ব্যায়াম করা নারীগণের অন্যতম ধর্ম্ম।" ফলতঃ আরও বহুবিধ প্রমাণ দিয়া দেখান যাইতে পারে, এ দেশের মুসলমান এবং হিন্দু এতদুভয় জাতির স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কুস্তী করার প্রথা অপ্রচলিত ছিলনা।

(ক্রমশঃ)

সতীমণ্ডপ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কৈলাসকামিনী।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদে অভিষিক্ত হইয়া আমাদের দেশের একটি মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ইনিই সর্ব্ব প্রথমে সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা নিবারণ করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজা রাম মোহন রায়, বাবু দ্বারকা নাথ ঠাকুর, প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকের সুহায়তায় সতীদাহ প্রথা নিবারণ বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয়। কেবল হিন্দুনেতাদিগের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব এবং তাঁহারই দলভুক্ত ব্যক্তিগণ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। হিন্দু শাস্ত্রে সহমরণের বিধি থাকিলেও ইহার অন্যথায় যে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়, এমন কথা কোন স্থানেই লিখিত নাই। বাস্তবিক সহমরণ প্রথা নিন্দনীয় ও নিষ্ঠুর বটে, কিন্তু অসতী হইয়া জীবিতা থাকা অপেক্ষা জলন্ত চিতায় দগ্ধ হওয়াকে আমরা নিন্দনীয় বলিতে প্রস্তুত নহি। যাহাহউক, সতী কৈলাসকামিনীর সহমরণের বিবরণ আমরা পাঠিকা দিগকে মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চেতুয়া দাসপুর থানার সন্নিকট নয়োয়াদা নামক গ্রামে কৈলাস কামিনীর দরিদ্র পিতা হারাধন মুখোপাধ্যায় বাস করিতেন; নিকষ কুলীন বলিয়া হিন্দু সমাজে ইহাঁদের বংশের বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। হারাধনের দুই কন্যা—জ্যেষ্ঠার নাম কৈলাসকামিনী এবং কনিষ্ঠার নাম মনোরমা। একটি হিন্দুমঠের এক জন মোহন্তের কাছে হারাধন সামান্য বেতনে চাকুরী করিতেন এবং তাহাতেই অতিকষ্টে তাঁহার এবং পরিবারস্থ অপরাপর ব্যক্তিবর্গের দিনপাত হইত। বঙ্গীয় ১২০৩ সালে হারাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপনার যথা সর্ব্বস্ব দান করিয়া গোপীগঞ্জ নামক স্থানের গঙ্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানের সহিত নবম বর্ষীয়া কন্যা কৈলাস কামিনীর বিবাহ দিলেন*। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন কুলীন কন্যার বিবাহ দেওয়া আর জীবনসর্ব্বস্ব বিক্রয় করা এক কথা,

* চুঁচুড়া নিবাসী বাবু বিহারীলাল দত্তের একটি রেসমের কুঠি, গোপালগঞ্জ গ্রামের যে স্থানে এক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পূর্ব্বে সেই স্থানে বাঁড়ুয্যেদিগের বাটী ছিল।

ছিল, বাস্তবিক সে সময়ের কুলীন বিবাহের পণের তালিকা পাঠ করিলে আমরা অবাক্ হইয়া যাই। এখন যেমন কুলীন কন্যার দুঃখে শৃগাল কুকুর কাঁদে, তখনও তেমনই কাঁদিত। যাহা হউক, যাঁহার সহিত কৈলাস কামিনীর বিবাহ হইল, লোকটি লেখা-পড়ায় পণ্ডিত ছিলেন না এবং তাঁহার মন বেশ উন্নতও ছিল না। ইনি জীবিতাবস্থায় ৩৬টি কুলীন মহিলাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন অথবা ৩৬টি ব্রাহ্মণ কন্যার গলায় ছুরি দিয়া ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কৈলাস কামিনীর স্বামী ঘাটাল মহকুমার সন্নিকটবর্ত্তী বরদা পরগণার অন্তর্গত রাণীবাজার* নামক স্থানের এক ঠাকুর বাটীতে প্রায় থাকিতেন। সেই স্থানের হর মোহন রায় নামে এক শুদ্ধ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বড় বন্ধুত্ব ছিল। কৌলীন্য, মূর্খতা, লম্পটতা, ঔদ্ধত্য, অর্থ পিশাচতা এবং অসচ্চরিত্র লোকের সহিত সহবাসপ্রিয়তা—এই ষড়্‌গুণ বিশিষ্ট গুণের সাগর গঙ্গাপদ মুখোপাধ্যায় প্রচুর অর্থ না পাইলে প্রায় কোন শ্বশুরালয়েই পদার্পন করিতেন না। অর্থ তাঁহার জপমালা ছিল। কোন শ্বশুর তাঁহাকে আপনার আলয়ে লইয়া যাইবার কথা উত্থাপন করিলে গঙ্গাপদ যে পত্র পাঠাইতেন, তাহার নমুনা এইরূপ :—"আপনার বাটীতে গমন করিবার ও তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার ব্যয় আপনাকে দিতে হইবে; আপনাদের বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র আমার মান্য স্বরূপ আপনাকে * * টাকা দিতে হইবে; আমি যখন পদপ্রক্ষালন করিব, তখন আমার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আপনার নিকট হইতে আমি * * টাকা লইব এবং আপনার বাটীতে আমি যত দিন থাকিব সেই কয়েক দিন প্রতি ২৪ ঘণ্টার হিসাবে আমাকে কোম্পানীর * * টাকা নগদ গুণিয়া দিতে হইবে; তদ্ব্যতীত আমার বিদায় আমি লইব এবং আগামী শীত কালের জন্য শীতবস্ত্র আমার পাওনা থাকিবে ও আমার সঙ্গের লোকের খরচা আপনার স্কন্ধে পড়িবে। ইত্যাদি।" বলা বাহুল্য এই তালিকা পাঠ করিয়াই অনেক শ্বশুরের মস্তিষ্ক ঘুরিয়া যাইত, সুতরাং অনেক পত্নীর সহিত গঙ্গাপদের চক্ষুর মিলন পর্য্যন্ত হইত না। হতভাগিনী পত্নীগুলি আপনাপন পিত্রালয়ে বাস করিতেন। কৈলাসকামিনীর সহিত গঙ্গাপদের সাক্ষাৎ হয় নাই। পিতা দরিদ্র ছিলেন বলিয়া আপনার গুণবান্ জামাতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার বাটীতে গঙ্গাপদের শ্রীচরণের ধূলি পতিত হয় নাই! বিশেষতঃ মুখুর্য্যে মহাশয় নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ, তিনি আবার কি মর্য্যাদা

* এই গ্রাম ঘাটাল হইতে ৩ মাইল এবং আচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর বাসগ্রাম ক্ষীরপাই রাধানগর হইতে অতি অল্পদূর বর্ত্তী।

দিবেন? মর্য্যাদার কথা শুনিয়া তিনি তেলে বেগুণে জলিয়া উঠিলেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, বিবাহের পরে কৈলাস কামিনী জীবিতাবস্থায় গঙ্গাপদের দর্শন লাভ করিতে সমর্থা হয়েন নাই, কেবল চিতায় তাঁহার স্বামীর সহিত একেবারে শেষ সাক্ষাৎ করেন।

গঙ্গাপদ মুখোপাধ্যায় মধ্যে মধ্যে ধনবান শ্বশুরদিগের বাটীতে গিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং রাণীবাজারে ফিরিয়া আসিয়া সেই টাকায় আপন বন্ধুর সহিত বিবিধ প্রকার ভদ্রসমাজবিগর্হিত আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহাকে এই স্থানে অধিক দিন আর পৈশাচিক আমোদ করিতে হয় নাই, প্রাকৃতিক নিয়ম সকল নিরন্তর লঙ্ঘন করায় তাঁহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া আসিল এবং ১২১৮ সালে তাঁহার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ফুরাইল। তখন তাঁহার বয়ক্রম ৪২ বৎসর মাত্র*।

রাণীবাজার হইতে নয়োরাদা গ্রাম সার্দ্ধ তিন ক্রোশের অধিক হইবে না। মৃত্যু সংবাদ অবিলম্বেই কৈলাসকামিনীর পিতার কর্ণগোচর হইল, তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; কিন্তু যাঁহার জীবনের জীবন এ সংসার হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইল, তিনি একবারও চক্ষুর জল ফেলিলেন না। পিতার সহিত গোপনে তদ্বিষয়ে কি পরামর্শ করিয়া, কৈলাস কামিনী আপনার পিতার সহিত রাণীবাজারে পৌঁছিলেন। তথায় যেরূপে তাঁহার সহমরণ হয়, তাহার বিবৃতি পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। হরমোহন রায়ের বাটীর সম্মুখস্থিত বিশালাক্ষী নাম্নী হিন্দু দেবতা মন্দিরের পার্শ্বে* বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় উচ্চশব্দে ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা ও ঘড়ি বাজিয়া উঠিল; চতুঃপার্শ্বে অসংখ্য পুরুষ ও রমণী দণ্ডায়মান, তাহাদের মধ্যে সতী কৈলাসকামিনী উপবিষ্টা। একজন নাপিতনী আসিয়া তাঁহার হস্ত ও পদদ্বয়ের নখ কাটিয়া দিল এবং তৎপরে তাঁহার স্নান ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়া পদদ্বয়ে অলক্ত মাখাইয়া দিল। কৈলাস কামিনী স্নাত হইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন, কপালদেশে ভাল করিয়া সিন্দুরের ফোঁটা দিলেন, গলদেশে ফুলের মালা পরিলেন, গাত্রে অলঙ্কার সন্নিবেশিত করিলেন, এবং খদির ও চূর্ণের পরিমাণ অধিক করিয়া দিয়া দুই একটি পান চিবাইতে বসিলেন। নিকটে যে সকল ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন তৎকালে কৈলাস

* জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত রায়ণা থানার প্রায় একক্রোশ দূরবর্ত্তী সাকনাড়া গ্রামের গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৬৫ বৎসর বয়ক্রমের মধ্যে ৩৬টী বিবাহ করিয়া জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের লেখক গোপাল চন্দ্রের মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

* ঐ মন্দির আজিও বর্ত্তমান আছে।

কামিনীর চক্ষুতে অশ্রুবিন্দু নাই, বদনে বিষণ্ণ ভাব নাই, বরং মধ্যে মধ্যে হাস্য করিয়া তিনি আপনার স্বামী সহযোগের সুখের কথা বলিতেছেন। যেন বিবাহের জন্য পাত্রী নিজের বেশ ভূষা করিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে উলুউলু ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল, এবং সেই রবের সহিত "হরিবোল" "হরিবোল" ও "মাতর্গঙ্গে" "মাতর্গঙ্গে"র ধ্বনি চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। বাদ্যযন্ত্রের উচ্চরব, বালক দিগের করতালি, স্ত্রীলোকের উলুধ্বনি, পুরুষের হরিবোলধ্বনি, এবং কুমারীদিগের সাবিত্রী উপাখ্যান হইতে হইতে চিতা প্রস্তুত হইয়া উঠিল; ঘৃত কুম্ভ, শুষ্কশণ, চন্দন কাষ্ঠ এবং আতপ তণ্ডুল ভারে ভারে সেই স্থানকে অধিকার করিয়া বসিল। কৈলাস কামিনী এক হস্তে খই ও কড়ি এবং অপর হস্তে অপক্ক সহকার শাখা ধারণ করিয়া চিতাস্থানে পদার্পণ করিলেন। তখন চারিদিকে আনন্দ পূর্ণ "জয় মা সাবিত্রী" "জয় মা সাবিত্রী" রবে কর্ণ বধির করিয়া তুলিল। খই এবং কড়ি ছড়াইতে ছড়াইতে চিতা কুণ্ডকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভবা সতী কৈলাসকামিনী জ্বলন্ত অগ্নি মধ্যে আপন পতি পার্শ্বে শয়ন করিলেন, অমনি যমদূতের ন্যায় দুইজন স্থূলকায় এবং বলবান ব্রাহ্মণ যুবা দুই বাঁশ দিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল। জ্বলন্ত অগ্নি মধ্যে পুরোহিতেরা ভারে ভারে ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ ও শণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং বালক বালিকারা উলু উলু ও হরিবোল ধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ করিল। এদিকে বাদ্যকরগণ মহা আড়ম্বরে বাদ্য যন্ত্রে ঘা দিয়া তালে তালে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং রমণীকুল খই ও কড়ি কুড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইল*। বায়ুর সহায়তায় চিতাগ্নি ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শেষে যখন বাদ্য যন্ত্র সমূহ বিশ্রাম লাভ করিল, তখন চিতাগর্ভে ভস্মরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। দর্শকেরা আপনাপন বস্ত্রাগ্রে সেই ভস্ম সংগ্রহ করিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন। এইরূপে রূপবতী এবং গুণবতী কৈলাসকামিনীর সহমরণ হয়। তিনি কখন স্বামী সংসর্গ করেন নাই। রাণী বাজারের বিশালাক্ষী তলায় যে স্থানে কপিথ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানে এই সহমরণ সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে সহমরণ হইবার প্রায় তিন মাস কাল পর পর্য্যন্ত ঐ স্থানে প্রস্ফুটিত কুসুমের সুগন্ধ বহিত এবং নিশীথ সময়ে কে যেন গীত গাহিয়া বলিত—

"স্বামীর সহিত যে না মলো পুড়ে।
সে আর সতী কেমন করে?"

———

* সাধারণের বিশ্বাস, সহমরণ কালে সতী রমণী যে খই ও কড়ি ছড়াইয়া দেন তাহা কুড়াইয়া মাদুলি বা তাগা দ্বারা শরীরে পরিলে সকল প্রকার রোগ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।

লীলাময়ী।

তৃতীয় স্তবক।

"শুকাইলা ইন্দুবালা নিদাঘের ফুল।"

১

উদয় অচল শিরে ভানুর কিরণ
না শোভিতে শতদলে,
"দেগো স্থান পদতলে,
অভাগিনী করে আজি আত্ম বিসর্জ্জন;
আশায় আশায় আর রহেনা জীবন।
তম কিরীটিনী নিশা হায়রে বিরলে,
স্বর্গভ্রষ্ট সুরদলে,
রেখেছে নাথেরে ছলে,
দেও বর অধীনীরে চরম সম্বল,
দেখিব চখের দেখা বারেক কেবল।"

২

সতত দেবতা তুষ্ট ভক্তের সাধনে,
আশাসূত্র হৃদে ধরে,
ভক্তি ভাবে ঊর্দ্ধ করে,
যাচিলেন শেষ ভিক্ষা স্মরি সে চরণ,
অবশ্য দাসীর আশা হইবে পূরণ।
অমনি বিমল জ্যোতি ভাতিল বদনে,
মেঘমুক্ত যেন রবি,
অতুল আনন্দ ছবি,
নাচিল হৃদয়তন্ত্রী, আনন্দ উচ্ছ্বাস,
নীরবে দেবের আজ্ঞা লভিতে প্রয়াস।

৩

সুন্দর প্রতিমা এক ভাসিল আকাশে,
একি অপরূপ ছায়া!
প্রেম পুলকিত কায়া,
হেরি যার পদচিহ্ন এই কি সে ধন?
পুনঃ কি পবিত্র প্রাণে জীব সঞ্চরণ?
বল দেবি! নয় ত এ আশার ছলনা?
টৌবান পুলীনপরে,
মরিল যে অকাতরে,
এ কি সে সর্ব্বস্ব মম হৃদয় রতন;
অধীনীর ভিক্ষা নাকি হইল পূরণ?

৪

যাদুকর মন্ত্রবলে, অভয় প্রদানি
কহে দেব দৈববাণী,
"লীলাময়ী সতী রাণী,
কাঁদিলা দেবতা আজি তোমার ব্যথায়,
পাঠাইলা তেঁই তব নাথেরে হেথায়।
অই দেখ ভ্রমে সেই আকাশের পথে,
প্রাণেশে ধরিয়া বুকে,
প্রহরেক থাক সুখে,
দোঁহে দোঁহা মুখ চেয়ে ঘুচাও আশায়,
এমনি ভক্তের লাগি দেব উপহার।"

৫

অমনি সে পাগলিনী পতি-বিরহিণী,
মৃত দেহে প্রাণ পেয়ে,
ঊর্দ্ধে কর প্রসারিয়ে,
বার বার হৃদয়েতে ধরিবারে চায়;
কিন্তু সে মায়ার ছায়া অমনি লুকায়।
পাপের পরশে পাছে পবিত্রতা নাশ,

পরমাণু পরিমাণ,
হয়ে যায় শত খান,
মিশে গেল শূন্যসনে একি সর্ব্বনাশ!
অই পুনঃ শূন্যদেশে পাইল বিকাশ।

৬

"বল সত্য তুমিই কি প্রাণেশ্বর মম?
হেরি ও প্রেম মুরতি
হৃদানলে ঘৃতাহুতি,
দহিছে জীবন্ত প্রাণ জ্বলন্ত চিতায়;
ছলিও না এ দাসীরে ভৌতিক মায়ায়;
মুখের কথাটি নাথ বল একবার।
এই তব নিকেতন,
এই তব সিংহাসন,
এই সেই চিরদাসী কথাটী বলনা;
দিয়ে নিধি বুঝি বিধি করিলা ছলনা।"

৭

"কেনগো ভাবিছ প্রিয়ে মিছে সে ভাবনা,
বিধাতা কভু কি ছলে,
ভক্তেরে লইয়ে কোলে,
দিয়ে স্নেহ পদাশ্রয় পুরাল বাসনা;
ছায়া সত্য আসি নাই করিতে ছলনা।
কিন্তু তব ভক্তি লাগি দৈব উপহার;
কোথা ধার্ম্মিকের ভয়,
সতত ধর্ম্মের জয়,
উজ্জ্বল স্বরগ তব সতীত্ব প্রভায়;
তাই মৃত পতি প্রিয়ে পেলে পুনরায়।

৮

"ভুলেছ কি অই সতী ভবিষ্যত বাণী-
প্রথম যে বীরবর,
ট্রোযান পুলীনপর
দাঁড়াইবে, তার ভাগে' নিশ্চয় মরণ;
কিন্তু বৃথা ভয়ে ভীত নহি কদাচন।
ধিক্ তারে কাঁদে না যে দেশের লাগিয়া;
রক্ষিতে দেশের মান,
ধন্য যদি যায় প্রাণ,
সর্ব্বাগ্রে পশিনু আমি দুরন্ত সমরে,
তেঁই হত পতি তব হেক্টরের করে।"

স্ত্রী-কবি।

মধ্যে মধ্যে আমরা বঙ্গীয়া রমণী-গণের রচিত পদ্যসমূহকে "স্ত্রী-কবি" নাম দিয়া সাধারণ সমক্ষে উপহার দিয়া আসিতেছি। পূর্ব্বে আমাদের দেশে লেখা পড়ায় তাদৃশ চর্চ্চা ছিল না, সেই জন্য, অনক্ষরা রমণীগণের উচ্চারিত কবিতাসমূহের ভাষা তত ভাল না হইলেও তত্তাবতের ভাব ও অর্থের গৌরব কোন অংশেই হীন নহে, এ নিমিত্ত আমরা আদরপূর্ব্বক স্ত্রী-কবি-রচিত খণ্ড কবিতা সংগ্রহ করিয়া বামা-বোধিনীর পত্রাঙ্গে সন্নিবিষ্ট করিতে ত্রুটি করিতেছি না। বামাগণ ও পুরুষগণ দেখুন যে, পূর্ব্বকালের রমণীরা কেমন সারগর্ভ উপদেশ দিতে জানিতেন। গৃহস্থালী, সদ্ব্যবহার, সচ্চরিত্রতা, ধর্ম্ম-নীতি, সকল বিষয়েই তাঁহাদের অধিকার ছিল, সকল বিষয়েই তাঁহারা আপনাদের

চলিত ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল কবিতা অদ্যাপি প্রাচীনাদিগের মুখে শুনা যায়। এখন যেমন ভাষার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। সেই জন্যই তাঁহাদের রচিত কবিতা তত সুশ্রাব্য নহে। সুশ্রাব্য না হইলেও তাহার অর্থ বা অভিধেয় (উদ্দেশ্য) ভাল। ভাষার উন্নতি ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি সহকারে রুচির পরিবর্ত্তন ও কর্ত্তব্যনিশ্চয়ের ভিন্নতা থাকায়, আজকালকার রমণীগণের রচিত কবিতা কিছু সুশ্রাব্য হইতেছে বটে; কিন্তু ইঁহাদের বহু বিষয়ে ও সার বিষয়ে দৃষ্টি না থাকায় ইঁহাদের কবিত কেবল ফুল ফলের বর্ণনাতেই শেষ হইয়া যাইতেছে। যাহাই হউক, আর কিছু দিন পরে পুরাতন কবিতা শুনা যাইবে না, ইহা ভাবিয়াই আমরা দেশে দেশে ভ্রমণ পূর্ব্বক বৃদ্ধাদিগের নিকট হইতে পূর্ব্ব কালের গৃহিণীদিগের সারগর্ভ ও সদুপদেশপূর্ণ কবিতাসকল সংগ্রহে বাধ্য হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সকল কবিতা পাঠক পাঠিকাগণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি, তন্মাবতের একটী ধারা ছিল; অর্থাৎ সে সকল কবিতা সদাচার, গৃহস্থালী, পাককার্য্য ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শীর্ষে বিভাগ করিয়াই সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম। এক্ষণে যাহা বলিব, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় নাই; অর্থাৎ এতৎ প্রবন্ধে বহু বিষয়ক বহু কবিতা একত্র সংগৃহীত।

মোনে মোনে মস্‌নে,
লোকের সঙ্গে কোস্‌নে।"

কথাগুলি বর্ত্তমান ভাষার নিকট নিতান্ত শ্রীহীন; কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য শ্রীহীন নহে। উক্ত কবিতার তাৎপর্য্য যদি বর্ত্তমান ভাষায় গ্রথিত হইত, উহার সৌন্দর্য্যের সীমা থাকিত না। যাহার মন কুটিল, যাহার মনের মধ্যে পাপ থাকে, তাহার বাক্‌ভঙ্গী কেমন এক প্রকার কর্কশ অথবা কেমন এক প্রকার অসন্তোষকররূপে বাহির হইতে দেখা যায়। এরূপ স্থলে, বুদ্ধিমতী প্রাচীনারা উক্ত কবিতা উচ্চারণ করিয়া বক্তাকে তাদৃশ বক্রোক্তি বহির্গত করিতে নিষেধ করিতেন, সুতরাং উক্ত কবিতাটী তাঁহাদের তিরস্কারসূচক কবিতা।

(মস্‌নে—মসী, কালিমা, পাপ) তাৎপর্য্য এই যে, তোমার মনোমধ্যে কালিমা বা পাপ চেষ্টা আছে, এরূপ পাপবাঞ্জক বাক্য তুমি লোক সমাজে ব্যক্ত করিতে লজ্জিত হও না?

"যদি হয় এক মন,
তেঁতুল পাতায় সাত জন।
রাজ্যি জুড়ে ঘর,
পরের মতন বর॥"

এটী বড় আশ্চর্য্য উপদেশ। একটী পারস্য কবিতা আছে, তাহারও মর্ম্ম এই রূপ। পারস্য কবিতার মর্ম্ম এই যে, দুই রাজা একটী বিস্তীর্ণতম রাজ্যে বাস করিতে পারেন না, কিন্তু ১০ ফকীর এক

ক্ষুদ্র কম্বলে বাস করে। এই অল্প কথার প্রগাঢ় ভাব ও উদ্দেশ্য যে কত দূর বিস্তীর্ণ তাহা আমরা লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। এই অল্প কথার মধ্যে নীতিজ্ঞদিগের সহস্র শ্লোক নিহিত আছে বলিলেও বলা যায়। উল্লিখিত স্ত্রীকবির তাৎপর্য্য ও অর্থ প্রায় পারস্য কবিতার তুল্য। পূর্ব্বে একান্নবর্ত্তী বহু পরিবার একত্রিত থাকিয়া কাল যাপন করার রীতি ছিল। এক্ষণে যেমন বিবাহ হইলে ভিন্নতা অর্থাৎ ভ্রাতৃভেদ প্রভৃতি ঘটনা হয়, পূর্ব্বে এরূপ অত্যল্পই হইত। যদি কখন কলহের অঙ্কুর দৃষ্ট হইত, প্রাচীনা গৃহিণীরা তৎক্ষণাৎ বধূদিগকে এই বলিয়া বুঝাইতেন যে, "যদি হয় এক মন, ত তেঁতুল পাতায় সাত জন।" মনের ঐক্য থাকিলে অর্থাৎ সকলে যদি সকলকে আত্মীয় বিবেচনা করে, তাহা হইলে, ক্ষুদ্রতম তেঁতুল পাতায় সাত জনে শয়ন করিতে পারে, অর্থাৎ কাহারও কোন কষ্ট হয় না, কলহও হয় না। আর যদি পরস্পর পরস্পরকে পর বিবেচনা করে, তাহা-হইলে এক একটী পৃথক দেশে বাস করিলেও তাহারা সুখী হইতে পারে না, সেখানে থাকিয়াও কলহ করে। এজন্য সকলেই সকলকে আত্মীয় বিবেচনা করিয়া, মনের একতা রক্ষা করিয়া, সুখভঙ্গ ভয়ে পরস্পর পরস্পরের দোষ অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, একত্র বাস করাই কর্ত্তব্য।

পরের ভাতে পেট্ নষ্ট,
পরের তেলে কাপড় নষ্ট।
রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট,
মোনের দোষে সব নষ্ট।"

অনেক লোকের এরূপ স্বভাব আছে যে বিনা ব্যয়ে ভক্ষ্য দ্রব্য পাইলে প্রচুর আহার করিয়া অবশেষে পীড়াগ্রস্ত হয় (অনেক ফলারে বামুনের এই দোষ আছে)। অধিক তৈল মাখিলে বস্ত্র শীঘ্র মলিন হয়, তাহা লক্ষ্য না করিয়া কেহ কেহ অনায়াসলব্ধ তৈল ভূরি পরিমাণ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, অনায়াসলব্ধ বস্তুকেও পরিমিত রূপে গ্রহণ করিবে, অন্যথা তাহা দোষাবহ হইবে। আর রাজা যদি দুর্বিনীত হন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যস্থ সকল ব্যক্তি কষ্ট পায়। সুতরাং রাজার দোষেই রাজ্যের বিনাশ অর্থাৎ রোগ, শোক, তাপ, পাপ, কলহ ইত্যাদি বহুপ্রকার বিশৃঙ্খলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ রাজা যদি ধার্ম্মিক হন, যদি তাঁহার সকল দিকে দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে রাজ্যবাসীদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই। ঐ যেমন এক একটী দোষের জন্য এক একটী নষ্ট হয়, তেমনি এমন একটী দোষ আছে, যাহার দ্বারা সমস্তই বিনষ্ট হইতে পারে। কি দোষ? মনের দোষ। মন ভাল না হইলে মনুষ্যকে কেহই সুখী করিতে পারে না— রাজা পারেন না, প্রজাও পারেন না,

দেবতারাও পারেন না। মনুষ্য যে রোগ শোকাদিতে অভিভূত হয়, তাহাও প্রায় মনের দোষে। লোভসম্বরণ করিতে না পারিয়া অনেকেই রোগ-গ্রস্ত হয়, ক্রোধ হইলেও শরীরে রোগ আশ্রয় করে, অতএব, মনের দোষে না হয় এমন দুঃখই নাই। মনের দোষে লোকে ইহকাল পরকাল উভয় ভ্রষ্ট হয়। অতএব মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই যে, মন যাহাতে দুরাচার ও দুশ্চেষ্ট না হয়, তৎপ্রতি সদাসর্ব্বদা যত্ন রাখিবেন।

"তেঁতুল না হয় মিষ্টি,
নেড়ে না হয় ইষ্টি।"

যদি কেহ তেঁতুলকে মিষ্ট বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। বিদেশী বিজাতীয় ম্লেচ্ছ কোন ব্যক্তিকে যদি কেহ সাধু সচ্চরিত্র বলিয়া উল্লেখ করে, তবু তাহার দ্বারা জাতির ইষ্ট সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, অম্লজাতীয় তেঁতুল কিছু না কিছু অম্ল হইবেই হইবে এবং বিদেশীয় বিজাতীয় ব্যক্তি নিজস্বার্থ অন্বেষণ করিবেই করিবে। অবশ্য ইহার ব্যতিরেক স্থল থাকিতে পারে। নেড়ে—বিজাতীয়—ম্লেচ্ছ।

"অতি বড় যোগ্যতী না পান ঘর,
অতি বড় সুন্দরী না পান বর।
জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে,
তিন্ বিধাতা নিয়ে॥"

(যোগ্যতী—যোগ্যতাপন্না, ক্ষমতা-শালিনী। বর—পতি। বিয়ে—বিবাহ)।

কবিতাটীর তাৎপর্য্যার্থ এই যে,পৃথিবীতে মনের মত অবস্থা ঘটেনা, অনেক সময় বিপরীত দেখা যায়। জন্ম মরণ ও বিবাহ মনুষ্যের ইচ্ছার অধীন নহে। বিধাতার নির্ব্বন্ধ অনুসারেই উহা সম্পন্ন হয়। সুতরাং যোগ্যতাশালিনীকে অর্থাৎ গৃহকর্ম্ম-সুদক্ষা রমণীকেও দুঃখীর গৃহে যাইতে হয়, এবং রূপবতী ললনাকেও কুরূপ স্বামীর হস্তগতা হইতেও হয় অতএব আপনার যোগ্যতা বা রূপের অভিমান কেহ না করেন।

"আপনার জন্য আপনি,
ডোর আর কোপ্নী।
পতির জন্য মেয়ে,
থাক্‌গে তথায় যেয়ে॥"

ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে বেদান্তশাস্ত্রোক্ত সন্ন্যাস-ধর্ম্মের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং শেষার্দ্ধে প্রকৃত গৃহস্থ ধর্ম্মের কথা লিখিত হইয়াছে। বেদান্তীরা বলেন, আত্মাই আপনার বন্ধু, আত্মা ভিন্ন প্রকৃত বন্ধু নাই। অতএব, মনুষ্যের বাহ্য বস্তুর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আত্মধ্যানপরায়ণ হওয়াই কর্ত্তব্য। ডোর ও কৌপীন অর্থাৎ সন্ন্যাস (সং—সর্ব্বপ্রকার, ন্যাস-ত্যাগ) ধর্ম্ম আশ্রয় ব্যতীত সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং "আপ-নার জন্য আপনি,ডোর আর কোপ্নী।" বলা অসঙ্গত নহে। অপরার্দ্ধ নিরবচ্ছিন্ন গৃহস্থালীর কথা। সে কথা এই যে, জগদীশ্বর নারী জাতিকে পতি-সেবার্থই উৎপাদিত করিয়াছেন। এজন্য

নারীজাতির কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা সদা-সর্ব্বদা পতিগৃহেই থাকিবেন এবং পতির আনুকূল্য করতঃ তাঁহার সহিত এক-যোগে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। অল্পবয়স্কা রমণীরা প্রথম প্রথম শ্বশুরগৃহে গমন করিতে বড় ইচ্ছুক হয় না। অনিচ্ছুক দেখিলে বৃদ্ধারা আসিয়া উপদেশ দিতেন যে "পতির জন্য মেয়ে, থাক্‌গে তথায় যেয়ে।" অর্থাৎ কন্যা সন্তান পরের জন্যই জন্ম গ্রহণ করে, যখন তাহাদের পরের জন্যই জন্ম, তখন আর তাহাদের পরগৃহে যাইতে অনিচ্ছু হওয়া উচিত নহে।

"একের বোঝা, দশের নড়ি।
একটী তৃণ, দশটী দড়ি॥"

এই কবিতাটীতে দশ জন চাণক্য পণ্ডিত লুক্কায়িত আছেন। কি চমৎকার উপদেশ! এমন উপদেশ অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সংসার-বাসীদিগের ঐক্যস্থাপনের জন্য এরূপ আশ্চর্য্য উপনয়ন আর নাই। দশ গাছী যষ্টি আছে, দশ জন মনুষ্যও আছে। এমত স্থলে, সেই দশ গাছী যষ্টি যদি দশ জনে বহন করে, তাহা হইলে কাহারও কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু,সেই দশ গাছী যষ্টি যদি এক জনকে বহন করিতে হয়, তাহা হইলে, অবশ্যই তাহা তাহার দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। এই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া সংসারী লোক যদি সকলেই যথাসাধ্য সংসারের আনু-কূল্য করে, তাহা হইলেই সকলেরই কষ্টের লাঘব হয়,অন্যথা একজনের স্কন্ধে সমুদায় সংসারভার অর্পিত থাকিলে সমুদায় কখন প্রতুল হয় না, বরং ভার-বাহককে নিরতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গ একটী গল্প মনে হইল।

বন মানুষেরা একদিন সভা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, আমাদের অপেক্ষা গ্রাম্য মনুষ্যের কি প্রভেদ আছে, তাহা জানা আবশ্যক। তাহাদের মধ্যে, যে প্রধান ছিল, সে বলিল, আমিই কিছু দিন গ্রামে গিয়া ইহা নির্ণয় করিয়া আসিব, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। এই বলিয়া প্রধান বনমানুষ এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে আসিয়া গৃহে গৃহে গ্রাম্যমানুষের কার্য্য-কলাপ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে সে পুনর্ব্বার আপনার বাস ভূমিতে গমন করিল। করিলে তাহারা সমুদায় জ্ঞাতি একত্রিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি দেখিয়া আইলে। সে উত্তর করিল যে আরত কোন বিশেষ দেখিলাম না,—কেবল দেখিলাম, তাহাদের বাড়ী বাড়ী একটী করিয়া কর্ত্তা আছে। সেই কর্ত্তা বেচারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তরই ভ্রমণ করিতেছে, আর সকলে বসিয়া খাই-তেছে। একটু ত্রুটি হইলে, তাহার আর নিস্তার নাই, কেহ তাহাকে কর্ত্তৃত্ব হইতে অবসর দিবার পরামর্শ করিতেছে, কেহ তাহার নামে কেস্ আনিতেছে। এইরূপ এক কর্ত্তা থাকা ভিন্ন আমিত আর কিছুই বিশেষ দেখিলাম না।

বনমানুষেরা গ্রামে আসিয়া যে গ্রাম্যমনুষ্যের কর্তৃত্ব দেখিয়া গিয়াছেন, সেরূপ কর্তৃত্ব আজিও আমাদের যায় নাই, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। সে যাহাহউক, দ্বিতীয়ার্দ্ধের মর্ম্ম গ্রহণ কর। একগাছী তৃণ, তাহা অতি যৎসামান্য সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই যৎসামান্য দশ গাছা তৃণ যদি একত্রিত হয়, তাহা হইলে, তখন আর তাহার তৃণত্ব থাকে না (তুচ্ছত্ব থাকে না)। সে তখন হস্তিবন্ধনের উপযুক্ত রজ্জু (দড়ি) হইয়া দাঁড়ায়। এই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া বহু মনুষ্য যদি একমত হয়, তাহা হইলে তাহারা না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই।

উপন্যাস—কুললক্ষ্মী।

(গত প্রকাশিতের পর)

আজি শারদীয় পৌর্ণমাসী, সন্ধ্যা সমাগতা। রজনী আজি শুভ্র বসন পরিয়া বিধবা বঙ্গরমণীর মত ধীরে ধীরে উপস্থিত হইলেন, সমুদয় প্রকৃতি তাঁহার শুভ্র জ্যোতিতে আচ্ছাদিত হইল, গঙ্গার জল গুলি চিক্ চিক্ করিতে লাগিল। এ সময়ে এক জন যুবক গঙ্গা পুলিনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল। যুবকের প্রশস্ত সুন্দর ললাটে চিন্তার রেখা পড়িয়াছে, বিশাল চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার ভ্রমণে কোন উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে না, যেন পাগলের মত উদাস ভাবে বিচরণ করিতেছে। এক এক বার কুলপ্লাবিনী ভাগীরথীর দিকে চাহিতেছে, আরবার আকাশ পানে চাহিতেছে। কলিকাতা সহর, সহস্র লোক তাহার নিকট দিয়া একদিক দিয়া চলিয়া যাইতেছে, সহস্র লোক অন্যদিক হইতে আসিতেছে, তাহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে না, তাহার ভাবনার অংশী কেহই নাই। কেহ লাভের আশায় দৌড়িতেছে, কেহ প্রণয়ের আশায় ছুটিতেছে, কেহ সুখের মত্ততায় উন্মাদ বেগে ধাইতেছে, কেহ দুঃখের আঘাতে মৃদুগতিতে ধীরে ধীরে চলিতেছে, কিন্তু কেহ কাহারে জিজ্ঞাসে না, সকলেই আপন সুখে আপন দুঃখে মত্ত। জগৎ আপনা লইয়া ব্যস্ত, অপরের খবর রাখিতে কয়জনের মন ব্যাকুল হয়? তাহা হইলে পৃথিবীর অনেক দুঃখ অনেক যন্ত্রণা প্রশমিত হইত। পরের জন্য গ্রাম্য লোকের একটু সাহানুভূতি দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু সহরে সেরূপ বড় দেখা যায় না। যুবক অনেকক্ষণ এভাবে ভ্রমণ করিয়া অবসন্ন দেহে ভাগীরথীর পানে চাহিয়া চাহিয়া ভূমিতে বসিয়া

পড়িল, এক এক বার তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতে লাগিল, লোকলজ্জায় সেই অশ্রুজল উত্তরীয় দ্বারা গোপনে মার্জ্জন করিতে লাগিল। এক জন প্রাচীন গোঁয়ার বদমায়েস লোক তাহার নিকট দিয়া যাইতে যাইতে হাসিতে হাসিতে কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসিল "কি গো মশাই, আপনি গৃহশূন্য হয়েছেন নাকি?" আর এক জন বলিল "বাঙ্গাল হবে, মশাই; বাঙ্গাল বিদেশে এলে গিন্নির জন্যে কেঁদে থাকে।" দুর্ভাগা যুবক অ[illegible] শুনিয়াও শুনিল না। তাহার মন এ সকলে ছিল না, তাহার মন পৃথিবী ছাড়িয়া কোন অচিন্তনীয় স্থানের বিষয় চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল। তাহার জীবনের ধন পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছে এই তাহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল সুতরাং পৃথিবী ছাড়া অন্য লোকের বিষয় ভাবিতেই তাহার সমধিক আনন্দানুভব হইতেছিল। এত সহস্র সহস্র লোক তাহার নিকট দিয়া যাইতেছে তাহাতে লক্ষ্য নাই। এই শারদীয় জ্যোৎস্নারাশি তাহার দেহে ও সমস্ত প্রকৃতিতে গলিয়া পড়িয়াছে, তাহার চক্ষুতে জগৎ অন্ধকার। এই অসংখ্য লোকের কোলাহলে ভাগীরথীর বক্ষ পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইতেছে, কিন্তু তাহার কর্ণ বধির। সে কিছুই শুনিতেছে না, কিছুই দেখিতেছে না, কোন বিষয় ভাবিতেছে না. কেবল এক রূপ দেখিতেছে, এক ভাবনা ভাবিতেছে, এক মধুর স্বর্গীয় অস্ফুট ধ্বনি শুনিতেছে। তাহার হৃদয় ডুবিয়া গিয়াছে, শরীর অবশ অস্পন্দ। এই অভাগা যুবক এরূপ হৃদয়ভরা দুঃখ ভোগ করিতেছে। যাহার মন পৃথিবী ছাড়িয়া কত উচ্চ কত মহৎ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাকে অভাগা কি ভাগ্যবান যুবক বলিব আমায় কে শিখাইবে? আমি সুখ দুঃখ কি আজিও বুঝিতে পারিলাম না ঐ যে সুরাসক্ত যুবকবৃন্দ জঘন্য আমোদে উন্মত্ত হইয়া হাস্যরোলে পৃথিবী কাটাইতেছে, উহাদিগকেই সুখী বলিব কি এই যে যুবক নয়নাশ্রুতে ভাগীরথীর বারিরাশি বৃদ্ধি করিতেছে, ইহাকেই সুখী বলিব? আজিও ত বুঝিলাম না সুখ কি— আজিও ত লোকে বুঝিল না যথার্থ হৃদয়ের আনন্দ কি? এই যে হিন্দু বিধবা চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে স্বামিহীনা হইয়া আজি ৪০ চত্বারিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত এক স্বামীর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া কাঁদিয়া জীবন কাটাইল, এই কি সুখ? না ঐ যবনকন্যা ২০ বিংশতি বর্ষ বয়স মধ্যে পাঁচ বার পরিণীতা হইল, কত জনের মন যোগাইল, ঐ যথার্থ সুখ? এই যে আমাদের বিনোদ সেই বাল্যকাল হইতে সরলার সরল রূপমাধুরি, হৃদয়ে ধ্যান করিয়া, এ জীবনে এক দিনের জন্যও তাহাকে না পাইয়া কাঁদিয়া জীবন কাটাইল, ইহা দেখিয়াই হৃদয় আকৃষ্ট হয়—উন্নত হয়? না ঐ যে

বারবনিতাসক্ত যুবক লাম্পট্যদোষে স্বীয় জীবন কলুষিত করিতেছে, উহা দেখিয়া হৃদয় সুখী হয়? বিনোদই সুখী—আমি সহস্র বার বলিব সৎপথে ও সৎকার্য্যে যে ক্লেশ ও দুঃখ হয়, তাহাও বিমল সুখ। বিনোদ এ ভাবে বসিয়া আছে, এমন সময় তীরের নিকট দিয়া মৃদু মৃদু গতিতে এক খানি বৃহৎ তরণী চলিয়া যাইতে লাগিল। গোয়ালন্দের একজন উকীল কলিকাতায় ব্যবসায় কার্য্য করিতেন, তিনি পূজার সময় বাড়ী গিয়াছিলেন আবার কলিকাতা আসিতেছেন; বৃহৎ নৌকা স্ত্রীকন্যা পুত্র ইত্যাদিতে পূর্ণ। সহরের নিকট নৌকা আসিলে মেয়েরা খিড়কি দিয়া উঁকি মারিয়া তামাসা দেখিতেছেন, ছেলেরা বাহিরে বুড়া ঝিয়ের নিকট দাঁড়াইয়া এটা ওটা দেখিয়া এক এক বার আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিতেছে, কর্ত্তাটী নৌকার বাহিরে বসিয়া সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতেছেন; এমন সময় একটী মেয়ে ডাকিল "পাগলি দিদি! কত ঘুমাও, এই যে আমরা কলিকাতায় আসিয়াছি।" মেয়েটীর দু তিন বার ডাকে একটী রমণী নিদ্রা হইতে জাগিয়া দৌড়িয়া বাহিরে আসিল, তাহার চুলগুলি আলু থালু, চক্ষু লাল, পরা ছিন্ন বসন, সে এরূপ শীর্ণা যে দাঁড়াইতে শরীর কাঁপিতেছে—তথাপি দৌড়িয়া আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। কর্ত্তাটী বলিলেন "বাছা! ভিতরে যাও, কলিকাতায় আসিয়াছি। এখনি নৌকা ঘাটে লাগিলে আমরা বাসায় উঠিব, অত উতলা হইও না।"

যুবতী বলিল "আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখ্‌বো।" কর্ত্তা বাধা দিলেন না। তিনি এই উন্মাদিনী রমণীকে ৬।৭ দিবস নিজ পরিবারের মধ্যে স্থান দিয়াছেন, তিনি তাহার স্বভাব অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সে যে কথা শুনিবে না জানিতেন। রমণী বিমল জ্যোৎস্না রাশির মধ্যে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া গঙ্গার পুলিন পানে চাহিয়া চাহিয়া কলিকাতা দেখিতে লাগিল। তাহার জন্মেও এত জনতা দেখে নাই, এত কোলাহল শুনে নাই। ক্রমে সেই বৃহৎ তরণী খানি তীরসংলগ্ন হইল—বিনোদ যে ঘাটে বসিয়া আপন অদৃষ্ট ভাবিয়া কাঁদিতেছিল, সেই ঘাটে বাবু নামিবেন, সুতরাং সেখানেই নৌকা রাখা হইল।

মানুষ মানুষের দুঃখের ভাগী হইতে অনিচ্ছুক, কিন্তু বোধ হইল যেন এই নৌকা খানি বিনোদের মনোবেদনা বুঝিয়া তাহার অশ্রুপূর্ণ মুখ দেখিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার নিকটস্থ হইল। পাগলী এখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া, পাগলীর চক্ষু এখনও চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত, সহসা পাগলী কি দেখিল—অনেক ক্ষণ অনিমেষে চাহিয়া রহিল। নৌকা তীরে লগ্ন হইয়াছে মাত্র, এখনও সিঁড়ি নামান হয় নাই, পাগলী নৌকা হইতে জলে লাফাইয়া পড়িল, নৌকার

লোকে গণ্ডগোল করিয়া ২।৪ জন সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়িল, তীরের লোকও অনেক দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিল। পাগলী অনায়াসে সন্তরণ করিয়া তীরে উঠিল, উঠিয়া দৌড়িয়া যাইয়া যে হতভাগ্য বা ভাগ্যবান্ যুবক অশ্রুজলে মুখ ভাসাইতেছে, দুঃখশেলে যাহার হৃদয় বিদ্ধ হইতেছে, দুই হাতে তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সেই উন্মাদ, অজ্ঞান চক্ষু হইতে সহস্র ধারায় অশ্রুরাশি যু[illegible] বক্ষে মতির হার পরাইতে লাগিল, বিনোদ হঠাৎ এরূপ দীনা শীর্ণা যুবতী তাহার কণ্ঠলগ্না হইল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু সে মুখ চিনিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল না। বিনোদ তাহাকে জড়াইয়া বুকে ধরিল, দুঃখে আনন্দে বিস্ময়ে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, ক্রমে হস্ত শিথিল হইয়া গেল, যুবতী তাহার বক্ষচ্যুত হইয়া মাটিতে লুটিয়া পড়িল, সঙ্গে যুবকও ধরণীশায়িত হইল। দর্শকবৃন্দ চতুর্দ্দিকে কোলাহল করিতে লাগিল। উকীল বাবু ইতিপূর্ব্বেই নৌকা হইতে উঠিয়া পাগলীর কাণ্ড নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল, তিনি সকলি এক প্রকার বুঝিতে পারিলেন, অনুচরদিগকে সত্বর ডাকাইয়া সংজ্ঞাশূন্য যুবক যুবতীকে নিজ নৌকায় উঠাইয়া বিবিধ প্রকার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ; বাবুর স্ত্রীও পরম যতনে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে অনেক রাত্রি হইয়া গেল, তথাপি বিনোদ বাসায় ফিরিল না। বলা বাহুল্য যে বিনোদ আবার কুলকে অন্বেষণ করিতে করিতে ললিতের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং ললিতই তাহাকে নিজের বাসায় বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কাহাকে সান্ত্বনা করিবেন ? বিনোদ আজিকালি রাত্রিতে নিদ্রা যায় না, আহার করে না, স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে, বাসা হইতে বাহির হইয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া যায়, ললিত অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পায় না। বিনোদ আজিও বৈকাল বেলা কাহাকে না বলিয়া বাসা হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ললিত তাহাকে অনেক খুঁজিল—পরে নদীর তীরে আসিয়া শুনিল যে অমুক ঘাটে কি একটা কাণ্ড হইয়াছে। ললিতের মনে আজি বিনোদের জন্য বড় ভাবনা হইয়াছিল, তিনি তাড়াতাড়ি সেই ঘাটে উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই সকল শুনিতে পাইয়া নৌকায় যাইয়া বিনোদকে তদবস্থাপন্ন দেখিলেন। ললিত অনর্থক সময় নষ্ট না করিয়া চিকিৎসক আনিতে গেলেন। অচিরে চিকিৎসক আসিলেন, নানা প্রকার চিকিৎসা হইল, কিন্তু আর সেই অজ্ঞান দেহে জ্ঞানের সঞ্চার লক্ষিত হইল না। ক্রমে কথা রাষ্ট্র হইল, ললিতের পিতা

হরদেব বাবু আসিলেন। এ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া তাঁহার কোমল প্রাণ গলিয়া গেল। তাঁহাকে দেখিয়াই ললিত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল "বাবা, বিনোদ আর নাই।" হরদেব বাবু অর্থ ব্যয় করিয়া সহরের প্রধান প্রধান ডাক্তারগণ আনাইলেন, বিবিধ প্রকার চিকিৎসা হইল, কিন্তু আর কিছুতে কিছুই হইল না। ডাক্তারগণ বলিলেন যে ইহাদের উভয়ের শরীরই পূর্ব্ব হইতে একেবারে সারশূন্য হইয়াছিল, তাহাতে হঠাৎ প্রবল সুখ দুঃখের আতিশয্যে প্রাণ ত্যাগ হইয়াছে; জীবনশূন্য দেহে আর চিকিৎসা বৃথা। ললিত বন্ধুর এ ভাবের মৃত্যুতে একেবারে ভগ্নহৃদয় হইয়া গেলেন। তিনি বালকের ন্যায় বন্ধুর মৃত দেহ আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। হরদেব প্রাচীন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি, এসময় কি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। উকীল বাবুর নিকট সমস্ত ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলেন। উকীল বাবু বলিলেন যে "আমি কলিকাতা আসিবার জন্য নৌকায় উঠিতেছি, এমন সময় দেখিলাম যে এই মেয়েটী পদ্মার ধারে ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধুর স্বরে গান করিতেছে। দুষ্ট লোকে কত উপহাস করিতেছে, দুষ্ট বালকেরা গায় কাদা ধূলা দিতেছে, কিছুতেই তাহার জ্ঞান নাই। আমি নৌকায় উঠিতেছি, এমন সময় আমার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়া একেবারে আমার পা জড়াইয়া ধরিল, কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "আমি কত মাস ঘুরিয়া ঘুরিয়া এখানে এসেছি, কেহ আমাকে রেলের গাড়িতে তুলিয়া নেয় না, আমি কলিকাতায় যাইব, সেখানে আমার বিনোদ আছে। কাল রেলের গাড়িতে উঠিতে গিয়াছিলাম, দেখুন বেতের বাড়ি আমার হাত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, কেহই আমায় কলিকাতা নিল না, আমি কি উপায় করিব গো" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। আমি তাহার ভদ্র চেহারা দেখিয়া অনুমান করিলাম যে এটী ভদ্রলোকের কন্যা, অবশ্যই কোন দুঃখ দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া এরূপ হইয়াছে। আমি বলিলাম চল বাছা, আমি কলিকাতা যাইতেছি, তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব। শুনিয়া আহ্লাদে খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া হাসিয়া হাততালি দিয়া গান করিতে লাগিল "যাব আমি কলিকাতা আজব সহর, দেখিব বিনোদ মোর প্রাণের দোসর।" আমি দেখিলাম এ পাগল, শুশ্রূষা করিলে ভাল হইতে পারে এবং ভাল হইলে আমার পরিবারে থাকিলে আমার গৃহকার্য্যাদিতে পত্নীর অনেক সাহায্য হইবে। আমার স্ত্রীও আগ্রহ করিয়া উহাকে নৌকায় তুলিয়া লইল। কলিকাতায় নৌকা পৌছিবা মাত্রই বাহিরে দাঁড়াইয়া গঙ্গার তীরে চাহিয়া চাহিয়া তামাসা দেখিতেছিল, হঠাৎ এই যুবককে দেখিয়াই জলে ঝাঁপ

দিয়া পড়িয়া ইহার গলা জড়াইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, যুবকটীও এক বারে উহাকে বুকে ধরিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।" ললিত বলিল "এই কুল-লক্ষ্মী; আহা পৃথিবীতে এ হৃদয় দুটী দুঃখে কষ্টে জ্বালাতন হইয়া এখন এই দুঃখময় পাপময় সংসার ছাড়িয়া যে লোকে পাপ নাই দুঃখ নাই, কুলীনত্বের অভিমান নাই, নীচ নাই উচ্চ নাই, সেই দিব্য লোকে গিয়া মিলিত হইয়াছে। হে দয়াময় ভগবান! এই তাপিত পবিত্র হৃদয় দুটীকে তুমি তোমার চরণে রাখিয়া শীতল কর।" (ক্রমশঃ)

বিজ্ঞান রহস্য।

১। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জন্তুর গর্ভ-ধারণ কাল—হস্তী ২ বৎসর, মহিষ ও উষ্ট্র ১ বৎসর, ঘোড়া ও গর্দ্দভ ১১ মাস, গাভী ৯ মাস, ভেড়া ৫ মাস, সিংহ ৫ মাস, কুকুর ৬৩ দিন, শূকর ৪ মাস, নেকড়ে ৩ মাস।

২। ডিম্বে তা দিবার কাল—মুরগী ২১ দিন, শোয়ান হংসী ২২ দিন, রাজ-হংসী ৩১, পাতিহংসী ৩০, টিয়া ৪০, পায়রা ৮ এবং কানারী পক্ষী ১৪ দিন। ফারন হিট তাপমানের ১০৪ অংশ উত্তাপ ডিম্ব ফুটাইবার উপযুক্ত। ডিম্ব ফুটাইবার সময় অনুসারে পক্ষীজাতির বয়স অনেকটা নির্দ্দেশ করা যায়। উটপক্ষী ডিম পাড়িয়া বালুকার মধ্যে পুতিয়া রাখে, সূর্য্যো-ত্তাপে তাহা ফুটিয়া উঠে।

৩। উৎপাদিকা শক্তি—এক যোড়া পায়রা হইতে ৪ বৎসরে ১৪৭৬০ পায়রা উৎপন্ন হইতে পারে। এক যোড়া খরগোস এই সময়ে ১২৭৪, ৮৪০ টী শাবক উৎপন্ন করিতে পারে।

৪। পক্ষীদিগের উড্ডয়নশক্তি—বাজ-পক্ষী ঘণ্টায় ১৫০ মাইল, চাতক ৯২, ক্রংগামী চাতক ২০০, উপনিবেশী পক্ষীরা ৪০ মাইল এবং কাক ২৫ মাইল উড়িতে পারে।

৫। ডিউডং নামে এক জলচর জন্তু সমুদ্র গাভী বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। ইহা সমুদ্র জলে বিচরণ করিয়া তজ্জাত তৃণ ও উদ্ভিদ্ ভোজন করে। ইহার পাকস্থলী প্রভৃতি গাভীর ন্যায়। ইহার মাংস রন্ধন করিলে গোমাংসের ন্যায় গোখাদকদিগের উপাদেয়। ইহা লম্বে ২৫ ফিট, দেখিতে তিমির আকৃতি, অবগাহ ও গভীর জলে থাকে। নদীর মুখের নিকটও সময় সময় ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

নূতন সংবাদ।

১। গত ১৩ই ও ২০এ সেপ্টেম্বর সিটীকলেজ গৃহে পাবনা সম্মিলনী সভার প্রথম বার্ষিক এবং ফরিদপুর সুহৃদ সভার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন ও স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের পারিতোষিক বিতরণ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। পাবনা সম্মিলনী একবৎসরে যেরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা আশাপ্রদ। স্ত্রীশিক্ষা পরীক্ষায় ২৮১ জন পরীক্ষার্থিনীর ২৬০ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ৫৬ বৎসরের একটী বিধবা পরীক্ষা দিয়াছেন, ইহা একটী বড় শুভ দৃষ্টান্ত। সুহৃদ্ সভার দেশহিতকর অনেকগুলি কার্য্যের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধন অন্যতম। এ বিভাগে ৪৫১ জন পরীক্ষার্থিনীর মধ্যে ২৯২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২। বীরভূম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও কতকগুলি দেশহিতৈষী মহোদয় ইহা নিবারণের উপায় করিতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

৩। হিন্দু আন্যুয়িটী ফণ্ডে ২ লক্ষের অধিক টাকা জমিয়াছে এবং ইহার কার্য্য অতি সুন্দর রূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। যাঁহারা বিধবা পত্নী বা নিরাশ্রয় পুত্র কন্যাদিগের জন্য কিছু সংস্থান করিয়া মরিতে চান, এমন হিন্দু মাত্রেরই ইহার সভ্য হওয়া উচিত।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। চারুনীতিপাঠ—শ্রী কালীকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত, মূল্য ৶০ আনা। বালক-বালিকাদিগকে নীতিশিক্ষা প্রদানার্থ কতকগুলি সুন্দর আখ্যায়িকা, নীতিসূত্র ও নীতি প্রবন্ধ ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে। পুস্তক খানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। ইহার আকারের সহিত তুলনায় মূল্য অতি সামান্য হইয়াছে বলিতে হইবে।

২। গৃহলক্ষ্মী—"কয়েকখানি পত্র ও উত্তর প্রণেতা" শ্রীগিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ।।০ আনা। এই গ্রন্থখানির আদ্যন্ত পাঠে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইলাম। লেখক ইহাতে তাঁহার সুরুচি, সহৃদয়তা ও বিচক্ষণতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থে কোন স্বামী কথোপকথন ও পত্রালাপ ছলে স্ত্রীকে গৃহধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবিধ সদুপদেশ প্রদান করিতেছেন, এতৎপাঠে হিন্দুগৃহের রমণীগণ আমোদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সুশিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। গ্রন্থ-কারের কোন কোন মতের সহিত

আমাদের ঐক্য নাই, যথা বাল্যবিবাহে স্ত্রীলোকদিগের অপকারের অপেক্ষা উপকার অধিক, বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যার পরস্পর চাক্ষুষ দর্শন না হওয়া ভাল ইত্যাদি। কিন্তু এরূপ স্থল অল্প। আমাদিগের পাঠিকাগণকে এই পুস্তক খানি এক এক বার পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি।

৩। গৃহমুকুর—শ্রীরামদয়াল সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ইহাতে বঙ্গ গৃহিণীদিগের বিবিধ কর্ত্তব্যের উপদেশ আছে। গ্রন্থকার কতকগুলি প্রাচীন বিধির সদুদ্দেশ্য দেখাইয়াছেন, এবং তাহার সহিত নূতন বিধি ব্যবস্থাও যোগ করিয়াছেন। অনেক বিষয় সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, একটু বিস্তারিত হইলে ভাল হইত। যাহা হউক ইহা দ্বারা নব্যা গৃহিণীদিগের উপকারের সম্ভাবনা।

৪। মিশরযাত্রী বাঙ্গালী—শ্রীশ্যামলাল মিত্র প্রণীত ও বেথুন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বি,এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এ পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। একজন বাঙ্গালী যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া আপনার অভিজ্ঞতার ফল বিবৃত করিতেছেন, ইহার অনুরূপ পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই। ইহাতে মিশর সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ আছে। ইহার লেখাও বিশুদ্ধ ও বর্ণনাগুলি বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। আমরা ইহা পাঠ করিতে করিতে অনেক স্থলে মোহিত হইয়াছি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার প্রশংসা করিয়াছি। লেখকের নিজের দুঃখ বর্ণনাংশ কিছু কম হইলে ভাল হইত। এ পুস্তকখানি বাঙ্গালী লেখকের বিশেষ গৌরবসূচক, সুতরাং ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই পাঠ্য ও আদরণীয়।

৫। আলোচনা—এই নামে একখানি মাসিক পত্রিকা গত ভাদ্রমাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে এবং ইহার ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ধর্ম্ম, নীতিও সমাজ সম্বন্ধীয় যেরূপ সারগর্ভ প্রবন্ধ সকল এবং সুন্দর সুন্দর কবিতা ও সঙ্গীত ইহাতে প্রকটিত হইতেছে, তাহাতে ইহা একখানি উচ্চশ্রেণীর পত্রিকা বলিয়া গণনীয় হইতে পারিবে। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ১॥০ মাত্র। এরূপ স্বল্পমূল্য সুপাঠ্য পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা অধিক হইবে অবশ্যই আশা করা যায়।

৬। আর্য্যদর্শন (কার্ত্তিক)—এই উৎকৃষ্ট পত্রিকাখানি কয়েক মাস বেশ নিয়মিতরূপে বাহির হইতেছে এবং ইহার প্রস্তাব সকলও লেখকদিগের লিপিনৈপুণ্য ও সুচিন্তার পরিচয় দিতেছে। পত্রিকাখানি এখন আপনার পূর্ব্বগৌরব রক্ষা করিয়া বঙ্গ সাহিত্য সংসারের মহোপকার সাধনে সমর্থ হইবে, তাহাতে আর আমাদিগের সন্দেহ নাই।

৭। নিবাধই ইয়ংমেন্স লাইব্রেরীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের কার্য্য বিবরণ—এই পুস্তকালয়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালা

অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক ও পত্রিকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার যেরূপ কার্য্য বিবরণ পাঠ করা গেল, তাহাতে ইহা সুব্যবস্থামত চলিতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

বামাগণের রচনা।

দাম্পত্য প্রণয়।

দে-ব তুল্য সুপবিত্র প্রণয় রতন।
হে-লাতে কি ত্যজে কেহ, লভেছে যখন॥
বে-ষ্টিত যদিও আছে নানা প্রলোভনে।
মা-থায় রাখিছে কিন্তু দম্পতী সুজনে॥
ন-য়নে নয়নে সদা উভয়েতে রহে।
ন-শ্বর জীবনে সুধানিল সদা বহে॥
দ-হিতেছে সদা মনে সেই অভাজন।
গি-য়াছে যে জন কভু পাপ নিকেতন॥
র-হিবে দৃষ্টান্ত কিন্তু উজ্জ্বল অক্ষরে।
নী-তিময় সুচরিত্র যেই জন ধরে॥
না-শক পালক যিনি এই জগতের।
ব-সিবেন বিচারিতে যবে মানবের॥*
থ-রথর কাঁপিবে সে অপবিত্র মন।
সু-খ দেব-ভোগ্য কিন্তু পাইবে সুজন॥

১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১২ এবং ১৪ পংক্তির ও ২, ৪, ৬, ৮ এবং ১০ পংক্তির আদ্যাক্ষর পাঠ করিলে যথাক্রমে কোন দম্পতীর নাম পঠিত হইবে। ৫, ৭, ও ৯, এবং ৬ ও ৮ পংক্তির আদ্যাক্ষর একত্রে পাঠ করিলে যথাক্রমে "ন্দ্র" ও "ন্দি" বুঝাইবে। ঐ দুই শব্দ পাওয়া যায় না, বলিয়া এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

আশা।

সে মহানিশার কি নাম, যাহাতে জ্ঞানসূর্য্য উদয় হইবার অবসরই পায় নাই? পরমেশ্বরের এত বড় সংসার চক্রের ধুরা কোন্ বস্তুর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে যে এত পুরাতন হইয়াও খসে না? সুহৃদের বিয়োগে প্রেমীর প্রাণ রক্ষা কে করে? বড় বড় বিপদে কার ভরসাতে মনুষ্য দুঃখ ভোগ করিতে করিতেও জীবনে নিরাশ হয় না? সার্ব্বভৌম আর ইন্দ্রপদ কাহার কাছে অতি নিকট? আমার জন্মেরও পূর্ব্বে মাতা পিতাকে আমার বিবাহের সুখ কে অনুভব করাইত? কাহার বলে নরকের প্রচণ্ড তাপকেও আমি ফুলের মালা বুঝিয়া বড় বড় পাপে প্রবৃত্ত হই? কে আমার দ্বারা বড় বড় যজ্ঞ ও তপ করাইয়া ধর্ম্মের দিকে প্রেরণ করে? মহা মোহ নামক বালক কোন্ মাতার প্রিয় পুত্র? আমি ঘুমাইলেও কে জাগিয়া থাকে? কাহার ফল এত মিষ্ট? কি খাইতে

* ইংরাজীতে "ডে অফ জজমেন্ট" বলে।

খাইতেও তৃপ্তি হয় না, যত খাও ততই লালসা বৃদ্ধি হয়? পরমেশ্বরের সাক্ষাতের কে নিশ্চয় রাখে, আর ইহলোক পরলোকের যাবৎ ঝঞ্ঝাটের কে মূল?

আশা। আহা! এ কেমন মিষ্ট আর প্রিয় নাম। ইহাকেই ধরিয়া সংসার দাঁড়াইয়া আছে। যখন মনুষ্য ঘোর বিপদে পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া যায়, আর সেই ব্যাকুলতার সময় তাহাকে মৃত্যু আশ্রয় কিম্বা গৃহ ছাড়িয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ ভাল লাগে, তখন এই আশা তাহার সম্মুখে আসিয়া লক্ষ লক্ষ রূপে ভরসা দেয়। মন বলে, পুত্রের বিয়োগ হইয়াছে, এখন আর জগতে কি কার্য্য? আশা বলে তুমি আছ তো আর সপটী হবে। মন বলে, সম্পত্তি নাশ হইয়াছে, এখন বিষ খাইয়া মরিয়া যাও, কাহাকেও মুখ দেখাইও না; যেখানে রাজ্য করিয়াছ, সেখানে ভিক্ষা উচিত নয়। তখন আশা রাজা রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির ইত্যাদির গল্প পড়িতে আরম্ভ করে, আর বলে ধন গিয়াছে কিন্তু সে তোমার ভাগ্য ত লইয়া যায় নাই, পুরুষের উচিত ধৈর্য্য ধরা। টাকা পয়সা তো হাতের ময়লা, এক দিকে আসে আর এক দিকে যায়। আবার দিন আসিবে, আবার সেই রাজা হইবে। মন বলে দেখ তুমি হাকিমের নিকট দোষী হইয়া কারাগারে বদ্ধ আছ, এখন এমন জীবনে কি আবশ্যক? গলায় দড়ী দিয়া এখানেই প্রাণত্যাগ কর। আশা বলে, দিন কথা কহিতে কহিতে যায়, চৌদ্দ বৎসর, চৌদ্দ দিনের ন্যায় যাইবে, বিপদ আপদ সকলেরই হইয়াই থাকে, আবার সেই ঘর, সেই তুমি হইবে। মন বলে, মিত্রের বিচ্ছেদে এক দণ্ড বাঁচা উচিত নয়, মিত্র বিনা সংসারের সুখ ভোগ করা নীচের কর্ম্ম। আশা বলে, বিচ্ছেদের পর মিলন, মিলনের পর বিচ্ছেদ হইয়াই থাকে। তোমার জ্ঞান কোথায় গিয়াছে? জ্ঞানের ঔষধ কর। তুমি বাঁচিয়া থাকিলে তো সকলই মিলিবে। আর যখন তুমিই থাকিবে না, তবে কে কাহার সহিত মিলিবে মন বলে, তোপ খড়্গ চলিতেছে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাও, আশা বলে, সাবধান! পশ্চাতে সরিও না, জয় তোমারি হাতে, পা আগের দিকেই বাড়িয়ে চল, যদি মরিয়া যাও তো সাক্ষাৎ স্বর্গে যাইবে, সংসারে তোমার নাম হইবে. আর জয় হয়তো বাহাদুর বলিয়া গণ্য হইবে, রাজা হইবে, জগতের সম্মান পাইবে।

সিদ্ধান্ত এই মনুষ্যের মন সাংসারিক বিপদে যখন উদ্বিগ্ন ও অবসন্ন হয়, তখন এই আশাই তাহার সম্মুখে আসিয়া আবার তাহাকে বলবুদ্ধি ভরসা সকলই দেয়। ইহাতে নিশ্চয় এই বোধ হয় যে ভগবানের জগৎ চালাইবার যে অনেকগুলি শক্তি আছে, তন্মধ্যে আশা এক মুখ্যশক্তি।

শ্রীমতী মল্লিকা দেবী—কাশী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৩৯ সংখ্যা | অগ্রহায়ণ ১২৯১—ডিসেম্বর ১৮৮৪। | ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লণ্ডন নগরে যে স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী হয়, তাহাতে কুমারী আডা বেলিন "শিশু-দিগের পরিচ্ছদ" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তিনি কয়েকটী অতি গুরুতর কথা বলেন—

১৮৭১ সালে পরিচ্ছদ বিষয়ে অনবধানতা প্রযুক্ত ১৮০০০ শিশু মরিয়াছে। শরীর নাড়িয়া চাড়িয়া শিশুদিগের ক্রন্দন বন্ধ করায় তাহাদিগের ভয়ানক অনিষ্ট হইয়া থাকে। "Rocking cradle" ঘুমপাড়ানে দোলা অত্যন্ত অনিষ্টকর। ইহাতে অনেক বালককে নির্ব্বোধ করে। শিশুদিগের কোমল মস্তিষ্ক অধিক নাড়া চাড়াতে বিকৃত হইয়া যায়। কত লোক বড় বড় কবি ও বিদ্বান্ হইতে পারিত, কিন্তু এই দোলা তাহাদিগের মাথা খাইয়াছে।

—

মুক্তি ফৌজের বিখ্যাত অধিনায়ক মেজর টকারের পত্নী কলিকাতাতে আসিয়া তাঁহার তেজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃগণকে মোহিত করিতেছেন।

—

লর্ড রিপণ আগামী ২রা ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪ টার সময় দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন। লর্ড রিপণ ভারতবাসীদিগের যেরূপ উপ-কারী বন্ধু, তাঁহাকে অভিনন্দন ও সম্মা-ননা করিবার জন্য সেইরূপ ভারতের সর্ব্বত্র আয়োজন হইতেছে। আমরা আশা করি ভারতনারীগণ এ সময় নীরব থাকিবেন না।

—

নূতন গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডফরিন্ কলিকাতায় আসিয়া আগামী ২০এ ডিসেম্বর এক দরবার করিবেন, তাঁহার পত্নী ২২এ ডিসেম্বর এক নারী সমিতি আহ্বান করিবেন। বঙ্গবালাগণ এই সুযোগে তাঁহার সহিত হৃদ্যতা স্থাপন করেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীহট্টে চণ্ডাল জাতীয় এক স্ত্রী ও পুরুষ আশ্চর্য্য বামনদম্পতির উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছে। পুরুষের নাম সমাই; বয়স ৫০ বৎসর, লম্বে ২ হাত, ১৪ আঙ্গুল, স্ত্রীর নাম স্বর্ণ, বয়স প্রায় ৩০ বৎসর, লম্বে ২ হাত ৭ আঙ্গুল। উভয়েই বৈরাগী হইয়াছে, ইহাঁদিগের পরস্পরের প্রণয় অতি আশ্চর্য্য।

শ্যামদেশের লোকে জুয়াখেলায় স্ত্রী পণ রাখিয়া থাকে। এই অসভ্য প্রথা রহিত করিবার জন্য শ্যামের রমণীগণ তত্রত্য রাজার নিকট আবেদন করিয়াছেন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সোফিয়া ব্রাএণ্ট নাম্নী এক বিবীকে 'D. S. C.' উপাধি দান করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের এরূপ উপাধি লাভের এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

আমেরিকার ওয়াসিংটন টেরিটোরির স্ত্রীলোকেরা উৎসাহের সহিত রাজনৈতিক কার্য্যভার গ্রহণ করিতেছেন। অলিম্পিয়ার নাগরিক অধ্যক্ষ মনোনয়নের (City election) সময় ৯৯ জন রমণী ভোট দেন, ইহা সমুদায় ভোটের তৃতীয়াংশ। হোয়াটকন নগরে স্ত্রীলোক গ্র্যাণ্ড জুরী নিযুক্ত হইয়াছেন।

কুমারী আলিস গার্ডনার লণ্ডন বেডফোর্ড কলেজের ইতিহাস অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি নিউহাম কলেজের একজন প্রশংসিত ছাত্রী। ২০ জন কর্ম্মপ্রার্থীর মধ্যে ইহাঁকে মনোনীত করা হইয়াছে।

এলিজেবেথ কেডী ষ্টাণ্টন নামে এক বিবী ইউরোপে দুই বৎসর ভ্রমণ করিয়া আমেরিকার নিজ বাসস্থানে প্রত্যাগত হইয়াছেন, তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর। 'নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরী ক্লবে' তিনি কতকগুলি বক্তৃতা করিতেছেন, "ধর্ম্ম-সমাজ স্ত্রীলোকদিগের জন্য কি করিয়াছেন?" ইহাই তাঁহার বক্তৃতার বিষয়।

আয়ুষ্মতী রমণী।

ফরাসী দেশের সুপ্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মশুর বোর্দ্দোর পত্নী বিবি ব্রিয়স্, ১৩৬ বৎসর বয়ঃক্রমে সুস্থদেহে, নিশ্চিন্ত মনে এবং সম্পূর্ণ সজ্ঞানে জীবন লীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর সময়ে তিনি তাঁহার শয্যাপার্শ্বস্থ চিকিৎসকদিগকে বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহার নিরূপিত হিতকরী বিধিসমূহ অবিচলিত চিত্তে পালন করিলে, মানুষ আরও অধিক দিন বাঁচিতে পারে।" সর্ত্তজা নামক স্থানের এক বিদুষী মুসলমান রমণী সম্প্রতি ১২৩ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিতা হইয়াছেন। শুনিলাম তিনি বলিয়া গিয়াছেন "পরিমিত আহার পান পরিশ্রম ও বিশ্রাম করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিতে পারিলে, মনুষ্য অমরত্ব লাভ করিতে পারে এবং ইহ জীবনেই জীবনের সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রাজ্ঞ প্রাচ্য কবি ইক্রাম রসুনের এই মত ছিল।" যাহাই হউক, পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, স্বাস্থ্যের নিয়মসমূহ রীতিমত পালন করিলে নর অপেক্ষা নারী অধিক দিন বাঁচে এবং সম্পূর্ণরূপে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষমা থাকে। অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবা পরিহার এবং স্বাস্থ্যের নিয়ম সাধ্যমত পালন করিয়া, সাল্ভেডোর দ্বীপের বিখ্যাত নাম্নী মেজিউহল সালিশ সাহেব ১৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সুস্থমনে জীবিত ছিলেন। ১৭৭০ সালে বোল্টন নগরের হেনরি জেন্ কিস্ ১৩০ বৎসর বয়সে জীবনলীলা সম্বরণ করেন, ইনি প্রত্যহ ৮ ক্রোশ পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। ১৫২ বৎসর বয়সে টমাস পার সাহেবের মৃত্যু হয়, এবং চট্টগ্রামে টেক্সিরা সাহেব ১১৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। খ্যাতনাম্নী কাউণ্টেস্ অব্ ডেশ্মণ্ড ১৪০ বৎসর বয়সে ভবলীলা সম্বরণ করেন এবং ইটালীর রাজ্ঞী ক্যাথিয়ো মেরি ১৩৭ বৎসর বয়সে (অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী স্ত্রীলোকের ন্যায়) শিল্প কার্য্যের সৌন্দর্য্য পরীক্ষা করিতেন। ব্রন্সুইক নগরের আচার্য্য বেল্হোল্ট্ সাহেবের পত্নী ১৭২ বৎসর বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন। * এই প্রকার বহুল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পুরুষ এবং স্ত্রী জাতির দীর্ঘজীবিতা প্রতিপন্ন করা যায়। ১৮৬৬ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত রোমের লোকসংখ্যার বিবৃতি পাঠ করিলে স্বতই প্রতিপন্ন হয় যে, তথায় দীর্ঘজীবী

* এই প্রস্তাবান্তর্গত উদাহরণমালার কোনও কোনও অংশ কলিকাতার ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরির ইংরাজী বক্তৃতা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

পুরুষাপেক্ষা দীর্ঘজীবিনী রমণীর সংখ্যা প্রতি সহস্রে সাত জন হইতেও অধিক হইয়াছে। বঙ্গদেশের গত বারের সেন্সস রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে যে, এদেশে সাকল্যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি অধিক দিন বাঁচে—বিশেষতঃ হিন্দুরমণীর পক্ষে এ কথা সম্পূর্ণ প্রযুজ্য। চট্টগ্রামে রামসুন্দর দে নামে এক কৃষক ছিল, তাহার বিধবা ভগ্নী মালতী ১২৯ বৎসর বয়সে পরলোকগত হয়। মালতী ৬২ বৎসর বয়সে ৯ মণ ওজনের চাউলের বস্তা অনায়াসে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যাইত এবং হাতে একমুষ্টি সর্ষপ রাখিয়া তাহা হস্তদ্বারা এরূপ জোরে পেষণ ও দলন করিত, যে তাহা হইতে তৈল নিষ্ক্রান্ত হইত। ১৬ বৎসর বয়সে ইহার বিবাহ ও ২৬ বৎসরে স্বামীর মৃত্যু হয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, ৪০ বৎসরবয়স্কা বর্দ্ধমান জেলার কোন এক স্ত্রীলোক দুই জন প্রকাণ্ড যমদূতের ন্যায় বিপুলবপু বিখ্যাত ডাকাইতকে শীতকালের রাত্রে এক প্রান্তর মধ্যে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছে, এইরূপে প্রায় এক ক্রোশ চলিয়া গিয়াছিল। শান্তিপুরের হরু তন্তুবায়ের বিধবা কন্যা ১৩৯ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করে, এ কথা বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। হরুর কন্যা মুষ্ট্যাঘাতে নারিকেল ভাঙ্গিতেন এবং দন্তের ঘর্ষণে বড় বড় মোটা মোটা সুপারী অক্লেশে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেন। ফলতঃ শরীর রক্ষা ও শরীর পালনের প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহ স্থির বুদ্ধির সহিত যথারীতি অবলম্বন করিয়া চলিতে পারিলে, নারীজাতি, বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, বলবতী এবং সুস্থকায় হইয়া পুরুষজাতি অপেক্ষা অসংখ্য প্রকারে জগতের হিত সাধন করিতে সমর্থা হন। কিন্তু এই হতভাগ্য, উচ্ছৃঙ্খল উদ্ধত, এবং ঘোরতর স্বার্থপর বঙ্গসমাজের নৃশংস পুরুষ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা রমণীকুলের মধ্যে যে কু-সংস্কার ও দোষসমূহ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতেই আমাদের নারীজাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তুলিতেছে। সুশিক্ষা এবং নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ এই দুই অমোঘ এবং অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্রে কুসংস্কাররূপ দানব বিদূরিত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, ঔচিত্যানৌচিত্যের উপর স্ত্রীলোক এবং পুরুষ এই উভয় জাতিরই শারীরিক বল, বীর্য্য ও মানসিক উন্নতি সম্যক্ অথবা বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারেরা এদেশীয় নারীকুলের আহার সম্বন্ধে যে বিধি দিয়া গিয়াছেন, দেশ কাল পাত্রভেদে বর্ত্তমান সময়ে তাহা যে সম্যক্ প্রকারে খাটিতে পারে না, ইহা বোধ হয় সূক্ষ্মদর্শী, নিরপেক্ষ এবং তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এখনকার শরীর-তত্ত্বপারদর্শী অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত মহাশয়েরা স্থির করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় বর্ত্তমান স্ত্রীজাতির পক্ষে পশু কিম্বা পক্ষীর মাংস ভোজন প্রশস্ত নহে।

পলাণ্ডু, মটরের ডাইল, সকল প্রকার মদ্য, ধূমপান এবং অধিক পরিমাণে অম্বল স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হরীতকী, দারুচিনি এবং লঙ্কা সধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিষতুল্য। ব্যায়াম করা সধবা এবং বিধবা এতদুভয়ের পক্ষেই প্রশস্ত। ব্যায়াম সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই নিয়ম মতে চলিলেই বা কি হইতে পারে? যে দেশের হতভাগ্য এবং নৃশংস পুরুষজাতি আপনাদের অন্দরমণ্ডলকে প্রেসিডেন্সী জেল হইতেও নিকৃষ্টতর স্থান করিয়া তুলেন এবং স্ত্রীশিক্ষার নাম শুনিলেই কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করেন, সে দেশের নর এবং নারীজাতির উন্নতি যে এখনও সুদূর-পরাহত, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। যে সকল অজ্ঞের কুসংস্কার-দানব সমাজক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগকে বিতাড়িত করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

উপন্যাস—কুললক্ষ্মী।

(সমাপ্ত)

হরদেব বাবু মৃত দেহ সৎকার করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ললিত বলিল "বাবা, একবার এই অভাগিনীর মাকে এই যুগল মূর্ত্তি দেখাইব। সে এই কন্যাকে একবৎসর বয়সে হারাইয়া উনিশ বর্ষকাল কেবল কন্যা কন্যা করিয়া কত দেশে দেশে ঘুরিতেছে। সেই অভাগিনীকে একবার তাহার বৃন্তচ্যুত শুষ্ক কুসুমটী উপহার দিব। শীঘ্র আমি বিক্রমপুর চলিলাম, আপনি এই মৃতদেহ দুটী বাসায় লইয়া রক্ষা করুন।" ললিত রাত্রির গাড়িতে উঠিয়া গোয়ালন্দ রওনা হইলেন, হরদেব বাবু মৃতদেহ দুটী নিজভবনে লইয়া গেলেন, ডাক্তারগণ দ্বারা যে ভাবে যে ঔষধে রাখিলে দেহ দুটী জীবিতবৎ থাকে, সে উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি আস্থাবান্ হিন্দু, কিন্তু অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, মৃতদেহ রক্ষা দেশাচার-বিরুদ্ধ হইলেও তিনি এখন আবশ্যক বোধে দেশাচার লঙ্ঘন করিলেন। তিনি অতি দয়াবান্ লোক, অভাগিনী মাতার দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিল, একবার এই হারাধন তাহাকে দেখান তিনি কর্ত্তব্য মনে করিলেন, তিনি কুলর মাতা পিতার অবস্থা সমস্ত সবিশেষ অবগত ছিলেন।

হরদেব বাবুর স্ত্রী মাতার ন্যায় বিনোদের মৃতদেহ বুকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাল রাত্রি প্রভাত হইল, রজনীর সহিত দুটী বিশুদ্ধ কুসুম কৌলীন্য

কীট দংশনে বৃন্তচ্যুত হইয়া খসিয়া পড়িল!!

আজি হরদেব বাবুর আফিসে যাওয়া হইল না, বাড়ীতে উনুন জ্বলিল না, তিনি ও তদীয় পত্নী প্রভৃতি সমস্ত দিন মৃতদেহ দুটীর নিকট বসিয়া বসিয়া দিন কাটাইলেন। স্নান নাই, আহার নাই, উভয়ের হৃদয় পরের দুঃখে পূর্ণ, কুলর ও বিনোদের পিতামাতার শোকে তাঁহাদের হৃদয় অস্থির। ধন্য পরদুঃখকাতরতা, স্বর্গ আর কোথায়? এইত স্বর্গের উজ্জ্বল ছবি!

ললিত যথাসময়ে বিক্রমপুরে কুলর মাতার নিকট পৌঁছিলেন। প্রাণের শোক প্রাণে রাখিয়া চোকের জল চোকে রাখিয়া ললিত কুলর মাকে দেখা দিলেন, জননী পাগলিনীর ন্যায় ললিতের নিকট আসিয়া—"বাবা আমার হারান ধন পেয়েছ কি? বিনোদ কোথা? আমার প্রাণ ৩।৪ দিন অস্থির হইয়াছে, রাত্রে যেন সরলা আসিয়া যোড়হাতে আমার নিকট বিদায় চাহিয়াছে, স্বপ্নে দেখিয়াছি, শীঘ্র বল বাবা তাহাকে পাইয়াছ কি না?" ললিতের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল বলিল—"পেয়েছি, তাহার বড় পীড়া আপনি শীঘ্র চলুন, যাইয়া যদি জীবিত দেখিতে পান, তবে বড় ভাগ্য। বিনোদও সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত, ডাক্তরগণ বলিয়াছেন এ রোগে শীঘ্র মৃত্যু হইবে।" হেম ললিত আসিয়াছে শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল, কিন্তু তাহার মুখের হাসি মুখে শুকাইল, যে সংবাদ শুনিল তাহাতে বালিকার প্রাণ উড়িয়া গেল। ললিত শীঘ্র শীঘ্র করিয়া হেম ও কুলর মাতাকে লইয়া নারায়ণগঞ্জে আসিয়া ষ্টিমারে উঠিলেন। মন্দভাগিনীর মনে মন্দ আশঙ্কা বড় হইতেছে না, এত কালের পর যে কন্যাকে দেখিবে এই আনন্দে হৃদয় নাচিতেছে। সেই একবৎসরে কুল এখন না জানি কতবড় হইয়াছে, সেই কচি ফুলের মত মুখখানি এখন যৌবনে না জানি কেমন হইয়াছে। মা ভাবিল কন্যাকে বুকে করিয়া রাখিব, ঔষধ খাওয়াইয়া ভাল করিব, বিনোদকে চেষ্টা করিয়া ভাল করিব, শেষে বিনোদের সহিত কুলর ও ললিতের সহিত হেমের বিবাহ দিয়া অবশিষ্ট জীবন সুখে কাটাইব। হায়! অভাগিনী, তোমার সুখের সাধ জন্মের মত মিটিয়াছে, দারুণ কৌলীন্য কীট-জর্জরিত জীবন আর ইহকালে সুখী হইবে না।

ললিত কলিকাতায় পৌঁছিলেন। রেলের গাড়ি হইতে তাহাদিগকে ঘোড়ার গাড়িতে উঠাইলেন। বাসার নিকট যাইয়া ললিতের মনে নানা প্রকার আশা হইতে লাগিল। যদি বিনোদের জ্ঞান হইয়া থাকে, আবার যদি বিনোদকে যাইয়া জীবিত দেখি, তবে মনে কত সুখ হইবে! আবার ভাবিলেন যখন এই অভাগিনী যাইয়া হৃদয়ের প্রতিমার ঐরূপ মৃতমুখ দেখিবে, তখন তাহার কি দশা হইবে,

কি বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিব? ভয়ে তাঁহার বাসায় যাইতে মন সরে না। গাড়ী বাসার দ্বারে লাগিল; দ্বারে দরোয়ান ললিত বাবুকে দূর হইতে দেখিয়া দৌড়িয়া ভিতরে খবর দিয়াছে। হরদেব বাবুর গৃহিণী মুহু ২ কাঁদিতে ২ দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, জননী বিদ্যুৎ বেগে গাড়ি হইতে নামিয়া চলিল, হেম পাছু ২ ছুটিল। ললিত বলিল "কি মা, বিনোদ কি বাঁচিয়াছে?" মা "বাবা! মরা কি কখন বাঁচিয়া থাকে? এখন তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অভাগিনীকে উহার মেয়ে দেখাও, আমার স্ত্রীলোকের প্রাণে আর কত সবে বাবা?" ললিতের মাতা এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মৃত দেহ দুটী একটী প্রশস্ত কক্ষে দুই খানি চৌকিতে পৃথক শয়নাবস্থায় রাখা হইয়াছে, পরিষ্কার দুইখানি বস্ত্রে আপাদমস্তক সমাচ্ছাদিত। হরদেব বাবু বারাণ্ডায় একখানি কুশাসনে উপবেশন করিয়া অতি ধীর গম্ভীর অথচ সুমধুরস্বরে হরিনাম গান করিতেছেন, তাঁহার কপোল বহিয়া দুটী অশ্রু ধারা ঝরিতেছে, তাঁহার উন্নত দেহ ও গম্ভীর ভাব এবং এই অশ্রুধারা দুটী দেখিয়া মনে হয় যেন হিমালয় হইতে গঙ্গা যমুনা ধরণীতে নামিতেছে। গৃহ শূন্য, গভীর শোকের উপযুক্ত নিঃশব্দ। জননী "সরলা—মা আমার! আমি আসিয়াছি মা" বলিয়া তীরের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। হেমবালা "দিদি! তুমি আমার মায়ের পেটের বোন! আমি মা পেয়েছি, আজি তোমায় পাইলাম" বলিয়া অ নন্দে অধীর হইয়া চঞ্চল চরণে গৃহে প্রবেশ করিল। ললিত ও ললিতের মাতা হতবুদ্ধি হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া মৃদু ২ রোদনে শোকোচ্ছ্বাস বাড়াইতে লাগিলেন। কুলর মাতা ঘরে যাইবা মাত্র হরদেব বাবু উঠিয়া দাঁড়াই-লেন এবং ধীরে ২ কুলর চৌকির নিকট যাইয়া তাহার মুখের বস্ত্রখানি সরাইয়া বলিলেন "এই দেখুন আপনার কন্যা, বড় গোল করিবেন না, ধীরে ২ নিকটে বসিয়া দেখুন।" জননী কন্যার মুখখানি একবার দুইবার সহস্রবার দেখিলেন, সহস্র বার চুম্বন করিলেন, পরে ধীরে ২ কন্যার নিকট শয়ন করিলেন। তাহার শীর্ণ দেহটী তুলিয়া আপন বক্ষে স্থাপন করিলেন। হায়! অমনি অভাগিনী মর্ম্ম-ভেদী চিৎকার করিয়া উঠিল।

অসীম স্নেহ মোহে অন্ধ হইয়া এতক্ষণ অভাগিনী বুঝিতে পারে নাই যে কন্যার প্রাণ নাই, দেহ-পিঞ্জর পরি-ত্যাগ করিয়াছে, বুকে করিয়া জ্ঞান হইল যে এ দেহে প্রাণ নাই, নাকে শ্বাস নাই, শরীর পাথরের মত শীতল। দুঃখিনী তখন কতক্ষণ চীৎকার করিল, কিন্তু কন্যার দেহ বুকেই রহিল। অনেক ক্ষণ পরে পরম যতনে শবটী ধীরে ধীরে বিছানায় শোয়াইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বিনোদের চৌকির নিকট গেল। হরদেব বাবু ইতিমধ্যে

বিনোদের মুখাবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন, মুখ খানি শিশির-নিপীড়িত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অভাগিনী তাহার নিকট যাইয়া সেই মুখখানি অনেকক্ষণ দেখিল, পরে নাসিকার নিকট হাত দিল, দেখিল শ্বাস নাই, বুকে হাত দিল, তাহা প্রস্তরবৎ শীতল। তখন ভীষণস্বরে ডাকিল "হেম!" হেম মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছিল, হরদেব বাবুর স্ত্রী তাহাকে ধরিয়া তুলিতেছিলেন, উন্মাদিনী গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া পাগলের ন্যায় বিকট হাসিল। বলিল "ললিত বাবা! আজি বড় সুখের দিন, আমার সরলা স্বর্গে, বিনোদ স্বর্গে, আমাকে ঐ ডাকিতেছে, অনেক দিনের পর আজ মেয়ে পাইলাম।" ললিত ও তাহার মাতা ধরে আসিলেন, হেম কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল, হরদেব বাবু শব সৎকারের আয়োজনে গমন করিলেন। জননী হেমের কমনীয় হাতখানি আপন হাতে লইল, অন্য হাতে ললিতের হাত ধরিল—ধরিয়া উভয় হাত একত্র করিয়া ললিতের মাকে বলিল "সখি! আজি এই শুভ দিনে, আমার জীবনের শেষ দিনে আমার স্বর্ণপ্রতিমা তোমার জীবনের ধন ললিতে সঁপিয়া দিলাম, এখন এই উভয় ধনে ধনী হইয়া তুমি পরম সুখে কাল কাটাও, আমি বিদায় হই; একবার তোমার স্বামীকে ডাক।" ললিত অনেক ক্ষণ হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন।

ললিত ধীরে ধীরে উন্মাদিনীর হাত ছাড়াইয়া পিতাকে ডাকিতে গেলেন। হরদেব আসিলেন। পত্নীর মুখে উপস্থিত ঘটনা শুনিয়া বলিলেন "দুঃখিনি! তোমার এই কন্যা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপা, ললিত যে এমন সৎকুলোদ্ভবা ও সুন্দরী বধূ লাভ করিল, ইহাতে আমি নিতান্ত সুখী হইলাম। আমি শুভদিনে যথাশাস্ত্র ইহাদের বিবাহ দিব, তুমি এখন শোক পরিত্যাগ করিয়া ইহাদিগকে লইয়া সুখী হইতে চেষ্টা কর। তোমার হেম আজি আমাদের কন্যা হইল, আমার অতি যতনের ধন, অমূল্য রতন, জীবনের একমাত্র অবলম্বন ললিত আজি হইতে তোমার অনায়াসলব্ধ পুত্র হইল, তুমি ইহাদের মুখ চাহিয়া ধৈর্য্য ধারণ কর।"

দুঃখিনী বিকট হাসিল। তাহার সেই গভীর শোকের সময় সেই বিকট হাসি দেখিয়া উপস্থিত সকলের মনে ভয় হইল। দুঃখিনী বলিল "আমি আজি সুখী হইয়াছি, কুল তাহার হৃদয়ের স্বামীর সহিত স্বর্গগামিনী, হেম আজি শাশুড়ী শ্বশুর ও স্বামীর সোহাগে সোহাগিনী, তবে আমি আর কেন এ জীবন ভার বহন করিব! কেবল স্বামী—হায়! মৃত্যুকালে পতির পাদপদ্ম দেখিলাম না এই দুঃখ—এই এক মাত্র মনস্তাপ রহিল। পরে যোড় হাত করিয়া বলিতে লাগিল "হে হৃদয়ের দেবতা! তোমার দাসী আজি স্বর্গে চলিল, তুমি দাসীকে কোন দুঃখ দেও নাই, যে কিছু দুঃখ পাইয়াছি

তাহা আমার ভাগ্যের দোষ, কিন্তু আজি আমি পরম সুখী—আর আমি উন্মাদিনী হইয়া যাহার জন্য কত নদী সাঁতারিয়াছি, কত দেশ ঘুরিয়াছি, কত কষ্ট সহিয়াছি, সে আজি আর নাই, এখনি তাহার মুখখানি পৃথিবী হইতে লুকাইবে, এখনি তাহার দেহখানি আগুনে পুড়িবে, তাহা কি আমায় দেখিতে হইবে, সে জন্য কি আমায় কাঁদিতে হইবে? না, কখনই না। আমি আজি ধৈর্য্যচ্যুতা। রে কৌলীন্য প্রথা, আজি তোর অত্যাচারে এই স্বর্ণলতা ছিন্ন, এই তরুণ যুবক মৃত, আর এই অভাগিনী উন্মাদিনী। যদি দেশের লোকের মনে দয়ার লেশ মাত্র থাকে রে, তবে আজিকার এই ঘটনা দেখিয়া তোরে দেশ হইতে তাড়াইবে।" বলিতে বলিতে উন্মাদিনী ক্ষিপ্রহস্তে গৃহকোণে যে এক খানি বড় "রাম দা" বিলম্বিত ছিল, তাহা লইয়া সজোরে নিজের কণ্ঠে অর্পণ করিল, মস্তক দেহচ্যুত হইয়া গেল, রক্তস্রোতে ঘর ভাসিয়া গেল, কাহারও সাধ্য হইল না যে শোচনীয় আত্মহত্যা নিবারণ করে।

হরদেব বাবু ও তাঁহার পরিবারগণ ভয়ে ও দুঃখে স্তম্ভিত হইলেন। থানায় খবর গেল, সরকারি লোক আসিয়া সমস্ত ঘটনা দেখিয়া প্রকৃত কাণ্ড বুঝিতে পারিল, তজ্জন্য আর হরদেব বাবুকে কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হইল না। হেমকে সান্ত্বনা করা দুষ্কর হইল। সকলে মিলিয়া এখন তাহাকেই রক্ষা করিতে লাগিল। ললিত ও তাহার পিতার উদ্‌যোগে সৎকারের সমস্ত আয়োজন হইল। শবগুলি গঙ্গার তটে নীত হইলে, দুটী চিতা সজ্জিত হইল। একটীতে মাতার দেহ, অপরটীতে বিনোদ ও কুন্দর দেহ শায়িত হইল। এমন সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল, সর্ব্বেশ্বর অনুসন্ধানার্থ কলিকাতায় ৩।৪ দিন আসিয়াছিলেন। কলিকাতা সহর, কোথায় কাহার খোঁজ পাইবেন? আজি এ সকল ঘটনা সহরময় রাষ্ট্র হওয়াতে উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিয়া চিতার নিকট দাঁড়াইলেন। অনেকক্ষণ অনিমেষে চাহিয়া স্ত্রী ও কন্যাকে দেখিলেন, পরে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "হে ভগবন্! আমি মূর্খ, কুলীনতার দাস, আমার মূর্খতার দোষে এই তিনটী অমূল্য রত্ন চলিয়া গিয়াছে, এ ছার জীবন লইয়া আর কি প্রয়োজন? জগৎ দেখুক, বৃথা কুলাভিমানী কুলীনগণ দেখুন, আমি আজি এছার জীবন নাশ করিব। এই বলিয়া সর্ব্বেশ্বর দৌড়িয়া যাইয়া বড় গঙ্গায় ঝাঁপিয়া পড়িলেন। স্রোতে তাহাকে কোথায় লইয়া চলিল, কত নৌকা ছুটিল, কত জাল দ্বারা হরদেব বাবু গঙ্গা তোলপাড় করিলেন, কিন্তু কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না। সর্ব্বেশ্বর সন্তরণ জানিতেন না, সুতরাং গঙ্গা একবারে তাঁহাকে আপন বক্ষে স্থান দিয়াছিলেন।

হেম পিতৃ মাতৃ ও ভগিনীশোকে বহুকাল অস্থির রহিল। হরদেব তাহাকে এক বর্ষ পরে মহা সমারোহে দেশে যাইয়া আপন পুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন। সমস্ত দেশে এ ঘটনা রাষ্ট্র হইল, কৌলীন্য কুরীতির প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিল। আমরা শুনিয়াছি হেম সুগৃহিণী হইয়া পরম সুখে সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

অভাগার দুঃখের গান।

(১)

তপনের তপ্ততনু জুড়াইতে বল,
আছে কি বারিধি হেন ডুবাইতে তায়?
মরুর উত্তপ্ত বক্ষে ঢালিবারে ধারা,
দেখেছ কি মেঘ হেন গগনে দাঁড়ায়?
দাবাগুন হতভাগ্য চিরদিন জ্বলে,
যারে পায় ধায়ে কাছে তারেও জ্বালায়,
মলয় দক্ষিণে বয়, বাসন্ত কাননে,
সে আগুনে কোল দিতে কভু কি রে ধায়?
পরাণ জুড়াতে পারে আছে কিবা বল?
শত রবি হেন জ্বলে অনন্ত চিতায়
বাসনা দুরাশানলে প্রথর দুর্ব্বার,
দাবাগুন সুশীতল তার তুলনায়!

(২)

প্রকৃতি—সুন্দরি!

আদরের মেয়ে তুই নিত্যই নায়োর,*
প্রভাতে সাজিস্ দিব্য ফুল ফুটাইয়া,
গরবে চোকের জল ঝরে ফোঁটা ফোঁটা,
অমনি হাসিস. মৃদু কিরণ ঢালিয়া।
সবুজ বসন খানি সোণায় মাখান,
আকাশে ধরিস্ মুক্তা আঁচল পাতিয়া।
কতই মধুর তোরে বলোরে উষায়,
পরাণ জুড়াতে মোর যাস্লো হারিয়া!
তাই কিলো দ্বিপ্রহরে প্রখর উত্তাপে
মরমে থাকিস মরে, সরমে ঢলিয়া?
তাই কিলো অবশেষে আন্ধারের কোলে
থাকিস লুকায়ে রেতে মুখটী গুঁজিয়া?

(৩)

কি বল আকাশ!

অনন্তের ছবিখানি, নীল চন্দ্রাতপ
স্বর্গের ফুটন্ত স্বর্ণ চম্পকে সাজান,
কি বল ভাঙ্গিয়া বল? নীরব থেক না।
অনন্ত-বক্ষ কি তোর শকতি ধরে না?
উষায়, মধ্যাহ্নকালে, গোধূলী, নিশায়
কত বেশে সাজ, শীত নিদাঘ বর্ষায়,
অক্ষম দেখিয়া নিজে এ প্রাণ জুড়াতে
কান্দ কি অজস্রধারে শ্রাবণ ধারাতে?
রবি চন্দ্র তারা তোরা অনন্তের বুকে
অনন্ত নীলিমা সাথে রয়েছিস মিশি,
কি ভাবিস, কি বুঝিস, জানি না স্বপনে,

* বাপের বাটী।

জানি না কিসের ধ্যানে, মগ্ন দিবানিশি।
যখনি চাহিরে দুটী নয়ন তুলিয়া
ডানাভাঙ্গা হিয়া খানি পড়ে যেন খসি,
অবশ অলস চিন্তা গতিহীন হয়,
অবাক্ হইয়া থাকি জড়প্রায় বসি।
পরাণ জুড়ান ধন তোরাওত নয়,
তিলেকে ভুলি ও চিত্র অনলেতে পশি।

(৫)

ওরে মোর শিশুগুলি ননীর পুতলী,
বিধাতাই নিজ হাতে দিয়া স্নেহ তূলি,
কচি কচি মুখগুলি ক্ষুদে ক্ষুদে ছবি
আঁকিলা এ প্রাণপটে কল্পিতেতে ডুবি,
সাধ্য নাই মুছি চিত্র পরাণ রাখিয়া,
তোরাও জুড়াতে প্রাণ গেলিরে হারিয়া?

(৬)

প্রিয়তমে,
অমৃত অজানা নিধি, তব মুখ হেরি
গিয়াছে এ ভ্রম মোর বহুদিন দূরে,
পূর্ণিমার চাঁদ ধরা শারদ আকাশে,
গিয়াছে শৈশব আশা এত দিনে পূরে।
তব প্রেম সুধামাখা উষার কিরণে
গিয়াছে বিষাদ পেঁচা দেশ ছেড়ে উড়ে।
শীতল হইয়া তুমি মলয় অধিক
পরাণ জুড়াতে, গেছে তুমিওগো হেরে?

(৭)

বল বন্ধুবর!
পরাণের কথা যত বলেছ আমায়,
মম হিতে রত তুমি করেছ তোমায়,
পরাণের বিনিময়ে পরাণ কিনিতে
এসেছ ত বড় সাধে এই বিপণিতে।
বল ভাই, এ পরাণ জুড়াতে কিঞ্চিৎ
শকতি সামর্থ্য কিবা ক'রেছ সঞ্চিত?

(৮)

পদতলে ধরাতল ঘুরিয়া বেড়ায়
তারা শশী রবি গ্রহ মাথার উপরে,
ছায়াপথ ছাড়াইয়া সৃষ্টি অগণন,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া সবে নিজ কক্ষে ধায়,
নেবুলা,* ইথার† স্রোত নিজ কাজে রত,
শক্তির পশ্চাতে শক্তি ধাইছে ছুটিয়া,
কেহ নাই দেয় সায় আমার কথায়!
ভ্রূকুটি করিয়া যেন পায়ে ঠেলি মোরে,
ব্যঙ্গ করি ভেসে যায় কালের সমুদ্রে,
অনাদি অনন্ত বিশ্ব ফিরে নাহি চায়!
অভাগার এ সঙ্গীত কেই বা শুনিবে?
অতৃপ্তির ডোরে প্রাণ কে যেন বেন্ধেছে!
আড়ালে লুকায়ে থাকি টানিছে সদায়!
কি করিব? কোথা যাব? পথ নাহি চিনি,
সুধালে বলে না কেহ সে দেশের কথা,
পরাণ থামে না তবু, একি হলো দায়!

---

* ছায়াপথের অদৃশ্য বা অস্ফুট নক্ষত্র সকল।

† বায়ু অপেক্ষা এক প্রকার সূক্ষ্ম বায়বীয় পদার্থ। পণ্ডিতেরা বলেন বায়ু মণ্ডলের পর ঐরূপ পদার্থে আকাশ পরিপূর্ণ।

সতী-মণ্ডপ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজরাজেশ্বরী।

"তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধ কোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥"

পরাশরসংহিতা (৪ অ)।

যশোহর জিলার অন্তঃপাতী নলডাঙ্গা নামক ক্ষুদ্র নগর সুনীতি, সুশিক্ষা, সৎসাহস এবং সমাজহিতৈষিতায় জন্য সমধিকরূপে গণনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই নগর বেগবতী নাম্নী প্রাচীনা নদীর তীরে অবস্থিত, এবং বিদ্যাসাগর-বিহিত বিধবাবিবাহের বিশেষ আন্দোলনকারী রাজশ্রী প্রমথভূষণ দেবরায় মহাশয় ইহার বর্ত্তমান ভূস্বামী। মুসলমানদিগের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ যখন যশোহরকে বিকম্পিত করিয়াছিল, শুনা যায় তখনও এই প্রাচীন হিন্দুবংশের গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হয় নাই। যাঁহাদের অর্দ্ধ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের বংশাবলীর বিবৃতি সংগ্রহ করিতে সহজে সমর্থ হওয়া যায়, মুসলমান রাজত্বের প্রতাপবর্ত্তিকার শেষ শিখা নির্ব্বাণোন্মুখ হইবার সময় পর্য্যন্ত যাঁহাদের বংশধরগণ অমিত প্রতিভা ও অনন্যসাধারণ বীর্য্যবত্তায় সহিত স্বাধীনতা সংরক্ষণে সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন এবং বঙ্গদেশের এই পরিশোচনীয় দুরবস্থার সময়েও যাঁহারা ম্লেচ্ছপদাবনত হইয়া নির্ব্বাপিত ব্রহ্মতেজের শেষ কণিকা হৃদয়ে পরিপোষণ করিতেছেন, তাঁহাদের বংশবৃত্তান্ত হইতে আদর্শ সতী রমণীর পতিপ্রিয়তা গুণের অনুকূল দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করা বড় বিচিত্র কথা নহে। ফলতঃ, নলডাঙ্গা রাজবংশের ইতিহাস অত্যদ্ভুত ঘটনাবলীতে আদ্যন্ত পূর্ণ; আমি স্বয়ং এই স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবোপযোগী যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

যশোহর হইতে নলডাঙ্গা প্রায় একাদশ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। এই নগরের একদিকে চিত্রা এবং আর এক দিকে বেগবতী নাম্নী দুইটি প্রাচীনা নদী বহিয়া যাইতেছে। রাজ মহাশয় জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং বয়সে যুবা; এ দেশের সম্ভ্রান্ত আখ্যাধারী ভদ্র মহাশয়দিগের যুবক সন্তানেরা যৌবন, প্রভুত্ব এবং সম্পদ একাধারে প্রাপ্ত হইলে যেমন সিরাজদ্দৌলার শিষ্য প্রশিষ্য

হইয়া উঠেন, ইনি তদ্রূপ প্রকৃতির লোক নহেন। ইহাঁর অন্যান্য গুণের মধ্যে নারীজাতির উন্নতি বিষয়ে উদ্যম ইহাঁর ভূষণস্বরূপ হইয়াছে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা বঙ্গদেশের অনেক স্থানের স্ত্রীলোকাপেক্ষা অধিকতর গুণবতী এবং পতিপরায়ণা। ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নত সমাজের সংস্করণ প্রভা কিম্বা পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্ঞানালোক এ স্থানের রমণী-কুলের হৃদয় আলোকিত করে নাই বটে, কিন্তু অশিক্ষিতা হইয়াও ইহাঁরা নারীজাতির পতিপ্রিয়তা, কোমলতা, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি সদ্গুণসমূহ এরূপে সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, আজি কালিকার অনেক বিদ্যাভিমানিনী, শিক্ষিতাখ্যাধারিনী ও সংস্কৃতা রমণীকে বোধ হয় ইহঁাদের কাছে মস্তক অবনত করিতে হইবে। উপরে যে বেগবতী নদীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার একদিকে নলডাঙ্গা নগর এবং প্রাচীন রাজামহাশয়দিগের বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত রমণীয় প্রাসাদ সমূহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়, নদীর আর এক দিকে (অর্থাৎ নলডাঙ্গা হইতে প্রায় সার্দ্ধ শত হস্ত দূরে) গুঞ্জ নগর নামে একটী নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানী বিবিধ প্রকার অট্টালিকা বৃন্দে বিভূষিত হইয়া দর্শকের নয়নানন্দ সম্পাদন করে। বর্ত্তমান মহারাজার পিতা মহাশয় নলডাঙ্গা হইতে কোন কারণে স্থানান্তরিত হইয়া, একটি প্রশস্ত প্রান্তর পার্শ্বে এই নবনগর নির্ম্মাণ করতঃ আপনার আবাসভূমি বলিয়া আখ্যাত করেন। এই বংশের পূর্ব্বতন পবিত্রচেতা পুরুষদিগের মধ্যে রাজা রামশঙ্কর দেব রায় মহাশয় অন্যতম, তাঁহারই সহধর্ম্মিণীর নাম রাজরাজেশ্বরী দেবী।

রাজেশ্বরীর বাল্যাবস্থার বিবরণ এরূপ অদ্ভুত কিম্বদন্তীসমূহে আচ্ছন্ন ও বিকৃত হইয়া রহিয়াছে যে তন্মধ্য হইতে সত্য নিষ্কর্ষণ করা দুঃসাধ্য। রাজবাটীর জনৈক বিশ্বস্ত অমাত্য এবং নলডাঙ্গার সমীপবর্ত্তী গ্রাম বিশেষের কোন প্রবীণ প্রাজ্ঞ আমাকে বলিয়াছেন, রাজেশ্বরী দেবী কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা এবং রূপবতী বলিয়া খ্যাতা। আর একটী প্রাচীন পণ্ডিত বলেন, রাজেশ্বরীর পিতার পারিবারিক অবস্থা তাঁহার পক্ষে বড় অনুকূল ছিল না। রাজেশ্বরী লেখা পড়া জানিতেন না, তাঁহার পিতা সামান্য বাঙ্গালা লেখা পড়া জানিতেন। রাজেশ্বরী যখন জন্মগ্রহণ করেন, বঙ্গদেশ তখন অজ্ঞান অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল; স্থানে স্থানে সামান্য সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা ব্যতীত বিদ্যাচর্চ্চা তখন এদেশে ছিল না বলিলেই হয়। রাজা রামশঙ্কর প্রথম দৃষ্টিতে রূপজ মোহের বশবর্ত্তী হইয়া রাজেশ্বরী দেবীর পাণি-গ্রহণ করেন, পরে তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান্ পুরুষ ভাবিয়া সন্তুষ্ট হন। বাস্তবিক রূপ এবং গুণ একাধারে থাকিলে মনুষ্য

যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ হইয়া উঠেন, রাজেশ্বরীর এই দুইটাই ছিল। বিধাতা তাঁহাকে ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকদিগের গ্রন্থের নায়িকা করিবার জন্যই যেন তাঁহাকে এরূপ আদর্শ করিয়া গঠন করিয়াছিলেন। রাজেশ্বরী দেবী রাজমহিষী এবং অসংখ্য পরিচারিকার ঈশ্বরী হইয়াও কখনও কোন দাসীর প্রতি দুর্ব্বাবহার করেন নাই; কখনও কেহ তাঁহার মুখে কটুবাক্য শুনিতে পায় নাই, এবং অন্য ব্যক্তির অপমান করিবার প্রথা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল। এক দিন গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত, সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে তিনি প্রাসাদের ছাদে বসিয়া বায়ু সেবন করিতেছেন, এমন সময়ে "আমার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইল," "আমি ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম" ইত্যাদি হৃদয়বিদারী করুণরসপূর্ণ আর্ত্তনাদ নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তিনি অবিলম্বে রাজাকে ডাকাইয়া ইহার তথ্যানুসন্ধান জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। রাজামহাশয় অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন এক ব্রাহ্মণের আবাসগৃহে অগ্নি লাগিয়া যথাসর্ব্বস্ব দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই হতভাগ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত রাজার মনোমালিন্য থাকায় কোন প্রকার সাহায্য প্রদানে রাজা বাহাদুর প্রতিশ্রুত হইলেন না। প্রথিত আছে, রাজপত্নী রাজার অজ্ঞাতসারে দাসীহস্তে অর্দ্ধ সহস্র মুদ্রা পাঠাইয়া দিয়া ব্রাহ্মণের সাহায্য করিয়াছিলেন। আর একবার, শীতকালে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দুই ক্রোশ স্থান মধ্যে উপযুক্ত গাত্রবস্ত্রাভাবে কত লোক কষ্ট পায়, ইহার একটি বিশদ ও বিশুদ্ধ তালিকা প্রণয়ন করিবার জন্য রাজাকে তিনি অনুরোধ করেন; যথাসময়ে তালিকা প্রস্তুত হইলে রাজমহিষীর ভাণ্ডার হইতে ছয় সহস্র টাকা দরিদ্রদিগকে বিতরিত হইয়াছিল। পুনরায় একদা তিনি রাজাকে বলিয়াছিলেন, "নাথ! টাকার প্রতি তোমার যেরূপ নজর, হরিনামের প্রতি সেরূপ নজর তোমার কিছুই নাই।" রাজা অধোমুখ হইয়া বসিয়া রহিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে আপন মহিষীর শিরঃস্পর্শ করিয়া বলিলেন "বিবাহ অনেকে বা সকলে করে, কিন্তু এরূপ ভার্য্যা কয় জনের ভাগ্যে ঘটে?" রাজেশ্বরী উত্তর করিলেন "তোমার পদরেণুর শতাংশের একাংশ হইলে আমি আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচনা করিব।" রাজেশ্বরীর পতিভক্তির অগণ্য প্রমাণ আজিও এতদঞ্চলের অসংখ্য জিহ্বায় প্রতিঘোষিত হইতেছে।

বাঙ্গালা ১২০৯ অব্দের শীতকাল অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া গেল। পূর্ব্বে যে স্থানে শীতের শীতল বায়ুর প্রকোপে জীবগণ প্রকম্পিত হইত, এখন সেখানে সুখকর দক্ষিণ বায়ু আসিয়া প্রাণিগণকে পরিতৃপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঋতুবর

বসন্তের আগমনে সমগ্র প্রকৃতি রমণীয় পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া জগৎবাসীর আনন্দ বর্দ্ধন করিল। কিন্তু এই আনন্দের সময় যখন সকল পত্র ও পুষ্প অপূর্ব্ব মনোহারিণী শোভায় পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তখন কেবল একটি মাত্র কুসুম শুকাইয়া গেল—নলডাঙ্গা রমণীয় উদ্যানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুসুম (রাজা রামশঙ্কর) বসন্ত সমাগমে শুকাইল, আর ফুটিল না। ৫০ বৎসর বয়ঃক্রমে রাজার দেহের পতন হইল, তখন সতী রাজেশ্বরীর বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর মাত্র। ১২৯০ বঙ্গাব্দের বসন্তকালে বেগবতী নদীর তীরবর্ত্তী পিটেশ্বর নামক ঘাটপার্শ্বে অধুনাতন যে সকল কণ্টকপরিবেষ্টিত গুল্মাদি পরিদৃষ্ট হয়, সেই স্থানে চিতা সজ্জিত হইল এবং ভাগ্যবতী রাজেশ্বরী বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও ভূষণে ভূষিতা হইয়া স্বামী সহ সেই জ্বলন্ত চিতায় শয়ন করিলেন। আবশ্যক কার্য্যাদি সমাপ্ত হইলে চিতার আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু সতী রাজেশ্বরী নিষ্কম্প ও নিশ্চল ভাবে ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পতিতপাবন, ভব-ভয়হরণ ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে দগ্ধ হইয়া গেলেন। ৫ ঘণ্টা পরে চিতার আগুন নিবিল, সেই প্রজ্বলিত-হুতাশন-বিক্রম স্থিরতা প্রাপ্ত হইল, কিন্তু হায়! সতী আর নাই, সেই সুন্দর শরীর কদর্য্য ভস্মরাশিতে মিশিয়া গেল! রাজেশ্বরী! সতী! সতী! অশীতিবর্ষাধিক হইল তুমি চলিয়া গিয়াছ। কিন্তু জ্বলন্ত চিতায় পতি-পার্শ্বে শয়ন করিয়া তোমার প্রার্থনা এখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সতী! যে সুপবিত্র স্থানে তোমার চিতাসজ্জা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার অর্দ্ধশত হস্ত দূরে বসিয়া আমি তোমার অসামান্য পতিপরায়ণতা এবং জগদ্বিখ্যাত পরদুঃখ-কাতরতা প্রভৃতি সদ্গুণের সমালোচনা করিতেছি। জননি! আমার মনে হইতেছে, তোমার সেই সুন্দর মূর্ত্তি তোমার এই অধম সন্তানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যেন ভারতকামিনীর সতীত্ব সম্বন্ধে সদুপদেশ দিতেছে। সতি, তুমি চলিয়া গেলে, কিন্তু অধুনাতন হিন্দুরমণীর দুরবস্থার বিষয় কখন কি ভাবিয়াছিলে? একদিকে কুলীনকন্যা, আর একদিকে বিধবা বালিকা; এক দিকে অত্যাচরিতা সধবা রমণীর আর্ত্তনাদ, আর এক দিকে পতিতা নারীকুলের পৈশাচিক কুক্রিয়া—ভারতকে রসাতলে প্রেরণ করিবার জন্য যেন প্রবৃত্ত হইয়াছে। সতি! তুমি দেখিয়া যাও, রমণীর অভিশাপে আজি হিন্দুনামধারী কত শত লোক রৌরবকুণ্ডের কীট হইতেও অধম; দেশাচারের দুর্দ্দমনীয় অত্যাচারে কত শত ভারতরমণী আজি পথের ভিখারিণী এবং কুপথ-গামিনী হইয়া হিন্দুজাতির ভুবনবিখ্যাত পবিত্রতার শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত কলঙ্কিত করিতেছে। পাঠিকা! আর কাঁদিলে

কি হইবে, এস, এক্ষণে আমরা পতিতপাবন পরমেশ্বরের পদারবিন্দ চিন্তা করিতে করিতে প্রস্তাব পরিসমাপ্ত করি।

ক্ষেসারৎ বিবির সম্পত্তি।*

ভারতীয় ইংরাজকুলের আতঙ্কস্বরূপ মহিসুরের বীরাগ্রগণ্য টিপু সুলতানের প্রধানা মহিষীর নাম ক্ষেসারৎ বিবি। ইনি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণাট প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং অসাধারণ ধীশক্তি, বিদ্যাবত্তা, সংস্বভাব ও শারীরিক সৌন্দর্য্যবলে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের চিত্তাকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রধানা মহিষী বলিয়া পরিণীতা ও পরিগৃহীতা হন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে অর্থলোলুপ, উদ্ধত, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য এবং বর্ব্বরপ্রকৃতি ইংরাজ গোরা সৈন্যেরা নরমাংসাশী রাক্ষসকুলের ন্যায় টিপু সুলতানের সুবিশাল রাজপ্রাসাদে গোপনে প্রবেশ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রথম দিবসে ৭ লক্ষ সিন্দুক পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ সুবর্ণ মুদ্রা, এবং যমদূতের ন্যায় প্রকাণ্ড শরীরবিশিষ্ট ২৫ জন গোরা সৈন্য বহন করিতে অক্ষম, এমন একটি সামিয়ানা অধিকৃত বা অপহৃত হইয়াছিল। কর্ণেল মনসন্ অনুমান করেন, ইহার মূল্য পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রার ন্যূন নহে। এই সুবিশাল সামিয়ানার অষ্টাদশ ভাগের এক ভাগ মাত্র বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল, তথায় তাহা ৮৫ সহস্র টাকায় বিক্রীত হয়। দ্বিতীয় দিবসে ৫ শত ভারবাহী বলবান উষ্ট্রপৃষ্ঠে মস্‌লিন, কিন্‌খাপ, শাল, রুমাল, জামিয়ার, আলোয়ান, পিণাক এবং জাজিম্ আনীত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নসময়ে সুলতানের সিংহাসনটি বিচারপ্রাঙ্গণ হইতে বাহিরে আনিবার প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু দুরণ্ডু বহন করা কি শৃগালের সাধ্য? কর্ণেল মনসন্ সাহেব ইহার মূল্য ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলেন—"বিশুদ্ধ রৌপ্যনির্ম্মিত বিপুলবপু ব্যাঘ্রের উপরে প্রকাণ্ডাকার সুবর্ণের হস্তী, তদুপরি অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিসম্পন্ন হীরকখণ্ডখচিত মুক্তার হাওদা, এবং ইহার মধ্যে সুলতানের সিংহাসন। এই সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষেসারৎ বিবির এবং বাম পার্শ্বে টিপুর বসিবার আসন।

---

* ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের "Asiatic Annual Register" নামক ইংরাজী পুস্তক হইতে ইহা সঙ্গৃহীত হইল। এই প্রস্তাবের কিয়দংশ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখের কলিকাতার ষ্টেটস্‌ম্যান নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।—লেখক।

পশু দুইটির চক্ষুচতুষ্টয় উজ্জ্বল হীরা, লোমাবলী শুক্তির মুক্তা, নখর প্রবাল কুঞ্চন এবং কেশরগুলি সুবর্ণের হল্‌করা কালাজিরে ধাতুতে নির্ম্মিত। ক্ষেসারৎ বিবির উপাধান ময়ূরপুচ্ছে বিনির্ম্মিত হইয়া অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে সিংহাসনের পশ্চাদ্‌ভাগে শোভা পাইতেছে এবং পার্শ্বে যে দুইটি বৃহদাকার উপাধান আছে তাহা দর্শন করিলে বোধ হয়, জগতের যাহা কিছু সুন্দর—যাহা কিছু মনোমোহন — সুরুচিবান্ সুলতান যেন বিবিধ কৌশলে তাহা সংগ্রহ করিয়া আপন মহিষীর মনস্তুষ্টি সাধন করিয়াছেন।" সিংহাসনটি বিভগ্ন করিয়া বাহিরে আনয়ন করা হইয়াছিল। তৃতীয় দিবসে বিলাসগৃহে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার শয্যা ও গোল্ কাবাব্ অর্থাৎ কুসুমের কারুকার্য্য লক্ষিত এবং লুণ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে ইহার পার্শ্বস্থ ক্রীড়া-গৃহে চতুরঙ্গের সুবর্ণনির্ম্মিত এবং হীরক-খচিত মূল্যবান বাটিকা সমূহ ও একটি ধাতুময়ী পক্ষিণী দৃষ্ট হইয়াছিল। এই বিহঙ্গীর গাত্রে দশ সহস্র মূল্যবান মুক্তা, ৬ শত চুণি, ৫৬ টি পান্না, ১৬৮ টী লাল জহর এবং প্রায় ৩৬ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিদ্রাভ হীরা পাওয়া গিয়াছিল। চতুর্থ দিবসে পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়া পাষাণ-পাণী এবং বজ্রহৃদয় পাষণ্ড সৈনিক পুরুষেরাও যাবনিক ধর্ম্ম গ্রন্থাবলীর সমাদর দেখিয়া বিমোহিত চিত্তে মস্তক অবনত করিয়াছিল। গৃহের প্রাচীরের প্রত্যেক অংশে সুবর্ণের হল্‌করা অক্ষরে কোরাণের শ্লোক খোদিত এবং প্রত্যেক গ্রন্থ হীরকখচিত হিরণ্ময় সিংহাসনে অধি-ষ্ঠিত ছিল। পঞ্চম দিবসে টিপুর পশ্বালয় লুণ্ঠনের প্রস্তাব হয়, কিন্তু তথায় প্রবেশ করিয়া পশুপ্রকৃতি পাষণ্ড সৈন্যেরা দেখিল, তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর বলবন্ত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ পশু তথায় অবস্থান করিতেছে, সুতরাং তথায় প্রবেশের অধিকার নাই। অনেক কষ্টে যে সকল হস্তী এবং ঘোটক ধৃত হয়, তাহা টিপু-বন্ধু কুর্গের রাজা[illegible] মন-স্তুষ্টির জন্য, দাস-খত লিখিয়া তাঁহাকে উপঢৌকন দেওয়া হয়। শুনা যায়, টিপুর পশ্বালয়ের কতকগুলি চতুষ্পদ পশু, ইংরাজ বাহাদুরের কতক গুলি দ্বিপদ পশুকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল। ষষ্ঠ দিবসে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয়। এই দিবস মধ্যাহ্ন কালে মহিষীদিগের অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া, খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজ সৈন্য, ধর্ম্ম, সভ্যতা, ভদ্রতা এবং লজ্জাশীলতার মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক কুলবধূদিগের প্রতি অতীব নৃশংস এবং পৈশাচিক অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। অন্দর মহলে সর্ব্বসমেত (বাঁদী সমেত) ছয় শত পঞ্চাশ জন রাণী বাস করিতেন। কর্ণেল ওয়েলেস্‌লী ও লেপ্‌টেনেণ্ট ডন্‌লপ্ অদ্যকার (২৬ এ মে) তারিখে বীরসাজে সাজিয়া প্রায় ২,৪৯৪ জন সশস্ত্র ইংরাজ সৈন্যের সহিত সেরিংগা-

পত্তন নগর অবরোধ পূর্ব্বক অন্দরমহল আক্রমণ করেন। জেনেরল হারিশ ও হার্টলী তিন শত গোরা লইয়া অন্দর-মহলের মহিষীকুলের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তাঁহাদিগকে গাত্রের অলঙ্কার পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন। রমণীকুলের অধিকাংশ পলায়ন করিয়া অন্যত্র আশ্রয় লন এবং একমাত্র ক্লেসারং বিবি ৬৭ জন দাসী ও ১৯ জন দ্বাররক্ষককে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্তা হন। এই যুদ্ধে হারিশ, হার্টলী ও ডনলপের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল, কিন্তু বীরপত্নী ক্লেসারং বিবি শেষে বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করেন। সেরীংগাপত্তনের প্রকৃত ইতিহাস থাকিলে ইংরাজমহিমার উজ্জ্বল ধ্বজা আরও অত্যুচ্চে উঠিত এবং ক্লেসারং বিবির অতুল গুণপণা আরও বিশদ রূপে সাধারণ্যে প্রচারিত হইত। মহিসুরের টিপু প্রাসাদ লুণ্ঠন নাটকের অভিনয়, সুসভ্য এবং খৃষ্টীয় ইংরাজ-জাতির নৃশংসতা ও অর্থলোলুপ নীচতার যথেষ্ট পরিচায়ক।

মহাকবি শেক্ষপীয়র।

কবিগুরু শেক্ষপীয়রের নাম না শুনিয়াছেন আজ কাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোক নাই বলিলেই হয়। কোন কালের কোন দেশের কোনও কবিই ইঁহার ন্যায় এতটা উচ্চ সম্মান ও খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। আমাদের বঙ্গদেশের ঘরে ঘরেও ইঁহার নাম কীর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে পরিমাণ লোক ইঁহার রচিত নাটকাদি পাঠ করিয়া থাকেন, তাহার শতাংশের একাংশ লোক ইঁহার জীবন বৃত্তান্ত অবগত আছেন কি না সন্দেহ। তাই আজ আমরা অতিসংক্ষেপে তাঁহার জীবনের কয়েকটী কথা বিবৃত করিব।

ইংলণ্ডের পশ্চিমে ওয়ারউইক্ শায়র নামে একটী প্রদেশ আছে। ইহা এরূপ রমণীয় যে কোন কবি ইহাকে ইংলণ্ডের হৃদয় (Heart of England) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ষ্ট্রাট্ ফোর্ড ইহারই অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর। এই নগর ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানগুলি স্বভাব-জাত অতি চমৎকার সৌন্দর্য্যে শোভিত। আভন্ নদী এই নগরের পার্শ্বদেশ দিয়া বহিতেছে। ইহারই উভয় পার্শ্বে অতি সুন্দর ছোট ছোট মাঠে সবুজবর্ণের ঘাস, কোথাও সুন্দর সুন্দর বনলতা, বনফুল, কোথাও বা অতি নিবিড় ক্ষুদ্র বন, দেখিলে মন মুগ্ধ হয়। শেক্ষপীয়রের সময় ষ্ট্রাট-

কোর্ডের লোকসংখ্যা ১৪০০ মাত্র ছিল। সুতরাং ইহাকে একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বলিয়া উল্লেখ করিলেও ক্ষতি নাই। নগরে সাধারণতঃ যেরূপ বড় বড় সুপ্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা প্রভৃতি থাকে, ইহাতে তদ্রূপ কিছুই ছিল না—কেবল মাত্র দুইটী অট্টালিকা ছিল, একটী নদীতীরস্থ ধর্ম্ম-মন্দির (Church) অন্যটী নাট্যশালা (Guied Hall) এতদ্ভিন্ন অতি সামান্য আরও কতক গুলি ছোট ছোট ঘর ছিল। হেন্‌লী ষ্ট্রীটস্থ এই শ্রেণীরই একটী ঘরে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের অনুমান ৫ই মে তারিখে শেক্ষপীয়রের জন্ম হয়।

শেক্ষপীয়রে পিতা 'জন্ শেক্ষপীয়র' ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডে একটী সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া গণ্য ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ দস্তানা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেন। ইহাতে যাহা লাভ হইত, সেই লাভ হইতে এবং কয়েক বিঘা জমীলভ্য শস্য হইতে সুন্দর রূপে তাঁহার সাংসারিক সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। ক্রমে তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ নগরের শান্তিরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, এই সময় হইতে সকলেই তাঁহাকে একজন উচ্চদরের লোক বলিয়া মান্য করিত। তিনি ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মেরী আর্ডেন্ (Mary Arden) নাম্নী একটী সম্ভ্রান্ত মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ উপলক্ষে তিনি যৌতুকস্বরূপ অনেক সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ইহা-দিগের দুইটী কন্যা জন্মে, কিন্তু তাহারা বাল্যকালেই মরিয়া যায়—তৃতীয় সন্তান উইলিয়ম্ শেক্ষপীয়র। ইহার পরও তাঁহাদের দুইটী কন্যা ও তিনটী পুত্র জন্মিয়াছিল, কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই।

ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড নগরে ক্ষুদ্র একটী বিদ্যালয় ছিল, উইলিয়ম এই বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন। পিতামাতা লেখা পড়া কিছুই জানিতেন না, এমন কি নামটী কি প্রকারে লিখিতে হয় জন শেক্ষপীয়র তাহাও জ্ঞাত ছিলেন না, সুতরাং তাহারা পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াই তাহার শিক্ষা সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত রহিলেন, গৃহে লেখাপড়া সম্বন্ধে কিছুই সাহায্য করিতে পারিতেন না। এই বিদ্যালয়ে শেক্ষপীয়র ইংরেজী ও যৎসামান্য লাটীন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি এই নগরে একটী নাট্যশালা ছিল। এই নাট্যশালাতে মাঝে মাঝে নাটকের অভিনয় হইত। এই সময়ের সম্ভ্রান্ত লোকগুলি বড় নাটকপ্রিয় ছিলেন। বড় বড় কয়েকটী জমীদারের প্রত্যেকের নামেই এক একটী সখের দল ছিল। যে বৎসর উইলিয়ম বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন, সেই বৎসরই সেই নাট্যালয়ে একবার নাটক অভিনীত হয়। উইলিয়ম তাঁহার পিতার সঙ্গে এই অভিনয় দেখিতে যান এবং অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সমস্ত দেখিয়া

বাড়ী প্রত্যাগমন করেন। ১৫৭৫ সালে মহারাণী এলিজাবেথ, কেনিলওয়ার্থ (Kenilworth) দর্শনার্থ গমন করেন, তাঁহার আগমনে তথায় একবার নাটক অভিনীত হয়, উইলিয়ম পিতার সঙ্গে এই নাটক দেখিতেও গমন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মন নাটকের দিকে আকৃষ্ট হইল।

সকল সময় একভাবে যায় না, উইলিয়মেরও আনন্দের সময় অধিক কাল স্থায়ী হইল না। শৈশব তাঁহার অতি সুখের ছিল, দুরবস্থা কাহাকে বলে তখন তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই, কিন্তু শৈশবকাল উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই সুখের দশা শেষ হইল, বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করা আর হইল না, পিতার সঙ্গে কখনও বা সমবয়স্কদের সঙ্গে আভন নদীর তীরে 'কুঞ্জে কুঞ্জে' বা নিবিড় বনে বনফুল, বনলতা লইয়া যে ক্রীড়া করিতেন ও মনের স্ফূর্ত্তিতে আমোদ আহ্লাদ করিতেন তাহার আর কিছুই রহিল না। ১৫৭৮ খ্রীঃঅব্দে তাঁহার পিতার অনেক গুলি ঋণ হইয়া পড়ে। বিবাহের যৌতুকস্বরূপ জন শেক্সপীয়র যে সমস্ত সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, সমস্তই বিক্রয় করিলেন, কিন্তু তাহাতেও ধার শোধ হইল না। ক্রমেই তাঁহার অবস্থা আরও হীন হইতে লাগিল, এমন কি তাঁহার ব্যবহার্য্য বাসন প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তি গুলিও ক্রমে নিঃশেষিত হইল। পিতার দুরবস্থার জন্যই উইলিয়মের আর লেখা পড়া হইল না। তিনি বিদ্যালয় ছাড়িয়া পিতার সঙ্গে কয়েক দিন দস্তানা প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু যথেষ্ট লাভ ছিল না, সুতরাং শীঘ্রই অন্য কোন প্রকার কার্য্যের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন এই সময়ে তিনি কয়েক দিন কোন কসাইখানার ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কেহ বলেন তিনি কোনও স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কেহ বা বলেন তিনি কোনও উকীলের অধীনে মুহুরিগিরির কার্য্য করিতেন; কিন্তু এই সময়ের নিশ্চয় বিবরণ আমরা জ্ঞাত নহি।

দেখিতে দেখিতে দিন গেল, মাস গেল, একে একে কয়েকটী বৎসরও চলিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে শিশু উইলিয়মের জীবনেরও অষ্টাদশ বৎসর চলিয়া গেল। উনবিংশ বৎসর বয়সে তিনি এন হেথাওয়ে (Anne Hathaway) নাম্নী ২৮ বৎসর বয়স্কা একটী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এন সুন্দরী ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু উইলিয়ম তাঁহার রূপ লাবণ্য ও যৌবনে মুগ্ধ হইয়াই এত অল্প বয়সে হঠাৎ তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এনের পিতা মাতা বর্ত্তমান ছিলেন না, অন্য কোন ঘনিষ্ঠ শুভান্বেষী আত্মীয়ও ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে এ বিবাহে কেহ বাধা দিল না; বরং যে সমস্ত আত্মীয় ছিলেন, তাঁহারা যত শীঘ্র বিবাহ

হইয়া যায়, তাহারই উদ্‌যোগ করিয়া দিলেন, সুতরাং যথাসময়ে তদপেক্ষা ৮৷৯ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালক স্বামীর সহিত বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু তাহাদের এ মিলন সুখের হয় নাই, কারণ বিবাহের কয়েক মাস পরেই নবদম্পতীর অনুরাগ শিথিল হইয়া পড়িল, তখন এন স্বকীয় দুর্ব্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার সম্যক পরিচয় পাইলেন। বিবাহের বর্ষে তাঁহাদের একটী কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, কিন্তু নবজাত শিশু নূতন বন্ধনীতে পিতার মন বন্ধন করিতে পারিল না, উইলিয়ম এনকে ক্রমেই অধিক ঘৃণা করিতে লাগিলেন। তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও হঠাৎ যৌবনসুলভ চপলতায় মত্ত হইয়া ঐ বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক সময় অনুতাপ করিতেন এবং বলিতেন স্ত্রীলোকের 'বয়সে বড়' পুরুষকে পতিত্বে বরণ করা উচিত, তাহা হইলে ভাল সাজে এবং স্ত্রী স্বামীর চিত্তহারিণী হন।*

উইলিয়মের এই কথাতেও তাঁহার আন্তরিক ভাব অনেকটা প্রকাশ পাইয়াছে। অল্প বয়সের পাত্র ও পাত্রী কেহই কাহাকেও যে মনোনীত করিবার যথার্থ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন না, তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়।

বিবাহের পরও ৪৷৫ বৎসর পর্য্যন্ত উইলিয়ম ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডে রহিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার দুইটী যমজ সন্তান হইল। উইলিয়ম একটীর নাম হ্যাম্‌লেট্, ও অন্যটীর নাম জুডিথ্ রাখিলেন। এন এই সন্তানগুলি লইয়া ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডেই বাস করিতে লাগিলেন, উইলিয়ম লণ্ডন নগরীতে প্রস্থান করিলেন। হঠাৎ তাহার ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড ত্যাগ করিবার বিশেষ একটী কারণও উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সময়ে কতকগুলি উদ্ধতচরিত্র যুবকের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন এবং এক দিন তাহাদের সঙ্গে চার্লকোট্ নিবাসী সর্ লুসী নামক কোন৭ সম্ভ্রান্ত লোকের উদ্যান হইতে তাঁহার রক্ষিত কতক গুলি মৃগ চুরী করিতে যান। এই অপরাধে তিনি দোষী স্থির হইয়াছিলেন, সুতরাং সত্বর জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া ১৫৮৭ খ্রীঃঅব্দে লণ্ডন নগরীর আশ্রয় লইলেন। এই গল্পটী সর্ব্বাংশে সত্য কি না সন্দেহ, তবে অনেকে সত্য বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। উইলিয়মও এই সময়েই লুসীকে উপহাস ও নিন্দা করিয়া অনেক গুলি কবিতা লেখেন, সেই সমস্ত পড়িলে ইহা সত্য বলিয়াই প্রতীতি জন্মে।

উইলিয়ম লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া কোনও নাটকের দলে প্রবেশ লাভ করেন। কেহ কেহ বলেন প্রথমতঃ তিনি একটী অতি নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। যাঁহারা নাটক দেখিতে যাইতেন, তাহাদের অশ্ব রক্ষা করাই তাঁহাদের এক

* "————Let the woman take
An elder than herself; so wears she to him,
So sways she level in her husband's heart."

মাত্র কার্য্য ছিল, কিন্তু সহসা ইহাতে বিশ্বাস হয় না। যাহাহউক কয়েক বৎসরের মধ্যেই উইলিয়মের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এক জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হইয়া উঠিলেন। ১৫৯৬ খ্রীঃঅব্দে তিনি পুস্তক বিক্রয় দ্বারা অনেক গুলি টাকা সঞ্চয় করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির নাম অনেকেই জ্ঞাত আছেন, সুতরাং এস্থলে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না।

উইলিয়ম লণ্ডন হইতে বৎসরান্তে একবার বাড়ী যাইতেন এবং কয়েক দিন বাড়ী থাকিয়া পুনরায় লণ্ডনে ফিরিতেন। ১৫৯৬ খ্রীঃঅব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্র হ্যামলেটের মৃত্যু হয়, ইহাতে তিনি নিতান্ত কাতর হন। ১৫৯৭ খ্রীঃঅব্দে ষ্ট্রাটফোর্ডে ৬০০ টাকায় তিনি একটী সুন্দর বাড়ী ক্রয় করেন।

১৬০১ খ্রীঃঅব্দে জন শেক্ষপিয়রের মৃত্যু হয়। প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর টাকার অভাবে কষ্ট পাইয়া থাকিলেও, তাহার শেষ কাল সুখ স্বচ্ছন্দতায় অতিবাহিত হইয়াছিল, উইলিয়ম লণ্ডন হইতে রীতি মত তাঁহার খরচ যোগাইতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ৩২০০ টাকায় ষ্ট্রাটফোর্ডে একটী জমিদারী ক্রয় করেন এবং কিছুকাল পরেই ৪৪০০ টাকায় আর একটী সম্পত্তি খরিদ করেন। ১৬০৭ খৃঃঅব্দে তাঁহার সর্ব্ব প্রথম কন্যা সুসেনার ২৪ বৎসর বয়সে বিবাহ হইল। এই বৎসরই তাহার ছোট ভাই এডমণ্ডের ২৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। যাহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই সুসেনার একটী কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহার নাম এলিজাবেথ। শেক্ষপীয়র মরিবার সময় তাহাকেই সম্পত্তির অধিকাংশ দান করিয়া যান।

জীবনের অবশিষ্টাংশ নিরুদ্বেগে কাটাইবেন সঙ্কল্প করিয়া শেক্ষপীয়র ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড নগরে প্রত্যাগমন করেন। বস্তুতঃ এতকাল লণ্ডন মহা নগরীর মহা কোলাহলে, যথাসুখে কাল কাটাইয়া প্রৌঢ়াবস্থায় তথাকার আমোদ আহ্লাদ, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সংসর্গে ভিন্ন ভিন্ন সুখ দুঃখ, মহানগরীসম্ভব উৎকট উৎসব কলরবাদিতে বীতস্পৃহ হইয়া জীবনের শেষ কাল নিরুদ্বেগে স্বভবনে কাটাইতে ইচ্ছা হওয়া সম্ভবপর বটে। এই সময়ে তাঁহার স্ত্রীর সহিত তাঁহার পুনরায় সম্মিলন হয়। শৈশবে যাহাকে ভাল বাসিয়াছিলেন, যৌবনে যাহাকে ঘৃণা করিয়াছিলেন, প্রৌঢ়াবস্থায় পুনরায় তাহার উপর প্রসন্ন হইলেন। এন হেথাওয়েও তাঁহার সমস্ত কর্কশ ব্যবহার বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু এই ভাব মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল কি না অনেকে সন্দেহ করেন,—যেহেতু উইলিয়ম উইলে স্ত্রীকে একটী বিছানা ভিন্ন আর কিছুই দিয়া যান নাই। ১৬১৬ খ্রীঃঅব্দে ২৩ এপ্রেল তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েক বৎসর

পরেই তাঁহার স্মরণার্থ একটী প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডে স্থাপিত হয়। তিনি জীবদ্দশাতেই কবরের উপরে যাহা লিখিত থাকিবে তাহা রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার কবরের উপরে প্রস্তর খণ্ডে আজও তাহা স্পষ্টাক্ষরে শোভা পাইতেছে—

"প্রিয় বন্ধো! যিশুর অনুরোধে এই ভূমিনিহিত শবটী খনন করিয়া বাহির করিও না। যে ব্যক্তি এই কবরের প্রস্তর রক্ষা করিবেন তাঁহাকে ধন্যবাদ, যে ব্যক্তি আমার অস্থি স্থানান্তরিত করিবে সে অভিশাপভাজন হউক।"*

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুই এক কথা।

বঙ্গদেশে দিন দিন স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইতেছে। ভদ্র পরিবারের ভিতরে নব্যাদিগের মধ্যে মোটেই লিখিতে পড়িতে জানেন না এরূপ স্ত্রীলোক অতি বিরল। অবশ্য আপাততঃ ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে কুফল ফলিতেছে, কারণ জ্ঞান ও নীতিগর্ভ পুস্তকের পরিবর্ত্তে কুরুচিপূর্ণ অপাঠ্য পুস্তকের দ্বারা পাঠিকা-বর্গের কোমল কর অনেক সময়ে কলঙ্কিত হইয়া থাকে। ইহা নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় হইলেও স্ত্রীশিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমরা এক্ষণে এরূপ ভরসা করিতে পারি যে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার যে বীজ বপন হইয়াছে, তাহাতে অচিরে প্রকাণ্ড তরু উৎপন্ন হইয়া চারিদিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করত বঙ্গীয় সমাজের শোভা সম্বর্দ্ধন করিবে।

কিন্তু এই সময়ে একটি কথা বিশেষ করিয়া বুঝিয়া দেখা উচিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? পুরুষ হউন আর স্ত্রী হউন, ব্যক্তিমাত্রেরই শিক্ষার প্রয়োজন কেন? শিক্ষার প্রয়োজন এই জন্য যে মানুষের সুখ দুঃখ, মানুষের যাহা কিছু কর্ত্তব্য তৎসমুদয় পালন, এই সকলই শিক্ষার উপরে নির্ভর করে। সুতরাং যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, ও সংসার মধ্যে আমাদের যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, তৎসমুদয় পালন করিতে পারা যায়, তাহা অবশ্যই শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। অতএব

* "Good friend, for Jesus' sake forbear
To digg the dust enclosed heare
Blest be the man, that spares these stones
And curst be he that moves my bones."

যদি শিক্ষার দ্বারা আমরা কখন সংসার কার্য্যে অপটু হইয়া পড়ি, তাহাহইলে তাহা কখনই প্রকৃত শিক্ষা নহে। আমরা যখনই দেখিব যে লেখা পড়া শিখিতে গিয়া আমরা কাজের বাহির হইয়া যাইতেছি, তখনই সেই কুফল নিবারণের জন্য আমাদের বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

আমরা এতগুলি কথা বলিলাম কেন, তাহা পাঠিকাবর্গকে জানান উচিত। অনেকের বিশ্বাস যে বঙ্গদেশে যে যৎকিঞ্চিৎ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতেছে, তাহাতে বিশেষ কোন লাভ হইতেছে না। লাভের মধ্যে এই যে মহিলাগণ দিন দিন কাজের বাহির হইয়া পড়িতেছেন। একথা কতদূর সত্য, তাহা আমরা বলিতে চাহি না। পাঠিকাবর্গ আপনারা ভাবিয়া দেখুন। ইহা হইতে পারে যাঁহারা একথা বলেন তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার শত্রু; কিন্তু অনেক সময়ে শত্রুর কথা শুনিলেও লাভ আছে। আর যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে শিক্ষার দ্বারা আমরা সংসারকার্য্যে অপটু হইয়া পড়ি, তাহা কখনই প্রকৃত শিক্ষা নহে। তাহা সমাজের মঙ্গলের কারণ না হইয়া বরং নানাবিধ অমঙ্গল উৎপাদন করে।

অসম্পূর্ণ শিক্ষা প্রভাবে মহিলাগণের গৃহকর্ম্মে অনাস্থা জন্মিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। বঙ্গীয় মহিলাগণ এক্ষণে যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা পাইতেছেন, তাহা এত অসম্পূর্ণ যে তাহাতে তাঁহারা যে এই ঘোর অপরাধে অপরাধী হইবেন ইহা বড় অসম্ভব নহে। ভাবিয়া দেখিলে দোষ তাঁহাদের নহে। যাঁহারা এই শিক্ষার প্রবর্ত্তক, অপরাধ তাঁহাদেরই। যে মহিলাকে গৃহকর্ম্মের গৌরব ও গুরুত্ব বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার কখনই তৎপ্রতি অনাস্থা জন্মিতে পারে না। যে রমণী একটী সংসারের গৃহিণী, তিনি একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের কর্ত্রী স্বরূপা। ভাবিয়া দেখ দেখি তাঁহার যত্ন, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, ও সদ্বিবেচনার উপরে কতগুলি প্রাণীর সুখ স্বচ্ছন্দতা নির্ভর করে। জগতে ইহার অপেক্ষা গৌরবের কার্য্য আর কি হইতে পারে? বিশ্বনিয়ন্তা রমণী জাতির উপরে এই গুরু ভার অর্পণ করিয়া তাঁহাদের জীবন ধন্য করিয়াছেন। প্রাণপণে এই কর্ত্তব্য সাধন কি তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে? আর এই কর্ত্তব্য সাধনের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, তাহা কি কখন তুচ্ছ হইতে পারে? সংসারে যত কিছু করণীয় আছে, তাহার মধ্যে একটিকেও আমরা নীচ ভাবিতে পাই না। বিশ্বরাজ্যের অধিপতি তোমার উপরে যে ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা কি কখন নীচ হইতে পারে? তুমি ভ্রান্ত, তাই ভাবিয়া থাক যে কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে একটি মহৎ, ও আর একটি সামান্য; একটী করিতে